দাকায়েকুল আখ্‌বার

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালী (রহঃ)

নেছারিয়া লাইব্রেরী
বাংলাবাজার, ঢাকা

আমাদের প্রকাশিত
ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর বইসমূহ

মিনহাজুল আবেদীন
এহইয়াউ উলূমিদ্দীন (৫ খন্ডে)
কিমিয়ায়ে সাআদাত (৪ খন্ডে)
মাজালিসে গাযযালী
এসলাহে নফস
সুন্দর চরিত্র গঠনের উপায়
মিশকাতুল আনোয়ার
সিরাতুল মুস্তাকীম
সত্যের সন্ধানে
রহমতের পথ
সৃষ্টির রহস্য
তওবাতুন নছুহা
আল্লাহর একত্ববাদ
ধৈর্য্য কৃতজ্ঞতার সুফল
তাহাফুতুল ফালাসিফাহ
মৃত্যু আসবে যখন
মুমিনের সেরা উপহার
মুরশিদে আমীন
মুমিনের জেন্দেগী
কিস্তাসুল মুসতাকীম
সিয়াম সাধনা

নেছারিয়া লাইব্রেরী
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা

ISBN : 984-8604-11-1

www.AmarIslam.com

দাকায়েকুল আখবার

মূল

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী (রহ)

বঙ্গানুবাদ

হাফেজ মাওলানা মুহাঃ রফিকুল ইসলাম খান

মোফাচ্ছেরে কুরআন, পটুয়াখালী

নেছারিয়া লাইব্রেরী

৩৪ নর্থব্রুক হল, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.AmarIslam.com

প্রকাশক
মুহাঃ আবদুর রব খান
রশীদ বুক হাউস
৬ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ ২০১১ ইং

বর্ণবিন্যাস
মোহাম্মদ ফজলুল হক
জবা কম্পিউটার
বুক্স এণ্ড কম্পিউটার মার্কেট (৪র্থ তলা)
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১২০.০০ টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-আকাবা প্রেস
শিরিশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

প্রাপ্তিস্থান

দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী
ছারছীনা শরীফ

ইসলামিয়া লাইব্রেরী
সাহেব বাজার
রাজশাহী

ছালেহীন প্রকাশনী
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

দেওয়ান স্টোর
বড় মসজিদ রোড
টাঙ্গাইল

বইমেলা
কুষ্টিয়া

এছাড়াও
বাংলাদেশের
প্রতিটি ধর্মীয়
লাইব্রেরীতে
পাওয়া যায়।

সূচীপত্র

www.AmarIslam.com

পরম পরুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। যিনি বিশ্বের প্রতিপালক, তিনিই সমুদয় প্রশংসার যোগ্য। তিনি তাঁহার প্রিয় পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের উপর স্বীয় করুণার ধারা বর্ষিত করুন।

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সৃষ্টির রহস্য

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক শাজারাতুল একীন' নামে চারি কাণ্ডবিশিষ্ট একটি বৃক্ষ সৃষ্টি করেন। অতঃপর ময়ূরের আকৃতিতে নূরে মোহাম্মদীকে শুভ্র মুক্তার আবরণের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া উক্ত বৃক্ষের উপর রাখিয়া দেন। ঐরূপ অবস্থায় তিনি সত্তর হাজার বৎসর আল্লাহর তসবীহ্ পাঠে নিবিষ্ট থাকেন। তারপর আল্লাহ্ পাক লজ্জার আয়না তৈরী করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দেন। যখন তিনি আয়নার মধ্যে স্বীয় সুন্দর লাবণ্যময় ও জাঁকজমকপূর্ণ ছবি দেখিতে পান, তখন তিনি লজ্জিত হইয়া আল্লাহ তায়ালাকে পাঁচ বার অবনত মস্তকে সেজদাহ্ করেন। এই জন্যই হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের উপর নির্দিষ্ট সময়ে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হইয়াছে।

আল্লাহ্ পুনঃ যখন উক্ত নূরের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন উহা আল্লাহর ভয়ে লজ্জিত ও ঘর্মাক্ত হইয়া যায়। তাঁহার মাথার ঘর্ম হইতে আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদিগকে এবং মুখমণ্ডলের ঘর্মাক্ত হইতে আরশ-কুরসি, লৌহ মাহ্ফুজ, কলম, চন্দ্র-সূর্য, পর্দাসমূহ, তারকারাজি এবং আকাশাস্থিত সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করেন। কর্ণদ্বয়ের ঘর্ম হইতে ইহুদী, নাছারা, অগ্নি উপাসক এবং অন্যান্য অনুরূপ জাতিদের আত্মা সৃষ্টি করেন। পদদ্বয়ের ঘর্মাক্ত হইতে ভূমণ্ডলস্থিত সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা নূরে মোহাম্মদীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্মুখপানে তাকাইতে আদেশ করেন। তিনি সম্মুখপানে তাকাইলে তাঁহার সম্মুখে পশ্চাতে, উত্তরে, দক্ষিণে যথাক্রমে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুমের নূর দেখিতে পান। অত:পর নূরে মোহাম্মদী (সাঃ) সত্তর হাজার বৎসরকাল আল্লাহর তসবীহ পাঠে অতিবাহিত করেন।

আল্লাহ তায়ালা নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সমস্ত নবীদের নূর সৃষ্টি করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সমস্ত নবীগণের আত্মা

পয়দা হইয়া বলিয়া উঠিল–লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।” অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা লোহিত আকীক প্রস্তরে একটি ফানুস বা লণ্ঠন তৈরী করিয়া হযরতকে নামাজের সুরতে উহাতে বসাইয়া রাখেন।

অতঃপর উল্লিখিত আত্মাসমূহ নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এক লক্ষ বৎসর যাবৎ প্রদক্ষিণ করেন এবং তাসবীহ তাহলীল পাঠ করিয়া শুকরিয়া আদায় করেন। ঐ সময় আল্লাহ তাঁহাদিগকে নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আদেশ করেন। এই আত্মাসমূহের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার পবিত্র মস্তক দেখিতে পান, তাঁহারা পরিণামে খলীফা ও বাদশাহ হন। যাঁহারা পবিত্র মুখমণ্ডল দেখিতে পান, তাঁহারা ন্যায়পরায়ন আমীর সাধক (বাদশা) হন। যাঁহারা কর্ণদ্বয় দেখিতে পান, তাঁহারা সত্যের সাধক হন। যাঁহারা নেত্রদ্বয় দেখিতে পান–তাঁহারা পবিত্র কোরআনের তত্ত্বাবধায়ক হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ভ্রুদ্বয়ের দর্শকগণ হন ভাগ্যবান। যাঁহারা গণ্ডদ্বয় দেখেন, তাঁহারা হেকীম, ডাক্তার ও সুগন্ধি-বিক্রেতা হন। যাঁহারা ওষ্ঠ মোবারক দেখিতে পান, তাঁহারা রূপবান ও উজির হন এবং মুখগহ্বর যাঁহারা দেখেন, তাঁহারা রোজাদাররূপে, দন্তরাজির দর্শকগণ সুন্দর নর-নারী রূপে, রসনা মোবারকের দর্শকগণ রাজদূতরূপে, হলকুমের দর্শকগণ বক্তা, মোয়াজ্জেন ও উপদেষ্টারূপে, শ্মশ্রু মোবারকের দর্শকগণ ধর্ম-যোদ্ধারূপে, গ্রীবা মোবারকের দর্শকগণ ব্যবসায়ীরূপে, বাহুদ্বয়ের দর্শকবৃন্দ তীরন্দাজ ও তরবারী যোদ্ধারূপে, ডান বাহুর দর্শকগণ নাপিতরূপে, বাম বাহুর দর্শকগণ জল্লাদ ও বীর পুরুষরূপে, ডান হস্তের দর্শকগণ সাব্বাক ও শিল্পীরূপে, বাম হস্তের দর্শকগণ কয়ালরূপে, উভয় হস্তের দর্শকগণ দানবীর বিজ্ঞরূপে, হাতের পিঠ দর্শকগণ কৃপণ ও অসৎরূপে, ডান হস্তের পিঠ দর্শকগণ রজকরূপে, বাম হস্তের পিঠ দর্শকগণ কাঠুরিয়া রূপে, অঙ্গুলী দর্শকগণ মুন্সীরূপে (লেখক) ডান হস্তের আঙ্গুলীর পিঠ দর্শকগণ দরজীরূপে, বাম হস্তাঙ্গুলির পিঠ দর্শকগণ কর্মকার রূপে, বক্ষ দর্শকগণ আলেম মোজতাহিদ চিন্তাবিদ ও কৃতজ্ঞরূপে, পৃষ্ঠ দর্শকগণ ধর্মানুরাগীরূপে, পেশানী দর্শকগণ গাজীরূপে, উদরাদেশ দর্শকগণ স্বল্পে তুষ্ট ও সংসার ত্যাগীরূপে, হাঁটুদ্বয় দর্শকগণ রুকু সেজদাকারীরূপে,পদদ্বয় দর্শকগণ শিকারীরূপে, পদতল দর্শকগণ পর্যটকরূপে, ছায়া মোবারক দর্শকগণ গায়ক ও রুটি প্রস্তুতকারকরূপে জন্ম নেন। যাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, তাহারাই খোদায়ী দাবীদার ফেরাউন নমরূদ ও অন্যান্য কাফেররূপে পরিগণিত হয়। যাহারা তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করা সত্ত্বেও দেখিতে পায় নাই তাহারা ইহুদী, নাছারা অগ্নি উপাসক ইত্যাদি রূপে পরিগণিত হয়।

আল্লাহ পাক হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহমদ নামের আকৃতিতে নামাজকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন নামাজে দণ্ডায়মান হওয়া আলিফ সদৃশ, রুকুর অবস্থা (ح) হা- এর সদৃশ, সেজদা করা (م) মিম এর সদৃশ, এবং নামাজে উপবেশনাবস্থা (د) এর সদৃশ। আল্লাহ মানুষকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামের আকৃতিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন (م) মিমের মতই মানবের মস্তক গোলাকার, হস্তদ্বয় (ح) হা-এর মত বাঁকা, উদরটি (مـ) দ্বিতীয় মিমের মতই মোটা ও গোল এবং পদ্বদয় (د) দাল এর ন্যায় এই জন্যই কাফের তাহার মানবাকৃতিতে অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে না, বরং কাফেরকে শূকরের আকৃতিতে দোজখে নিক্ষিপ্ত করা হইবে।

ইহার অধিক আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

হযরত আদম (আঃ) -এর সৃষ্টি রহস্য

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলিয়াছেন যে, "আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-কে বিভিন্ন দেশের মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। পবিত্র কা'বা শরীফের মাটি হইতে মস্তক, দোহনার মাটি হইতে বক্ষস্থল, ভারতবর্ষের মাটি হইতে পেট ও পিঠ, পূর্বদেশের মাটি হইতে হস্তদ্বয় ও পশ্চিম দেশীয় মাটি হইতে পদদ্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন।"

হযরত ওহাব ইবনে মাম্বা (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, "আল্লাহ সপ্তস্তরের মৃত্তিকা হইতে হযরত আদম (আ.) এর সপ্তাঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা প্রথম স্তরের মাটি হইতে মস্তক, দ্বিতীয় স্তরের মাটি হইতে ঘাড়, তৃতীয় স্তরের মাটি হইতে বক্ষস্থল, চতুর্থ স্তরের মাটি হইতে হস্তদ্বয়, পঞ্চম স্তরের মাটি হইতে পেট ও পিঠ, ষষ্ঠ স্তরের মাটি হইতে উরুদ্বয় ও নিতম্ব এবং সপ্তম স্তরের মাটি হইতে পদদ্বয় সৃষ্টি করিয়াছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এইরূপও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর মাথা বাইতুল মোকাদ্দাসের মাটি হইতে, মুখমণ্ডল বেহেশতের মাটি হইতে, দন্তারাজি হাউজে কাউসারের মাটি হইতে, দক্ষিণ হস্ত কা'বার মাটি হইতে, বাম হস্ত পারস্যের মাটি হইতে, অস্থিসমূহ পাহাড়ের মাটি হইতে, লজ্জাস্থান বাবেল দেশের মাটি হইতে, পার্শ্বদেশ ইরাকের মাটি হইতে, অন্তর ফেরদাউসের মাটি হইতে, চক্ষুদ্বয় হাউজে কাউসারের মাটি হইতে এবং জিহ্বা তায়েফের মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।

মস্তক বাইতুল মোকাদ্দাসের মাটি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া উহা জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি ও কথোপকথনের স্থান হইয়াছে। বেহেশতের মাটি হইতে মুখমণ্ডল তৈরী হইয়াছে বলিয়া উহা সুন্দর ও লাবণ্যময় হইয়াছে। কাউসারের মাটি হইতে মুখমণ্ডল তৈরী হইয়াছে বলিয়া উহা সুন্দর ও লাবণ্যময় হইয়াছে। কাউসারের মাটি হইতে দন্তরাজি সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া উহারা স্বাদের স্থান হইয়াছে। দক্ষিণ হস্ত কা'বার মাটি হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে বলিয়া উহা সাহায্যের স্থান হইয়াছে। পিঠ ইরাকের মাটি হইতে হইয়াছে বলিয়া উহা শক্তি ও সামর্থের স্থান হইয়াছে। বাবেল দেশের মাটি হইতে লজ্জাস্থান তৈয়ারী হইয়াছে বলিয়া উহা কাম স্থান হইয়াছে। পাহাড় হইতে হাড্ডি সৃষ্টি করা হইয়াছে

বলিয়া উহা শক্ত ও দৃঢ় হইয়াছে, ফেরদাউসের মাটি হইতে অন্তর হওয়ায় উহা ঈমান ও বিশ্বাসের স্থান হইয়াছে এবং তায়েফের মাটি হইতে জিহ্বা সৃষ্টি হওয়ায় উহা সাক্ষ্যদানের স্থান হইয়াছে।

করুণাময় বারি তা'য়ালা আদম (আঃ)-এর পবিত্র দেহে সর্বমোট নয়টি দরজা রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে সাতটি মস্তকে, যথা ঃ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকার ছিদ্র ও মুখগহ্বর, অবশিষ্ট বাহ্যনালী ও প্রস্রাব নালী শরীরের নির্দিষ্টস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা দর্শণশক্তি চক্ষুদ্বয়ে, শ্রবণশক্তি কর্ণদ্বয়ে, ঘ্রাণশক্তি নাসিকায়, আস্বাদন শক্তি জিহ্বায়, স্পর্শশক্তি হস্তদ্বয়ে এবং চলাশক্তি পাদ্বয়ে দান করিয়াছেন।

কথিত আছে যে, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে রূহ্ দান করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন রূহ্কে তাঁর মুখে বা মস্তকে প্রবেশ করিতে বলিলেন। উহা মস্তকে প্রবেশ করিয়া দুইশত বৎসর পর্যন্ত আদম (আঃ)-এর মস্তকে বিচরণ করিয়া নেত্রদ্বয়ে অবতরণ করে। তখন তিনি স্বীয় শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত শরীর দেখিতে পাইলেন। যখন রূহ্ কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি ফেরেশতাদের তসবিহ্ পাঠ শুনিতে পাইলেন। তৎপর রূহ্ নাসিকায় প্রবেশ করিয়া হাঁচি ছাড়িতে না ছাড়িতে পুনঃ মুখ ও কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিল। তখন আল্লাহ তাঁহাকে "আল্হামদুলিল্লাহ্" বলিতে শিখাইলেন। আর আদম (আঃ) এর হাম্দ শুনিয়া আল্লাহ্ তাঁহাকে "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলিয়া আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর রূহ বক্ষস্থলে প্রবেশ করিলে আদম (আঃ) তাড়াতাড়ি দণ্ডায়মান হইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইলেন না। এই জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন "মানুষ অত্যন্ত জলদীবাজ বা চপলমতি।"

যখন রূহ্ উদরে প্রবেশ করিল, তখন আদম (আঃ) খাদ্য ভক্ষণের প্রয়োজন বোধ করিলেন। অতঃপর রূহ্ দেহে প্রবেশ করিলে দেহ মাংস, রক্ত, শিরা-উপশিরায় পরিণত হইল। আল্লাহ্ পাক হযরত আদম (আঃ)-এর শরীরকে নখের আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া দেন। তাই তাঁহার দেহের লাবণ্য ও সৌন্দর্য দিন দিন অধিকতর বর্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু পাপপথে পদক্ষেপের ফলে আল্লাহ শাস্তিস্বরূপ তাঁহার সেই নখের আবরণকে চামড়ার আবরণে পরিবর্তিত করিয়া দেন এবং পূর্বাবস্থার চিহ্নস্বরূপ অঙ্গুলীর অগ্রভাগে সামান্য একটু নখ রাখিয়া দেন।

আল্লাহ পাক আদম (আঃ) এর সৃষ্টি সমাপ্ত করিয়া তাঁহাকে রূহ্ দান করিলেন ও তাঁহাকে বেহেশতের পোষাকে সজ্জিত করিলেন। তখন নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আদম (আঃ)-এর মুখমণ্ডলে ও পেশানিতে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় চমকাইতে থাকে। অতঃপর যখন হযরত আদম (আঃ) আশ্চর্যান্বিত হইয়া মস্তক উত্তোলন করিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাঁহাকে স্কন্ধে উঠাইয়া লইলেন। আর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে আদেশ করিলেন, "হে ফেরেশতাগণ! আদমকে আকাশের অত্যাশ্চর্য বস্তসমূহের দর্শক হিসাবে আকাশমণ্ডলে বিচরণ করাও। তাহা হইলে তাঁহার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইবে।" ফেরেশতাগণ প্রভুর আদেশানুযায়ী হযরত আদমকে (আঃ) স্কন্ধে স্থাপন করিয়া প্রায় দুই শতাব্দী পর্যন্ত সমুদয় নভোমণ্ডল পর্যটনে অতিবাহিত করেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক হযরত আদম (আঃ)-এর বাহনের জন্য মাইমুনা নামক তীব্র সুগন্ধবিশিষ্ট শেক দ্বারা একটি ঘোটকী সৃষ্টি করেন। মণিমুক্তা দ্বারা উহার দুই পাখা তৈরী করিয়া তিনি হযরত আদম (আঃ)-কে উহাতে উপবেশন করিতে বলিলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) উহার লাগাম ধরিয়া, হযরত মিকাঈল (আঃ) উহার ডানে এবং হযরত ইস্রাফিল (আঃ) বামে থাকিয়া তাঁহাকে সমস্ত আকাশে ঘুরাইতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত ফেরেশতাদের সাক্ষাৎ হইতেই তিনি তাহাদিগকে 'আচ্ছালামু আলাইকুম' বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, আর তাহারাও প্রত্যুত্তরে "ওয়াআলাই কুমুচ্ছালাম ওয়া রাহমাতুল্লা" বলিয়া তাহাকে সম্ভাষণ জানাইলেন। তখন আল্লাহ্ বলিলেন, "হে আদম! এরূপ সালামই আমি তোমাকে এবং তোমার বিশ্বাসী বংশধরগণের জন্য উপঢৌকন স্বরূপ দান করিলাম। তোমরা উহা দ্বারা পরস্পরকে কেয়ামত পর্যন্ত সম্ভাষণ করিবে।"

ফেরেশতাকুলের সৃষ্টির বিবরণ

কথিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও সৃষ্টিজীবের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা হযরত জিব্‌রাঈল, হযরত মিকাইল, হযরত আজ্‌রাঈল ও হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-কে আল্লাহর বাণীবাহন ও প্রধান দূতের কার্যে, হযরত মিকাইল (আঃ)-কে শিলাবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্যদ্রব্য বণ্টনের কার্যে হযরত আজরাইল (আঃ)-কে মৃত্যুদূত বা জীবের রূহ্ কবজের কার্যে এবং হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-কে বিশ্বপ্রলয়কারী শিঙ্গা বাজাইবার কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত ইস্রাফিল (আঃ) আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "হে প্রভু! আমাকে সপ্তকাশ, সপ্ত জমিন, পাহাড়, পর্বত, হিংস্র জীব-জানোয়ার ও মানব-দানবসমূহের শক্তিদান করুন।" আল্লাহ তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া তাহাকে উল্লিখিত সমুদয়ের শক্তি দান করেন। তাঁহার দেহে অসংখ্য পালক বিদ্যমান এবং আপদমস্তক জাফরানী রংয়ের পশমে আবৃত।

তাঁহার প্রত্যেক পশমে হাজার হাজার মুখমণ্ডল আছে এবং প্রত্যেক মুখে আবার অগণিত জিহ্বা আছে। তাঁহার মুখ ও জিহ্বাগুলি প্রশস্ত পাখা দ্বারা আবৃত। প্রতি জিহ্বা দ্বারা তিনি অসংখ্য ভাষায় আল্লাহ তায়ালার তসবীহ্ পাঠ করেন। তাঁহার প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা একজন করিয়া ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহারা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর তসবীহ পাঠে নিমগ্ন থাকিবেন। তাঁহারাই মোকার্‌রব আরশ বহনকারী কেরামন কাতেবীন ফেরেশতা। তাঁহারা সবাই হযরত ইস্রাফীল, (আঃ) এর আকৃতিতে গঠিত।

হযরত ইস্রাফীল (আ.) জাহান্নামের প্রতি প্রত্যহ তিনবার দৃষ্টিপাত করেন। উহাতে তাঁহার শরীর প্রায় গলিয়া যায় এবং তীরের রশির মতো সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তিনি সদা রোনাজারীতে সময় অতিবাহিত করেন। যদি আল্লাহ তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে এবং চোখের পানি ফেলিতে নিষেধ না করিতেন, তবে সমস্ত পৃথিবী তাঁহার চোখের পানিতে ভাসিয়া যাইত এবং হযরত নূহ্ (আঃ) এর তুফানের আকার ধারণ করিত। তাহার চক্ষুর পানি যদি পৃথিবীর উপর পতিত হইত, তাহা হইলে বিশ্ববাসী হযরত নূহ্ (আঃ)-এর সময়ের তুফানের মত পানিতে ডুবিয়া মরিত। তাঁহার দেহের পরিধি এতই বিস্তৃত যে, সমুদয় সাগরের পানি যদি তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হয়, তথাপি একবিন্দু পানিও ভূমিতল স্পর্শ করিবে না।

হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-এর সৃষ্টির পাঁচ শত বৎসর পর আল্লাহ তায়ালা হযরত মিকাঈল (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন। তাঁহার আপদ-মস্তক জাফরানী পশমে ও পাখায় আবৃত। প্রতি পশমের গায়ে অসংখ্য মুখ ও চক্ষু আছে। প্রত্যেক মুখে অসংখ্য জিহ্বা আছে এবং তিনি প্রত্যেক জিহ্বার সাহায্যে অসংখ্য ভাষায় আল্লাহ্ তায়ালার তাসবীহ পাঠ করেন। তাঁহার প্রত্যেক চক্ষু মুমিন মুসলমান ও পাপীদের জন্য ক্রন্দনের সহিত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত: রহমত কামনা করিয়া থাকে। আবার প্রত্যেক চক্ষু হাজার বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করে। তদ্বারা আল্লাহ্ পাক্ তাঁহার আকৃতিরই সত্তর হাজার ফেরেশ্তা সৃষ্টি করেন। যাহারা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর তসবীহ্ পাঠে আত্মনিয়োগ করিবে, তাহাদিগকে রুহানি ফেরেশ্তা বলে।

হযরত আজরাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ পাক হযরত ঈস্রাফীল (আঃ)এর মতো সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারও মুখ জিহ্বা এবং পাখা আছে।

মৃত্যুর পূর্বকথা

পবিত্র হাদীস গ্রন্থে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ পাক্ মৃত্যুকে সৃষ্টি করিয়া আবরণের মধ্যে গোপন করিয়া রাখেন। আকাশ ও ভূমণ্ডল অপেক্ষা প্রকাণ্ড করিয়া উহার আকৃতি গঠন করিয়া উহাকে সত্তরটি শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ইহার প্রতিটি শৃঙ্খল প্রায় এক সহস্র বৎসরের রাস্তার পরিমাণ লম্বা। ফেরেশতাগণ কদাচিৎ উহার পার্শ্ব দিয়া গমন করিতেন। এমন কি উহার অস্তিত্ব ও অবস্থান সম্বন্ধে তাঁহারা অবগত ছিলেন না। কিন্তু চতুর্দিক হইতে উহার বিকট চিৎকার শুনিতে পাইতেন। হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টির পূর্বে সকলে সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। হযরত আদম (আঃ)-এর সৃষ্টিলগ্নে আল্লাহ্ পাক যখন মালেকুল মউতকে মৃত্যুর কার্যে নিয়োগ করিলেন, তখন তিনি আরজ করিলেন, "হে প্রভু! মৃত্যু আবার কি জিনিস?" তখন আল্লাহ পাক্ আবরণকে উন্মুক্ত হইতে এবং সমস্ত ফেরেশতাদিগকে উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আদেশ করিলেন। যখন তাঁহারা উহাকে দেখিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুকে বলিলেন, "হে মৃত্যু! তুমি তোমার সমুদয় পাখা বিস্তার করিয়া তাহাদের মস্তকোপরি উড়িয়া বেড়াও এবং তোমার সমুদয় নেত্র উন্মিলিত করিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর।"

আল্লাহর আদেশানুযায়ী মৃত্যু যখন উড়িতে আরম্ভ করিল তদ্দর্শনে ফেরেশ্তাগণ মুর্চ্ছিত হইয়া দুই সহস্র বৎসর পড়িয়া রহিলেন। অতঃপর চৈতন্য লাভ করিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রভু! ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু আপনি সৃষ্টি করিয়াছেন কি? প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলিলেন, "হে ফেরেশতাগণ, ইহা আমারই সৃষ্টি এবং ইহাপেক্ষা আমিই মহীয়ান ও গরীয়ান। সৃষ্টজীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিবে।"

আল্লাহ পাক হযরত আজরাঈল (আঃ)-কে বলিলেন, "হে আজ্‌রাঈল! আমি তোমাকে জীবের মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন করিলাম।" হযরত আজরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, "হে প্রভু! মৃত্যু নিয়ন্ত্রণের শক্তি আমার নাই।" কেননা মৃত্যু আমাপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী। তখন আল্লাহর প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হইয়া মালাকুল মউত স্বীয় আয়ত্বে আনয়ন করেন।

অতঃপর মৃত্যু আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিল, "হে প্রভু! আমাকে একবার আকাশমণ্ডল উচ্চৈস্বরে কিছু বলিবার অনুমতি দান করুন।" আল্লাহর অনুমতি

লইয়া মৃত্যু অতি উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিল, "হে সৃষ্ট জীব সকল, স্মরণ রাখিও আমি সেই মৃত্যু–যে বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়, মাতা কন্যায়, পিতা-পুত্রে, স্বামী-স্ত্রীতে, সবল দুর্বলে, ভ্রাতা ভ্রাত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়; ঘর-বাড়ী, দালান কোঠা বিরান ও ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে। আমি অবশ্যই মৃত্যু দান করিব, যদি তোমরা গগণচুম্বী অট্টালিকায় থাকো না কেন। এমন কি কোন জীবই আমার স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত হইবে না।"

যখন কাহারও মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসে, তখন মৃত্যু স্বীয় বিকট মূর্তিতে মুমূর্ষ ব্যক্তির সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়।

মুমূর্ষ আত্মা তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "হে ব্যক্তি, তুমি কে এবং কি চাও?" প্রত্যুত্তরে সে বলে, "আমি মৃত্যু, আমি তোমাকে পৃথিবী হইতে বহিষ্কার করিব, তোমার সন্তানদিগকে খতম করিব এবং তোমার স্ত্রীকে বিধবা করিব। তোমার ধনদৌলত তোমার ঐ সকল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করিব, যাহারা ইহজগতে তোমাকে পছন্দ করে নাই এবং তুমিও যাহাদের পছন্দ কর নাই। নিজের জন্য যে সৎকার্য কারিয়াছিলে, আজ তাহাই তোমার উপকারার্থে তোমার সঙ্গে যাইবে। আর কিছুই তোমার উপকার করিতে পারিবে না।"

এইসব কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি তাহার মুখমণ্ডল দেওয়ালের দিকে ফিরাইয়া ফেলে, কিন্তু মৃত্যুদূতকে সেদিকেও হাজির দেখিতে পায়। আবার সে অন্যদিকে মুখ ফিরায়, কিন্তু সেইদিকেও মৃত্যুকে দেখিতে পায়। অবশেষে মৃত্যু বলে, "হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কি জান না যে, আমি সেই মৃত্যু যে তোমার নয়নযুগলের সম্মুখ হইতে তোমার পিতামাতার রূহ্ কবজ করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু তুমি তখন উহাদের কোন উপকার করিতে পার নাই। আমিও আজ তদ্রূপ তোমার সন্তানদের সম্মুখ হইতে তোমার আত্মা ছিনাইয়া লইয়া অনন্তে বিলীন হইব, কিন্তু তাহারা তোমার কোন উপকার করিতে পারিবে না। আমি সেই মৃত্যু, যে অতীব শক্তিশালী জাতিসমূহকে ধ্বংস করিয়াছি।"

অতঃপর যমদুত তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, "হে ব্যক্তি! দুনিয়া তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে?" প্রত্যুত্তরে সে বলে, আমি দুনিয়াকে ধোকাবাজ ও প্রবঞ্চক হিসাবেই পাইয়াছি। উহা আমার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা মুমূর্ষ ব্যক্তির সামনে দুনিয়াকে কুৎসিৎ বৃদ্ধার আকৃতিতে তুলিয়া ধরিবেন। তখন দুনিয়া মুমূর্ষ ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, "হে পাপিষ্ঠ নরাধম! তুমি কি আমার বুকে পাপ করিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছিলে বা

লজ্জিত হইয়াছিলে এবং পাপ কর্ম হইতে বাঁচিয়াছিলে? তুমি আমাকে আদেশ করিয়াছিলে? তুমি আমাকে অন্বেষণ করিয়াছিলে, কিন্তু আমি তোমাকে অন্বেষণ করি নাই। তুমি আমার মোহে এতই বিবেকহীন, অন্ধ হইয়া গিয়াছিলে যে, তুমি হালাল হারামে পার্থক্যটুকু কর নাই। তুমি কি ধারণা করিয়াছিলে যে, দুনিয়া ছাড়িয়া তোমাকে যাইতে হইবে না? কিন্তু মনে রাখিও আমি তোমাকে এবং তোমার কাজকে মোটেই পছন্দ করি নাই" মুমূর্ষ ব্যক্তি আরও দেখিতে পাইবে, তাহার ধন-দৌলত অন্যের হাতে চলিয়া যাইতেছে। তখন উক্ত মালামাল তাহাকে বলিবে, "হে পাপী! তুমি আমাকে অন্যায়ভাবে সঞ্চয় করিয়াছিলে এবং দরিদ্র ভিক্ষুককে আমা হইতে মোটেই দান কর নাই। আজ আমি অন্যের হাতে চলিয়া যাইতেছি। যেমন আল্লাহ পাক কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

(১) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ -

১। "সেদিন ধন-সম্পত্তি ও পুত্র কন্যা কোন উপকার করিতে পারিবে না—কিন্তু যে আল্লাহর হুজুরে পাক আত্মা লইয়া হাজির হইবে, সে ব্যতীত"।

তখন বান্দা আরজ করিবে, "হে প্রভু! আমাকে পুনঃ দুনিয়াতে পাঠাইয়া দিন। তাহা হইলে আমি যথোপযুক্ত সৎকার্য সম্পাদন করিয়া আসিব।"

প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ জ্ঞাপন করিবেন ঃ

اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ -

"যখন কাহারও মৃত্যু সময় ঘনাইয়া আসে (তখনই তাহার রূহ্ কবজ করা হইয়া থাকে), এক মুহূর্ত ও আগপিছ করা হয় না।"

অতঃপর মোমেনের আত্মা বড় আসানির সহিত কবজ করা হয় এবং মোনাফেক ও কাফেরের আত্মা অতীব যাতনা সহকারে ছিনাইয়া আনা হয়। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ - كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنَ -

"নিশ্চয়ই সৎ লোকের আমলনামা ইল্লিন নামক স্থানে এবং বদকার লোকদের আমলনামা সিজ্জিন নামক স্থানে রাখা হয়।"

মালাকুল মউত কিরূপে রূহ কবজ করিয়া থাকে

সলবি নামক কিতাবে হযরত মোকাতেন (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহপাক মালাকুল মউতের জন্য সপ্তম বা চতুর্থ আকাশে সত্তর সহস্র স্তম্ভের উপর একটি নূরের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন। হযরত মালাকুল-মউতের চারিখানা পাখা আছে এবং তাঁহার সমস্ত দেহে মানব-দানব, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির সংখ্যানুপাতে রসনা ও চক্ষু আছে, অর্থাৎ এমন কোন জীব নাই, যাহার নিমিত্ত তাঁহার দেহে মুখ, হাত ও চক্ষু নাই। সেখান হইতেই তিনি তাহাদের রূহ্ কবজ করিয়া থাকেন।

একদিন হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন যে, মালাকুল মউতের উত্তরে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে, উপরে ও নীচে সর্বমোট ছয়খানি মুখমণ্ডল আছে। তখন সাহাবাবৃন্দ আরজ করিলেন, হুজুর, ঐ ছয়খানা মুখের তাৎপর্য কি?" জওয়াবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "মালাকুল মউত তাঁহার উত্তর মুখ দিয়া পশ্চিম দেশীয় প্রাণীদের রূহ্ কবজ করেন, দক্ষিণ মুখ দিয়া পূর্বদেশীয় প্রাণীদের রূহ্ কবজ করেন। পশ্চাতের মুখ দিয়া পাপী ও দোজখীদের আত্মা কবজ করেন। সম্মুখের মুখ দিয়া আমার মোমেন উম্মতদের আত্মা কবজ করেন। তিনি মস্তকোপরি মুখ দিয়া আকাশমণ্ডলের অধিবাসীদের রূহ্ কবজ করেন এবং পদতলের মুখ দিয়া দানবদের আত্মা ছিনাইয়া আনেনন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর বলিয়াছেন, মালাকুল মউত হাতের দ্বারা প্রাণীর রূহ্ কবজ করেন এবং চক্ষু দ্বারা সে প্রাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।" এমনিভাবে সর্বস্থানের সৃষ্ট জীবের আত্মা কবজ করা হইয়া থাকে। যখন জগতের বুকে কেহ মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখনই তাঁহার মালাকুল মউতের দেহস্থিত একটি চক্ষু বিলীন হইয়া যায়।

অন্যত্র কথিত আছে যে, মালাকুল মউত মাত্র চারিটি মুখমণ্ডলের অধিকারী। তন্মধ্যে মস্তকোপরি মুখমণ্ডলের দ্বারা নবী ও ফেরেতাদের আত্মা কবজ করেন, সম্মুখস্থ মুখমণ্ডলের দ্বারা মোমেন বান্দাদের রূহ্ কবজ করেন, পশ্চাদমুখী মুখমণ্ডলের দ্বারা ধর্মদ্রোহী কাফেরদের আত্মা সংহার করেন এবং পদতলস্থ মুখমণ্ডল দ্বারা মানবের মহাশত্রু শয়তান ও জিন্নাতদের আত্মা সংহার করেন। তাঁহার একখানি পা অনলকুণ্ডের উপরিস্থিত সিংহাসনের উপর অবস্থিত। কথিত

আছে, যে, মালাকুল-মউতের আকৃতি এতই বিশাল যে, যদি সমুদয় নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগরের পানিরাশি তাঁহার মস্তকোপরি বর্ষিত হইত, তথাপি একবিন্দু পানিও মাটিতে পতিত হইত না। আরও বলা হইয়াছে যে, মালাকুল মউতের সম্মুখে পৃথিবীস্থিত জীবসমূহ এতই ক্ষুদ্র যে–যেন একখানি খাদ্যের থালা বিভিন্ন উপাদানে সজ্জিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখা হইয়াছে, আর তিনি স্বীয় স্বাদানুসারে তন্মধ্য হইতে ভক্ষণ করিতে পারেন। সমুদয় সৃষ্টজীব তাঁহার সম্মুখে ঠিক তেমনিই পড়িয়া আছে। তিনি পৃথিবীকে এমনভাবে উলট্-পালট করেন, যেন কেহ রৌপ্য মুদ্রা হাতের তালুতে লইয়া উলট্-পালট করিয়া থাকে।

কথিত আছে যে, মালাকুল মউত নবী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাহারও রুহ্ কবজ করিতে অবতীর্ণ হন না। অন্যান্য জীব-জানোয়ারদের প্রাণ সংহারের জন্য তাঁহার সহকর্মী আছে। আরও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা যখন সমুদয় সৃষ্টজীব ধ্বংস করিয়া ফেলিবেন, তখন হযরত আজরাঈল (আঃ)-এর দেহে মাত্র আটটি চক্ষু থাকিবে, আর সবই বিলীন হইয়া যাইবে। সেগুলি থাকিবে হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ), হযরত মিকাঈল (আঃ), হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-ও স্বয়ং আজরাঈল (আঃ) এবং আরশের তত্ত্বাবধায়ক ও বহনকারী চারজন ফেরেশতার জন্য।

মালাকুল মউত কিরূপে বুঝিতে পারে যে, কাহার মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে? এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, যখন কাহারও রোগশোক ও মৃত্যুনামা মালাকাল মউতের সম্মুখে হাজির করা হয়, তখন তিনি আল্লাহর সমীপে আরজ করেন, "হে প্রভু! আমি কিরূপে, কোথায় এবং কখন এই বান্দার রূহ্ কবজ করিব, বলুন।" আল্লাহ্ বলেন, "হে মালাকুল মউত! মৃত্যুর গোপনীয় সংবাদ আমারই জন্য নির্দিষ্ট, আমি ভিন্ন অন্য কেহই সে বিষয়ে অবগত নহে। হ্যাঁ, সময় যখন ঘনাইয়া আসিবে, আমিই তোমাকে জ্ঞাত করাইব এবং তুমি উহার নিদর্শন দেখিতে পাইবে।" তাহা এই যে, যখন কাহারও মৃত্যুর সময় হয়, তখন শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশ্‌তা আসিয়া বলিবে, অমুকের পুত্র অমুকের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর খাদ্যদ্রব্য ও কৃতকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশ্‌তা আসিয়া বলিবে,অমুকের পুত্র অমুকের খাদ্য-দ্রব্য ও কর্মশক্তি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর মালাকুল মউতের নিকটস্থ ডাইরীতে নেককার ব্যক্তির নামের চতুর্দিকে উজ্জ্বল নূরের রেখা প্রকাশিত হয় এবং বদকার ব্যক্তির নামের চতুর্দিকে কৃষ্ণবর্ণের রেখা প্রকাশিত হয়। অবশেষে আরশের নিম্নস্থিত প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইতে তাহার নাম খোদিত একটি পত্র মালাকুল মউতের সম্মুখে ঝরিয়া পড়ে; তখনই তিনি ঐ ব্যক্তির রূহ্ কবজ করেন।

হযরত কাব্ ইবনে আহ্বার হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা আরশের নিম্নভাগে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ সৃষ্টি করিয়াছেন। উক্ত বৃক্ষে জীবের সংখ্যানুপাতে পত্র আছে। কাহারও মৃত্যুর চল্লিশ দিবস পূর্বেই তাহার নামীয় পাতাটি হযরত আজরাঈলের (আঃ) বক্ষোপরে ঝরিয়া পড়ে। তখন তিনি তাঁহার সহকর্মীদিগকে উক্ত ব্যক্তির রূহ্ কবজ করিতে আদেশ করেন। চল্লিশ দিন পূর্বেই উক্ত ব্যক্তি আকাশে মৃত বলিয়া ঘোষিত হয়।

কথিত আছ যে, হযরত মিকাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট হইতে একখানি সহিফা লইয়া হযরত আজরাঈল (আঃ)-এর নিকট গমন করেন। উহাতে মৃত ব্যক্তির নাম, মৃত্যুর স্থান ও মৃত্যুর কারণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। হযরত আবু লাইস সমরকান্দি বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাহারো মৃত্যু সময় ঘনাইয়া আসিলে আরশের নিম্নস্থান হইতে সবুজ বা সাদা রংয়ের একবিন্দু পানি তাহার নামের উপর টপকাইয়া পড়ে। ঐ বারিবিন্দু সবুজ হইলে বদবখত বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সাদা হইলে নেকবখ্ত হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসানির সহিত তাহার রূহ্ কবজ করা হয়।

মৃত্যুর স্থানের বিবরণ

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা 'মালাকুল আরহাম' নামক এক প্রকার ফেরেশতা পয়দা করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা শিশু মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় তাহার মৃত্যু স্থানের মাটি নোত্ফার (শুক্রের) সহিত মিশ্রিত করিয়া দেন। জন্মের পর বান্দা যেখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বক্ষণে সে নোত্ফার সহিত মিশ্রিত মাটির স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তথায় তাহার রূহ্ কবজ করা হয়। আল্লাহ্ তায়ালার বাণীই ইহার জলন্ত প্রমাণ। আল্লাহ পাক্ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ -

"হে নবী, আপনি বলুন, যদি তোমরা তোমাদের ঘরেও থাকিতে, তথাপি যাহার যেখানে মৃত্যু লেখা আছে, তাহাকে অবশ্যই সেই মৃত্যুস্থানে পৌছিতে হইত।"

কথিত আছ, প্রাচীনকালে হযরত মালাকুল মউত পয়গম্বরদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। একদা তিনি হযরত দাউদের (আঃ) পুত্র সুলাইমান (আঃ)-এর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তথায় তিনি একটি সুশ্রী যুবকের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন। ফলে যুবক ভীত ও কম্পিত হইয়া পড়িল। মালাকুল মউতের প্রস্থানের পর যুবকটি সুলায়মান (আঃ)-কে বলিল, "হে আল্লাহর রাসূল! আশা করি বায়ু আপনার হুকুমে এখনই আমাকে চীন দেশে পৌছাইয়া দিবে।" অতঃপর হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর আদেশে বায়ু ঐ বালকটিকে তখনই চীন দেশে পৌছাইয়া দিল। পুনরায় হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে মালাকুল মউত উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে মালাকুল মউত বলিলেন, "আমি সেই দিনই তাহার রূহ্ চীন দেশে কবজ করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট হই, কিন্তু তাহাকে আপনার নিকট দেখিয়া আশ্চার্যন্বিত হই।" অতঃপর হযরত সুলায়মান (আঃ) ঐ যুবকের চীন দেশে গমনের গল্প শুনাইলেন। তখন মালাকুল-মউত বলিলেন : "আমি ঐ দিনই তাহার রূহ্ চীন দেশে কবজ করিয়াছি।"

এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, রূহ্ কবজ করিবার জন্য মালাকুল-মউতের বহু সহকর্মী আছে। যেমন এক ব্যক্তি সর্বদা দোয়া করিয়া বলিত, "হে প্রভু,

আমাকে এবং সূর্যের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাকে ক্ষমা করুন।" সূর্যের তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা একদিন আল্লাহর অনুমতি লইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বন্ধু! বলুন, আপনি কি প্রয়োজনে আমার জন্য এত দোয়া করিয়া থাকেন?"

সে বলিল, আমার ইচ্ছা আপনি আমাকে আপনার স্থানে লইয়া যান এবং মালাকুল মউত হইতে জানিয়া আমাকে আমার মৃত্যুর নৈকট্যতা অবগত করান। এই মর্মে তিনি তাহাকে স্বীয় স্থান সূর্যে বসাইয়া মালাকুল মউতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনাইয়া উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে মালাকুল মউত স্বীয় ডাইরী খুলিয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তির ঘটনা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। আমার ডাইরীতে লিপিবদ্ধ আছে যে, এই ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার স্থানে সূর্যে অবস্থান না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার মৃত্যু হইবে না।" তখন প্রশ্নকারী, বলিলেন, "সে এখন আমার স্থানে বসিয়া আছে।" মালাকুল মউত বলিলেন, তবে অবশ্যই এতক্ষণে আমার সহকর্মিগণ তাহার রূহ্ কবজ করিয়া ফেলিয়াছেন। কেননা, তাহারা কখনও স্বীয় কার্যে অবহেলা বা গাফলতি করে না।

জীব-জন্তু ও পশু-পক্ষীর হায়াত সম্বন্ধে হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র জিকিরই তাহাদের জীবন। যখন তাহারা আল্লাহ্‌র জিকির ছাড়িয়া দেয়, তখনই আল্লাহ্ তাহাদের আত্মা সংহার করিয়া থাকেন। তাহাদের সহিত মালাকুল মউতের কোন সম্পর্ক নাই।

আরও বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে সমুদয় জীবের আত্মা আল্লাহ্ই সংহার করিয়া থাকেন। কিন্তু হত্যাকে হন্তার প্রতি এবং মৃত্যুকে রোগির প্রতি যেমন নেছবত করা হয়, তেমনই মৃত্যুর সহিত মালাকুল মউতের নেছবত বা সম্পর্ক রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

"মৃত্যুর সময় হইলে আল্লাহই রূহ্ কবজ করিয়া থাকেন এবং যাহারা নিদ্রার সময় মৃত্যুবরণ করে না, কিন্তু মৃত্যুর সময় হইলে তাহার আত্মা কাড়িয়া লওয়া হয়। অন্যান্য লোকদিগকে এক নির্দিষ্টকালের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়। নিশ্চয়ই চিন্তাশীলদের জন্য উহাতে নিদর্শনাবলী বিদ্যমান।"

আত্মার কথোপকথন

পবিত্র হাদিস গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, মালাকুল মউত যখন কাহারও রূহ্ কবজ করিতে অগ্রসর হন, তখন নেক্‌কারের আত্মা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলে, "হে মালাকুল মউত! আমি আল্লাহর অনুমতি ও আদেশ ব্যতীত তোমার অনুগত হইতে রাজি নই। তোমাকে আমার রূহ্ কবজ করিতে দিব না।" তখন মালাকুল মউত বলিবে, "হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ স্বয়ং আমাকে তোমার রূহ্ কবজ করিতে আদেশ করিয়াছেন।" তখন আত্মা বলিবে, "হে যমদূত! যদি তুমি সত্য হও, তবে উহার প্রমাণস্বরূপ কিছু দেখাও। কারণ আল্লাহ্ পাক আমার দেহকে সৃষ্টি করিয়া উহাতে আমাকে বাস করিতে অনুমতি দান করিয়াছেন, তখন তুমি ছিলে না এখন কোথা হইতে আমায় কবজ করিতে আসিয়াছ?" অতঃপর মালাকুল মউত আল্লাহর সমীপে আরজ করিবেন, "হে প্রভু! তোমার বান্দা এইরূপ বলে এবং তোমার নিদর্শন কামনা করে।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিবেন, "হে মালাকুল মউত! আমার বান্দার আত্মা সত্য কথাই বলিয়াছে। সুতরাং তুমি বেহেশতে যাও এবং উহা হইতে আমার নাম খোদাই করা একটি সেব্‌ফল আনিয়া তাহার আত্মার সম্মুখে রাখিয়া দাও।" তৎপর মালাকুল মউত বেহেশতে চলিয়া যাইবে এবং বিসমিল্লাহ খোদিত একটি সেব্‌ফল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিবে। তখনই বান্দার রূহ্ তাহা দেখিতে দেখিতে আনন্দের সহিত বিলীন হইয়া যাইবে।

মৃত্যুর মুহূর্তে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ফরিয়াদ

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন কাহারও মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসে, তখন মালাকুল মউত তাহার রূহ্ কবজ করিবার জন্য ব্যক্তির মুখের নিকট আগমন করেন। তখন তাহার মুখ আল্লাহ্‌র জিকির করিতে করিতে বলে, "হে মৃত্যুর দূত! ক্ষান্ত হও, আর অগ্রসর হইও না। এ পথে তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে না। কারণ এই পথে নিয়ত আল্লাহর জেকের হইয়াছে। তখন যমদূত আল্লাহর সমীপে আরজ করেন, হে প্রভু! তোমার বান্দা এইরূপ বলিতেছে, এখন আমি কি করিব?" তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে অন্য দিক হইতে চেষ্টা করিতে আদেশ করিবেন। তদনুসারে মালাকুল মউত সংহারের বান নিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইবেন। তখন হাত বাধা দিয়া বলিবে, "হে মৃত্যু দূত! এই পথে আক্রমণ চালাইতে তোমাকে বারণ করিতেছি। কারণ এ্ হস্ত দ্বারা আমি অনেক দান-খয়রাত করিয়াছি, এতিমের মস্তক স্পর্শ করিয়াছি, লেখনী চালনা করিয়াছি এবং শাণিত তরবারি কাফেরের গ্রীবাদেশে চালনা করিয়াছি। সুতরাং তুমি এ পথে আক্রমণ চালাইও না। অতঃপর যমদূত পদযুগলের দিক হইতে মৃত্যুর বান নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিবেন। তখন পদযুগল দৃঢ়স্বরে বাধা প্রদানপূর্বক বলিবে, "হে যমদূত! ক্ষান্ত হও, আর অগ্রসর হইও না। এদিক দিয়ে আমাকে আক্রমণ করিও না। ইহাদের সাহায্যে আমি জুম্মার ও জামাতের নামাযের জন্য দৌড়াইয়াছি। রোগীর সেবা-যত্নের জন্য গিয়াছি। বিদ্যার্জনের জন্য জ্ঞানীদের মজলিশে গমন করিয়াছি।" অতঃপর যমদূতের আক্রমণ কর্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া, তাহারা বলিবে, "যমদূত, ক্ষান্ত হও। এই দিকে অগ্রসর হইও না। আমি এ্ই কর্ণ দ্বারা আল্লাহর পবিত্র কালাম ও যেকের শ্রবণ করিয়া অন্তরকে পবিত্র ও আলোকিত করিয়াছি।" তারপর নেত্রক্ষেত্রের দিকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে তাহারা বলিবে, "হে মালাকুল মউত! ক্ষান্ত হও। ধৈর্য ধর। আমাদের দ্বারা কুরআনের প্রতি ও আলেমগণের মুখমণ্ডল দর্শন করা হইয়াছে। তাই তুমি নেত্রক্ষেত্রে আক্রমণ চালাইও না।" যমদূত বান্দার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রভুর নিকট আরজ করিবেন, "হে প্রভু! তোমার বান্দা আমাকে যুক্তিতর্কে পরাজিত করিয়াছে ও এইরূপ বলিয়াছে। আমি এখন কিরূপে তাহার রূহ্ কবজ করিব, বলুন।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলিবেন, "হে মালাকুল মউত! এইভাবে তুমি তাহার আত্মা সংহার করিতে পারিবে না। বরং

তোমার হাতের উপর আমার নাম লিখিয়া আমার প্রিয় বিশ্বাসী বান্দার রূহ্ আমার নাম দেখিতে দেখিতে বিনা ক্লেশে, হাসিতে হাসিতে অনন্তে বিলীন হইয়া যাইবে। অতঃপর যমদূত তাহাই করিবেন।

আর বান্দার রূহ্ আল্লাহর নামের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মৃত্যু যাতনা ভুলিয়া গিয়া আনন্দের সহিত অনন্তে বিলীন হইয়া যাইবে। তাই শুনুন বন্ধুগণ! যিনি স্বীয় অন্তরপটে আল্লাহর নামের মহর বসাইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই খোদা প্রদত্ত কঠিন শাস্তি, বিচ্ছিন্নতার যাতনা ও অপদস্থতার গ্লানি হইতে পরিত্রাণ পাইবেন। যেমন, আল্লাহ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ -

"ইহারাই উহারা যাহাদের অন্তরে (আল্লাহ্ পাক) ঈমানের মোহর খোদিত করিয়া দিয়াছেন।"

তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ -

"আল্লাহ যাহাদের অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রসারিত করিয়াছেন, নিশ্চিয়ই তাহারা আল্লাহর প্রদত্ত জ্যোতিতে বিরাজ করিতেছে।" সুতরাং সে কিয়ামতে আজাবের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, যখন কোন বান্দার জানকান্দানি আরম্ভ হয়, তখন প্রভুর নিকট হইতে কেহ উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলে, "হে যমদূত ক্ষান্ত হও! তাহাকে কিছু সময় আরাম করিতে দাও।" আত্মা যখন বক্ষস্থল পর্যন্ত আসে, তখন পুন: ডাকিয়া বলা হয়, "হে যমদূত ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও!

তাহাকে আর কিছু সময় আরাম করিতে দাও।" তেমনি হাঁটু ও নাভী পর্যন্ত পৌঁছিলেও বলা হইয়া থাকে। অবশেষে আত্মা যখন কণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, তখন অতি উচ্চৈস্বরে বলা হয়, "হে যমদূত! ক্ষ্যান্ত হও! ক্ষান্ত হও! তাহাকে স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে চিরবিদায় লইতে কিছু সময় দান কর।" তখন নেত্রদ্বয় আত্মাকে বিদায় করিয়া বলে, "হে বন্ধু! কিয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।" এমনিভাবে কর্ণদ্বয়, হস্তদ্বয়, পদদ্বয় আত্মাকে আশীর্বাদ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করে।

আমরা আল্লাহর নিকট নাজাত কামনা করিতেছি, যেন আমাদিগকে ঈমানের বাণী রসনা হইতে এবং মারেফাতের জ্যোতি অন্তর হইতে বিদায় করিতে না হয়। অত:পর হস্তদ্বয়, পদদ্বয় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া থাকে এবং নেত্রদ্বয় জ্যোতিহীন কর্ণদ্বয় শ্রবণ শক্তিহীন এবং দেহরাজ্য আত্মাহীন হইয়া পড়িয়া থাকে।

আহা! সেই সময় যদি রসনা শাহাদতবিহীন ও আত্মা আল্লাহর মারেফাতবিহীন পড়িয়া থাকে, তবে সে বান্দাকে কবর মাঝে কতই না দুরবস্থা ও যাতনা ভোগ করিতে হইবে। যেখানে পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, বন্ধু-বান্ধব, পুত্র-কন্যা, পাড়া-পড়শী বিছানাপত্র ও আবরণ বলিতে কিছুই থাকিবে না। আহা! যদি তিনি দয়া না করেন, তবে তাহাকে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

হযরত ইমাম আজম (রঃ) বলিয়াছেন, "জানকান্দানির সময়ই বান্দার ঈমান নষ্ট হইবার সম্ভাবনা অত্যাধিক।"

ঈমান নষ্ট না করার জন্য পরম করুণময়ের সাহায্য কামনা করিতেছি। আমিন আমিন।

শয়তান কিরূপে মানুষের ঈমান নষ্ট করিতে চেষ্টা করে

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মৃত্যু যন্ত্রণাবস্থায় শয়তান তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলে, "হে বান্দা! তুমি যদি এই যাতনা হতে পরিত্রাণ পাইতে চাও, তবে ধর্ম ত্যাগ করিয়া দুই খোদার অস্তিত্ব স্বীকার কর।" এমতাবস্থায় ঈমান রক্ষা করা অত্যান্ত বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। তাই বলি বন্ধুগণ! সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে অত্যাধিক অশ্রু বর্ষণের সহিত রাত্রি জাগরণ করিয়া রুকু সেজদায় মশগুল হউন এবং আল্লাহর নিকট রোনাজারী করুন।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-কে কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন হুজুর, কি কাজে ঈমাননাশের সম্ভাবনা বেশী? প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, ঈমানের শুকরিয়া আদায় না করিলে, জীবনের শেষ মুহূর্তকে ভয় না করিলে ও আল্লাহর বান্দাদের উপর জুলুম করিলে ঈমাননাশের আশংকা থাকে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে এই তিনটি দোষ বিদ্যমান, আমার ধারণা তাহারা সকলেই বেঈমান হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে। কিন্তু আল্লাহ্ যদি কাহারও ভাগ্যবলে ঈমান নষ্ট না করেন, তবে সে ঠিক থাকিবে। তাই আমরা সর্বান্তকরণে আল্লাহর নিকট এই সব কুকর্ম হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

কথিত আছে যে, জানকান্দানির সময় মুমূর্ষ ব্যক্তি পিপাসায় ও হৃদপিণ্ডের যাতনায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে। সেই সময় শয়তান বান্দার ঈমান নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। সেই সময় বান্দা যখন পিপাসায় কাতর হইয়া পড়ে, তখন শয়তান এক পেয়ালা বরফ পানি লইয়া বান্দার সম্মুখে হাজির হয় এবং পেয়ালাটি আন্দোলিত করিতে থাকে। তখন বান্দা ভ্রমবশতঃ শয়তানের নিকট পানি চাহিয়া থাকে। উত্তরে শয়তান বলে, হে বান্দা! তুমি যদি বলিতে পার যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন প্রতিপালক নাই, তবেই আমি তোমাকে পানি পান করাইতে পারি। তখন যদি বান্দা কোন উত্তর না করে, তবে সে পুনঃ তাহার পদযুগলের নিকট গমন করে এবং বসিয়া পানির পেয়ালা নাড়িতে থাকে। বান্দা তখন বলে, আমাকে কিছু পানি দাও।" তখন সে বলে, "হে বান্দা! যদি তুমি বলিতে পার যে, রাসূলগণ মিথ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তবে তোমাকে পানি করাইতে পারি।" তখন যাহার তক্‌দীরে বদ্‌বখতি লেখা আছে, সে পিপাসার কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া শয়তানের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়া বেঈমান হইয়া মৃত্যুবরণ

করিবে। আর খোদাভক্ত ও ধর্মভীরু ব্যক্তি ঈমানের প্রভাবে শয়তানের প্রলোভন হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে সক্ষম হইবে ও ঈমানের সহিত তাহার আত্মা অনন্তে বিলীন হইয়া যাইবে।

কথিত আছে, যখন সুফি আবু জাকারিয়া (রহঃ)-এর জানকান্দানী হইতেছিল, তখন তাঁহার এক সহৃদ বন্ধু তাঁহাকে কলেমায়ে শাহাদত তল্‌কীন দিতে (পড়ান) আরম্ভ করেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে জাকারিয়া কিছুই না বলিয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইলেন। দ্বিতীয় বারও তিনি এমনি করিলেন এবং তৃতীয়বার বলিলেন, "আমি বলিব না।" ইহাতে বন্ধু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পর আবু জাকারিয়া (রহঃ) যাতনায় স্বল্পতা অনুভবপূর্বক নেত্র উন্মিলিত করিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, আমরা আপনাকে তিনবার কালেমায়ে শাহাদত তলকীন করিয়াছি, কিন্তু দুইবারই আপনি মুখমণ্ডল অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়াছেন এবং তৃতীয়বার বলিয়াছেন, 'আমি ইহা বলিব না।' তখন তিনি বলিলেন, ইবলিশ লায়ীন একপাত্র পানিসহ আমার ডান দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল এবং পানি পাত্রটি আন্দোলিত করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি পানি পান করিতে চাও? আমি বলিলাম, "হ্যাঁ পান করিতে চাই, তখন সে বলিল, যদি তুমি বল যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র ছিলেন, তবে আমি তোমাকে পানি পান করাইব।' এই কথা শুনিয়া আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়াছি? অতঃপর সে পায়ের কাছে আসিয়াও অনুরূপ বলিল। তখনও আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়াছি। তৃতীয়বার সে আমাকে বলিল, তুমি অন্তত: বল, লা-ইলাহা বা কোন উপাস্য নাই। ইহার উত্তরে আমি বলিলাম, আমি কখনও এরূপ বলিব না।' ইহা শুনিয়াই সে পাত্রটিকে মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। আমি ইবলিস লায়ীনের উত্তর দিয়াছি মাত্র । তোমাদের কথার উত্তর দেই নাই। এখন আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল ছিলেন।"

হযরত মনসুর ইবনে আম্মার (রাঃ) এই মর্মে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুমূর্ষ ব্যক্তির অবস্থাকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা তাহার ধন রত্ম উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হইয়া যায়, যমদূত আত্মা লইয়া অনন্তে বিলীন হইয়া যায়, মাংস পোকা মাকড়ে খাইয়া ফেলে, অস্থি মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যায়, সৎকর্ম হক্বদাররা লইয়া যায়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রাপ্যাংশ বণ্টন করিয়া লইয়া যাইতে আফসোসের কিছুই নাই। কিন্তু হায়! শয়তান যেন ঈমান লইতে না পারে। ঈমান হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ আল্লাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া। ইহার ক্ষতিপূরণ কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ আমাদের খাতেমা বিল্ খায়ের করুন। আমিন।

আত্মার বিবরণ

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন দেহ-পিঞ্জর হইতে মানবাত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তখন আকাশ হইতে অতি উচ্চস্বরে তিনবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, "হে আদম সন্তান! বলতো, তুমি কি দুনিয়া ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, না দুনিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে? আর তুমি কি দুনিয়াকে অর্জন করিয়াছিলে, না দুনিয়া তোমাকে অর্জন করিয়াছিল? এবং হে বান্দা! জগত কি তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিল, না তুমিই আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া জগতকে গ্রহণ করিয়াছিলে?" আবার যখন গোসলের নিমিত্ত স্নানাগারে রাখা হয়, তখনও আকাশ হইতে অতি উচ্চস্বরে তিনবার আওয়াজ দিয়া বলা হয়, "হে আদম সন্তান! তোমার সেই বলবান দেহ এখন কোথায় এবং কে-ই বা তোমাকে এখন এত দুর্বল করিয়াছে? তোমার সেই বাক্‌পটু রসনা কোথায়, এখন কেন তুমি নির্বাক হইয়াছ? এবং তোমার সেই তীক্ষ্ণ শ্রবণ শক্তিসম্পয় কর্ণদ্বয়কে কে এমন বধির করিয়াছে? আর কে-ই বা তোমাকে নিষ্ঠুরের মত বন্ধু-বান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে?"

পুনঃ যখন কাফন পরানো হয়, তখনও তিনবার আকাশ হইতে অতি উচ্চাস্বরে ডাকিয়া বলা হয়, "হে আদম সন্তান! যদি তুমি বেহেশ্‌তী হইয়া থাক তবে সুসংবাদের কথাই বটে, আর যদি তুমি দোজখী হইয়া থাক, তোমার জন্যে আফসোস! আর হে আদম সন্তান! তোমার উপর যদি আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন, তবে অতি উত্তম। আল্লাহ যদি তোমার উপর রাগান্বিত হইয়া থাকেন, তবে তাহার পরিণতি অত্যন্ত খারাপ। তৃতীয়বার বলা হয়, "হে আদম সন্তান! তুমি এখন দুর্গম পথে যাত্রা করিবে। ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, উক্ত পথের পাথেয় তোমার কাছে আছে কি? আজ তুমি স্বীয় সুখাবাস পরিত্যাগ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর স্থানে গমন করিবে, কিন্তু আর কখনও প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে না।

আবার যখন খাটের উপর মৃতকে রাখা হয়, তখন পূর্ববৎ তিনবার বলা হয়, হে আদম সন্তান! যদি তোমার কৃতকর্ম সৎ হইয়া থাকে, তবে তোমার জন্য সুসংবাদ, আর তোমার কৃতকর্ম যদি মন্দ হইয়া থাকে, তবে তোমার জন্য দুঃসংবাদ। আর তুমি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাক এবং তওবা করিয়া আসিয়া থাক, তবে ভালই করিয়াছ। অন্যথায় তোমার পরিণাম কতই না মন্দ হইবে।"

আবার যখন জানাজার নামাজের জন্য খাটকে কাতারের সম্মুখে রাখা হয়, তখন আবার পূর্ববৎ বলা হয়, "হে আদম সন্তান! তুমি তোমার জীবদ্দশায় ভাল-মন্দ যাহা কিছু করিয়াছ, এখন সবই দেখিতে পাইবে। যদি সৎভাবে জীবনকে অতিবাহিত করিয়া থাক, তবেই সুসংবাদ। আর যদি মন্দভাবে অতিবাহিত করিয়া থাক, তবে ধ্বংস অনিবার্য।

অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরের পার্শ্বে রাখা হয়, তখন কবর তিনবার ডাকিয়া বলে, হে আদম সন্তান! এককালে আমার পৃষ্ঠদেশে আনন্দে হাসিয়াছিলে, এখন কাঁদিতে কাঁদিতে আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর। এককালে আমার উপর আনন্দ ও উৎফুল্লচিত্তে কালযাপন করিয়াছিলে, এখন চিন্তিতাবস্থায় আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর এবং এককালে বাক্‌পটু ছিলে, কিন্তু এখন নির্বাকচিত্তে আমার অভ্যন্তরে প্রবেশ কর।"

দাফনকার্য সমাপনান্তে জনতা যখন চলিয়া যায়, তখন আল্লাহ বলেন, "হে আমার প্রিয় বান্দা! আজ তুমি গহীন কবর মাঝে ঘোর অন্ধকারে বন্ধু-বান্ধবহীন একা পড়িয়া আছ, সকলেই তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে কিন্তু এককালে তুমি তাহাদের নিমিত্ত আমার আদেশ নিষেধের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া পাপ করিয়াছিলে এবং আমাকে ভুলিয়া রহিয়াছিলে। হে বান্দা! আজ আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত দয়ালু হইব। যদ্দর্শনে আমার সৃষ্টজীব আশ্চর্যান্বিত হইবে। জানিয়া রাখ, হে বান্দা! মাতা সন্তানের প্রতি যতটুকু স্নেহশীল হইয়া থাকে, আমি বান্দার জন্য তদপেক্ষা অধিক স্নেহশীল।

বান্দার উদ্দেশ্যে ভূমির ঘোষণা

হযরত আনাস (রা.) হইতে বর্ণিত আছে যে, ভূমি প্রত্যহ উচ্চৈস্বরে দশটি বাক্য ঘোষণা করিয়া থাকে: হে আদম সন্তান! আজ আমার পৃষ্ঠে দৌড়াদৌড়ি করিতেছ, কিন্তু অচিরেই আমার অভ্যন্তরে আসিতে হইবে। আমার পৃষ্ঠে পাপ করিতেছ, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে আজাব করা হইবে। আমার পৃষ্ঠে হাসিতেছ, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে তোমাকে কাঁদিতে হইবে। আমার পৃষ্ঠে হারাম মাল ভক্ষণ করিতেছ, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে পোকামাকড় তোমার দেহে ভক্ষণ করিবে!" হে আদম সন্তান! তুমি আমার পৃষ্ঠে আনন্দে ও সুখে আছ, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে দুঃখিত ও চিন্তিত হইবে। আমার পৃষ্ঠে আজ হারাম ভক্ষণ করিয়া দেহ হৃষ্টপুষ্ট করিতেছ, কিন্তু কালই তো আমার অভ্যন্তরে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইবে। আজ আনন্দ ও উৎফুল্লচিত্তে আমার পৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছ, কিন্তু কালই তো আমার অভ্যন্তরে চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকিবে। ভূপৃষ্ঠে আজ আলোতে বিচরণ করিতেছ, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে ঘোর অন্ধকারে পতিত হইবে। আজ আমার পৃষ্ঠে দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিতেছ, কিন্তু আমার অভ্যন্তরে একা একা পড়িয়া থাকিতে হইবে।"

হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, কবর প্রত্যহ তিন তিনবার উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে, হে বান্দা! আমিই নির্জনালয়, আমি অন্ধকারালয় ও আমিই পোকা মাকড়ের আবাসস্থল। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! আমার গর্ভে সুখে কালাতিপাত করিবার নিমিত্ত কিছু সঞ্চয় করিয়াছ কি?" এতদ্ব্যতীত কবর আরও পাঁচবার ডাকিয়া বলে, "হে আল্লাহর বান্দা! আমার নির্জনালয়ে আসিবার পূর্বে কোরআন পাঠকে বন্ধু হিসাবে সঙ্গে করিয়া আস, আর আমার নির্জন অন্ধকার কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বে গভীর রজনীর উপাসনার আলো লইয়া আসিও। হে আল্লাহর বান্দা! আমি কাঁচা মাটির ঘর। সুতরাং আমার ঘরে আসিতে সৎকর্মের বিছানাপত্র লইয়া আসিও। আর আমি সাপ-বিচ্ছুর আবাসস্থল। সুতরাং আমার ঘরে প্রবেশের পূর্বে দান-খয়রাত, বিসমিল্লাহ্ পাঠ ও চক্ষুর অশ্রু বিসর্জনরূপী ঔষধ লইয়া আসিও। আর হে আল্লাহর বান্দা, আমিই মুনকার-নাকীরের পরীক্ষাগার। অতএব ইহজগতে অধিক পরিমাণে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করিয়া আমার অভ্যন্তরে আসিও। তবেই নিস্তার পাইবে।

বহির্গত হইবার পর আত্মার চীৎকার

পবিত্র হাদীস গ্রন্থে হজরত আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। "একদা আমি আমার শয়নকক্ষে বসিয়াছিলাম। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আল্লাহর প্রিয় রাসূল আগমন করিলেন। তখন আমি আমার অভ্যাসানুযায়ী দাঁড়াইতে চাহিলে তিনি বলিলেন, হে উম্মুল মোমেনীন! স্বীয় স্থানে বসিয়া থাক? অগত্যা আমি তাহাই করিলাম। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কোলের উপর স্বীয় মস্তক মোবারক রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। তৎপর আমি তাঁহার শুভ্র শ্মশ্রু মোবারক অন্বেষণপূর্বক ঊনবিংশটি শুভ্র শ্মশ্রুর সন্ধান পাইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম আহা! আল্লাহর প্রিয় নবীরও স্বীয় উম্মতদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া যাইবে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার নেত্রদ্বয় অশ্রু-বন্যায় প্লাবিত হইয়া উঠিল এবং কয়েক বিন্দু অশ্রু আল্লাহর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র মুখের উপর টপকাইয়া পড়িল। ইহাতে হযরত হঠাৎ জাগ্রত হইয়া আমাকে শুধাইলেন, হে আয়েশা! তুমি কেন ক্রন্দন করিতেছ? প্রত্যুত্তরে আমি আনুপূর্ব সব কিছু বর্ণনা করিয়া শুনাইলাম।

অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বলতো, হে আয়েশা! কোন অবস্থা মৃত ব্যক্তির কাছে অত্যন্ত ভয়াবহ ও অসহনীয়? আমি বলিলাম, সে সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলিলেন, তা নিশ্চিয়ই! কিন্তু তবুও তুমি বল। আমি বলিলাম, যখন মৃতকে ঘর হইতে বাহির করা হয়, আর যখন তাহার সন্তানগণ "হে পিতা ও মাতা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পিছে পিছে দৌড়াইতে থাকে এবং সে হে পুত্র, হে কন্যা বলিতে থাকে, এ সময়টিই অত্যন্ত ভয়াবহ ও অসহনীয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বল তো, আর কোন অবস্থা ভয়াবহ?' আমি বলিলাম, যখন মৃতকে কবরে রাখিয়া তাহার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাকে আল্লাহর হস্তে সমর্পন করিয়া প্রত্যাবর্তন করে এবং নিজের কৃতকর্ম ব্যতীত আর কিছুই তাহার সাথী থাকে না, এই অবস্থাটিও তাহার কম ভয়াবহ নহে। আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কোন অবস্থা ভয়াবহ।' প্রত্যুত্তরে বলিলাম, আমা অপেক্ষা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন।' হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, "হে উম্মুল মোমেনীন! জানিয়া রাখ যে, গোসলদানকারী যখন মৃতকে গোসল করাইবার নিমিত্ত তাহার পরিধেয় বস্ত্র, যুবকের অঙ্গুলী ও

জামা-কাপড় এবং কাজী, ফকিহ্ ও বৃদ্ধের পাগড়ী টানিয়া খুলিয়া ফেলে, সে সময়টা মৃতের পক্ষে অত্যন্ত অসহনীয়। আত্মা যখন তাহার এই উলঙ্গ দেহ দেখিতে পায়, তখন সে অতি উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বলে: হে গোসলদানকারী তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি, আমার পরিচ্ছদ একটু আস্তে আস্তে খুলিয়া বাহির কর। কারণ, এইমাত্র যমদূতের যাতনা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছি। এ চিৎকার দানব-মানব ভিন্ন সকলেই শুনিতে পায়। অতঃপর মৃতের শরীরে যখন পানি ঢালা হয়, তখনও পূর্ব চিৎকার করিয়া আত্মা বলে : হে গোসলদানকারী! তোমাকে খোদার কসম দিয়া বলিতেছি, তুমি আমার দেহে অতি ঠাণ্ডা বা অতি গরম পানি সিঞ্চন করিও না। কারণ, আত্মা বহিষ্কারের পর আমার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর গোসলদানকারী মৃতের দেহ যখন কচলাইয়া দিতে থাকে, তখনও সে বলিয়া উঠে: আল্লাহর কসম, আমার শরীর অতি জোরে মলিও না।' অতঃপর শবদেহে যখন কাফন পরানো হয়, তখন আত্মা উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলে ঃ হে গোসলদানকারী! আমার আত্মীয়-পরিজন আমার মুখমণ্ডল শেষবারের জন্য দেখিয়া লউক। অতএব তুমি আমার মাথার দিকের কাপড় শক্ত করিয়া আঁটিয়া দিও না। তারপর ঘর হইতে যখন শবদেহ বাহির করা হয়, তখন মৃতের আত্মা বলিয়া উঠে ঃ হে লোকগণ! আল্লাহর কসম! আমাকে ঘর হইতে এত তাড়াতাড়ি বাহির করিও না। আমাকে আমার ঘর-বাড়ী ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের নিকট হইতে শেষবারের মতো বিদায় লইতে দাও।

"অতঃপর আত্মা উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে ঃ 'হে মানবগণ! আজ হইতে আমি আমার স্ত্রীকে বিধবা এবং পুত্র কন্যাদিগকে এতিম করিয়া যাইতেছি। আল্লাহর কসম, তোমরা কখনও তাহাদিগকে যাতনা দিও না। আমি আমার সব কিছুই রাখিয়া যাইতেছি, এখানে আর কখনও ফিরিয়া আসিব না। তারপর খাটে করিয়া যখন মৃতকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করে, তখন আত্মা বলে ঃ 'হে বন্ধুগণ! খোদার কসম, যে পর্যন্ত আমি আমার পুত্র-কন্যা, পরিবার ও প্রতিবেশীদের আওয়াজ শুনিতে পাই, ততক্ষণ আমাকে শীঘ্র বাহির করি না। আজিকার বিচ্ছিন্নতা কেয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকিবে। যখন মৃতের খাট লইয়া তিন কদম অগ্রসর হয়, তখন আত্মা আবার অতি উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলে ঃ 'হে বন্ধু ও সন্তানগণ! জানিয়া রাখ, আমি দুনিয়ার মোহে পড়িয়া জীবন কাটাইয়াছি। সাবধান! তোমরা তাহার মোহে পড়িও না। তোমরা উহা হইতে দূরে থাকিও। দুনিয়া আমাকে লইয়া যেমন ছিনিমিনি খেলিয়াছে, তোমাদের লইয়া যেন সেরূপ করিতে না পারে।

"আত্মা আর বলেঃ 'হে চক্ষুষ্মান জ্ঞানীবৃন্দ, আমার অবস্থা হইতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর, তবেই সফলকাম হইতে পারিবে। আমি যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা উত্তরাধিকারীদের জন্যই রাখিয়া আসিয়াছি। তোমরা আমার পরও জীবিত থাকিবে, কিন্তু তোমরা আমার পাপের একাংশও গ্রহণ করিবে না। উত্তরাধিকারিগণ তাহাদের প্রাপ্যাংশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব করিয়া লইবে, অথচ কেহই আমার কথা মনেও করিবে না।

জানাজার পর বন্ধু-বান্ধব ও লোকজন যখন চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে, তখন আত্মা আল্লাহর কসম দিয়া বলে ঃ হে বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যাইও না এবং দাফন করার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করিও না। যখন মৃতকে কবর মাঝে রাখা হয়, তখন সে তাহার উত্তরাধিকারিগণকে সম্বোধন করিয়া বলে ঃ হে আমার ওয়ারেশগণ! আমি ইহ জগতে বহু ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছি এবং সবই তোমাদের জন্য রাখিয়া আসিয়াছি। এই প্রচুর ধন-সম্পদ পাইয়া তোমরা আমাকে ভুলিয়া যাইও না। আমি কোরআন ও আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়াছি, কিন্তু আমার জন্য নেক দোয়া করিতে ভুলিয়া যাইও না। দাফনের পর যখন সকলে প্রত্যাবর্তন করে, তখন মৃত বলে ঃ হে বন্ধুগণ! আমি জানি, মৃত ব্যক্তি জীবিতদের মনে জাম্হারির অপেক্ষাও অধিক ঠাণ্ডা বিবেচিত হয়। কিন্তু আমার অন্তিম অনুরোধ, তোমরা আমাকে এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইও না।

হযরত আবু কালাবা (রাঃ) হইতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা স্বপ্নে একটা গোরস্তান দেখিতে পাইলেন, যাহার কবরগুলি ফাটিয়া গিয়াছে ও মৃতেরা বাহির হইয়া কবরের পার্শ্বে বসিয়া আছে। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন যে, তাহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে একটি করিয়া নূরের তবক পড়িয়া আছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজনকে নূরের তবকবিহীন চিন্তিতাবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের পুত্র-কন্যা ও বন্ধু-বান্ধব উহাদের জন্য দোয়া ও দান-খয়রাত করিয়া থাকে। উহার ফলে তাহারা নূরের তবকপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির এক অসৎ পুত্র আছে সে তাহার জন্য দান-খয়রাত কিংবা দোয়া কিছুই করে না। সেজন্য তাহার নূরও নাই এবং সে প্রতিবেশীদের নিকট লজ্জিত আছে।

অতঃপর আবু কালাবা (রাঃ) জাগ্রত হইয়া উক্ত ব্যক্তির পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং স্বপ্নযোগে যাহা অবগত হইয়াছিলেন, আদ্যোপান্ত সবই খুলিয়া বলিলেন। পুত্র বলিল, "হুজুর, আমি আপনার হস্তে তওবা করিলাম যে, আমি

আর কখনও মন্দ কাজ করিব না এবং আজীবন পিতার কথা স্মরণ রাখিব। আল্লাহর নিকট তাঁহার জন্য মাগফিরাত কামনা করিব।” অতঃপর সে মৃত পিতার জন্য দান-খয়রাত ও ইবাদত উপাসনায় মনোনিবেশ করিল। কিছুদিন পর আবু কালাবা (রাঃ) পূর্ববৎ সেই কবরগুলি দেখিতে পাইলেন, পূর্বের সেই নূরহীন মৃত ব্যক্তির নিকট সূর্যের কিরণ হইতে অতি উজ্জ্বল একটি নূরের তবক বিরাজ করিতেছে। সে ব্যক্তি বলিল, “হে আবু কালাবা, আল্লাহ আপনাকে আমাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরস্কার দান করুন। আমি আপনার সাহায্যে নরক আজাব ও প্রতিবেশীদের তিরস্কার হইতে রেহাই পাইয়াছি।”

পবিত্র হাদীস গ্রন্থে আছে, একদা মালাকুল মউত ইস্কান্দর দেশীয় এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাত করেন। লোকটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কে?” তিনি বলিলেন, “আমি যমদূত।” এদ্‌তশ্রবণে উক্ত ব্যক্তির পিঠ ও পাঁচরের মধ্যে কম্পন শুরু হইল। যমদূত তাহাকে বলিলেন, “তুমি এমন করিতেছ কেন?” প্রত্যুত্তরে সে বলিল, “নরকের ভয়ে।” অতঃপর যমদূত তাহাকে বলিল, “আমি কি তোমাকে একখানা চিঠি লিখিয়া দিব না, যদ্বারা তুমি নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবে।” লোকটি বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই দিন।”

মালাকুল মউত একখণ্ড কাগজ লইয়া উহাতে ‘বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম’ লিখিয়া দিয়া বলিলেন, “ইহা দ্বারাই তুমি নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবে।”

কথিত আছে যে, এক সাধু পুরুষ কাহারো ‘বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম’ পাঠ শুনিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন এবং বলেন, “প্রিয়ার নামই যখন এত মধুর, তখন তাঁর দর্শন বা দীদার না জানি কত মধুর?” তিনি আরও বলিলেন, “মানুষ বলে যমদূতের কারণে দুনিয়া এক পয়সার তুল্য মূল্যবানও নহে, কিন্তু আমি বলিব যমদূতবিহীন দুনিয়া এক কর্পদেরও সমান নহে। কেননা, যমদূতই বন্ধুর সহিত বন্ধুর মিলন ঘটায়।”

মৃতরে জন্য বিলাপ করার পরিণাম

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি বিপদে ধৈর্যধারণ করিতে না পারিয়া বস্ত্র ছিড়িয়াছে বা বুকে আঘাত হানিয়াছে, সে যেন তীর-বর্শা লইয়া আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জুড়িয়া দিয়াছে। হযরত নবীয়ে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, বিপদের সময় যে দরজা বা বস্ত্র কালো করিয়াছে, অথবা গাছ-পালা তুলিয়াছে, স্বীয় অঙ্গের পশম তুলিয়াছে, আল্লাহ পাক তাহার প্রতি পশম ও উৎপাদিত বৃক্ষের পাতার পরিবর্তে তাহার জন্য নরকে একটি ঘর করিয়া তৈরী করিবেন এবং সে যেন আল্লাহর সহিত শরীক করিল ও সত্তরজন নবীকে হত্যার দায়ে দায়ী হইল। যতদিন কালো দাগ থাকিবে, ততদিন আল্লাহ্ তাহার কোন ফরজ, নফল, দান-খয়রাত ও দোয়া কবুল করিবেন না। আল্লাহ্ ঐ ধরনের ক্রোধ সম্পন্ন ব্যক্তিদ্বয়কে যাহারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে নাই, তাহাদের কবরকে সংকীর্ণ করিয়া দিবেন এবং কঠিনভাবে হিসাব গ্রহণ করিবেন। আকাশ ও ভূমণ্ডলে যাহা কিছু আছে, সমুদয় জীব-জানোয়ার তৃণলতা ও ফেরেশ্তাগণ তাহার উপর আল্লাহর লানত কামনা করিবে। তাহার নামে সহস্র পাপ লিখিত হইবে এবং তাহাদিগকে উলঙ্গ অবস্থায় কবর হইতে বাহির করা হইবে।

"বিপদে অধৈর্য হইয়া যে স্বীয় গণ্ডদেশে চপোটাঘাত করিবে বা মুখমণ্ডলের কোন অংশে জখম করিবে, আল্লাহ্ তাহার জন্য স্বীয় দীদার লাভ হারাম করিবেন।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন কেহ যদি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঐ ঘরে প্রবেশ করে, তাহা হইলে মালাকুল মউত ঐ ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ঘোষণা করে : হে মানবগণ! তোমরা কেন এরূপ করিতেছ? আমি তোমাদের কাহারও হায়াত বা দৌলত নষ্ট করি নাই এবং কাহারও উপর অত্যাচার করি নাই। তোমরা যদি আমার কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া কাঁদিয়া থাক, তবে জানিয়া রাখ, আমি আল্লাহ্র আদেশ পালনকারী দাস মাত্র আর যদি মৃতের জন্য কাঁদিয়া থাক, তবে জানিয়া রাখ, সে ছিল মজবুর। আর যদি আল্লাহর আদেশের কারণে কাঁদিয়া থাক, তবে তোমরা আল্লাহর শুক্রিয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া কুফরী করিতেছ। আল্লাহর কসম দিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয়ই আমাকে তোমাদের নিকট আসিতেই হইবে, কেহই আমার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

ফকিহ্‌গণ বলিয়াছেন যে, মৃতের জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা হারাম। কিন্তু স্বরহীন ক্রন্দনে কোন ক্ষতি নাই। তবে ধৈর্যধারণ করাই সব চাইতে উত্তম। আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ -

"অবশ্যই ধৈর্যশীলদিগকে অসংখ্য প্রতিদান প্রদান করা হইবে।"

হযরত নবীয়ে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনকারিগণ ও তাহাদের সাহায্যকারী, শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী সকলকেই আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং সমুদয় মানব লানত করিয়া থাকে।"

কথিত আছে, যখন হযরত হাসান ইবনে আলী (রাঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তাহার স্ত্রী এক বৎসর পর্যন্ত তাঁহার কবরের উপর পড়িয়া থাকেন। এক বৎসর পর তাঁবু উঠাইয়া ফেলা হইলে কবরের মধ্যস্থল হইতে তিনি আওয়াজ শুনিতে পাইলেন, ওহে! যাহাকে হারাইয়াছ, তাহাকে কি পাইয়াছ?"

হযরত নবীয়ে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁহার পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন, তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় হইতে পানি পড়িতেছিল। তদ্দর্শনে হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) আরজ করিলেন, "হুজুর! আপনি তো আমাদিগকে এরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" তিনি বলিলেন, "আমি মাত্র দুইটি পাপ আওয়াজ ও দুইটি আহম্মকি কর্ম হইতে বিরত থাকিতে বলিতেছি। তাহা হইল. বিলাপের ও গানের সুরে ক্রন্দন করা এবং বস্ত্রাদি ছিন্ন করা ও গণ্ডদেশে আঘাত হানা। কিন্তু অশ্রু বিসর্জনে কোন দোষ নাই। আল্লার রহমত স্বরূপ দয়ালুদের অন্তরে উহা স্থাপন করিয়াছে।" অতঃপর তিনি বলিলেন, হে ইব্রাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমার অন্তর ব্যথিত ও নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়াছে।"

হযরত ওহাব ইবেন কায়সান (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আবু হাফ্‌স ওমর (রাঃ) একজন স্ত্রীলোককে মৃতের জন্য কাঁদিতে দেখিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন। অতঃপর হযরত নবীয়ে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, "হে ওমর! তাহাকে ক্রন্দন করিতে দাও। কারণ অন্তরের দুঃখে চক্ষু হইতে অশ্রু বাহিত হয় এবং উহা বিপদের সময়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"

বিপদে ধৈর্যধারণ করা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কলম সর্বপ্রথম আল্লাহর আদেশে লৌহে মাহ্‌ফুজে (সুরক্ষিত ফলক) এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছে, আমিই উপাস্য, একমাত্র উপাস্য। আমা ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নাই, আর (হযরত) মোহাম্মদ আমার প্রিয় বান্দা ও রাসূল। তিনিই আমার সৃষ্টিজীবের শ্রেষ্ঠ। আরও লেখান হইল ঃ যারা আমার আদেশ নিষেধ পালন করিবে, আমার নেয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করিবে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ করিবে, আমি তাহাদিগকে কেয়ামতের দিন সত্যবাদিগণের মধ্যে শামিল করিব। আর যাহারা আমার আদেশ নিষেধ অগ্রাহ্য করিবে, বিপদে ধৈর্যধারণ করিবে না এবং আমার প্রদত্ত নেয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করিবে না, তাহারা যেন আমার আকাশের গণ্ডি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায় এবং আমা ভিন্ন অন্যকে ইলাহ রূপে খুঁজিয়া লয়।"

হযরত ফকিহ্ আবু লায়েস (রঃ) বলিয়াছেন, "বিপদে ধৈর্যধারণ পূর্বক আল্লাহকে স্মরণ করা প্রত্যেক মানবের একান্ত উচিত। কেননা, সে সময় আল্লাহকে স্মরণ করিলে তাঁহার হুকুম পালন করা হয় এবং শয়তানকে তিরস্কার করা হয়। ইহাতে আল্লাহ ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।"

হযরত আলী (কাররামাল্লাহু অজহু) বলিয়াছেন, "ধৈর্য তিন প্রকার। এবাদতে ধৈর্য, বিপদে ধৈর্য ও বালা মুসিবতে ধৈর্য। যাহারা ইবাদত উপাসনায় ধৈর্য ধারণ করিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে কাল কেয়ামতে তিনশত উচ্চস্থান বা উচ্চমর্যাদা দান করিবেন এবং প্রত্যেক দুই স্থানের মধ্যবর্তী উচ্চতা আকাশ পাতালের তুল্য হইবে। আর যাহারা বিপদে ধৈর্যধারণ করিবে, তাহাদিগকে কেয়ামত দিবসে সাতশত দরজা দান করা হইবে। প্রত্যেক দুই দরজার উচ্চতা আসমান জমীনের তুল্য হইবে। আর যাহারা বালা-মুছিবতে ধৈর্যধারণ করিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে নয়শত দরজা দান করিবেন। প্রত্যেক দুই দরজার উচ্চতা আরশ ও ভূমণ্ডলের তুল্য হইবে।

দেহ হইতে আত্মা কবজ

পবিত্র হাদিসে বর্ণিত আছে যে, বান্দার জানকান্দানীর প্রক্কালে যখন তাহার বাক্‌শক্তি লোপ পায়, তখন তাহার নিকট পর পর পাঁচজন ফেরেশতা আগমন করে। সর্বপ্রথম খাদ্য সরবরাহকারী ফেরেশতা সালাম করিয়া বলে, "হে আল্লাহর বান্দা! আমি তোমার খাদ্য সংস্থানের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু এখন তোমার নিমিত্ত পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত অন্বেষণ করিয়াও এক মুষ্টি খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। সুতরাং আমি বিদায় লইতেছি"।

অতঃপর দ্বিতীয় ফেরেশতা সালাম করিয়া বলে, "হে আল্লাহর বান্দা! আমি তোমার পানীয় সরবরাহের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু এখন তোমার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র অন্বেষণ করিয়াও একবিন্দু পানীয় জল সরবরাহ করিতে পারিলাম না। সুতরাং আমি বিদায় হইতেছি।" অতঃপর তৃতীয় ফেরেশতা সালাম করিয়া বলে, "হে আল্লাহর বান্দা! আমি তোমার পদযুগলের তত্ত্বাবধানের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরিয়াও তোমার এক পদক্ষেপের স্থান পাইলাম না। সুতরাং আমি বিদায় হইতেছি।

এমনিভাবে চতুর্থ ফেরেশতা সালাম করিয়া বলে, হে আল্লাহর বান্দা! আমি তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু এখন পৃথিবীর সর্বত্র পর্যবেক্ষণ করিয়াও তোমার নিমিত্ত একটি নিশ্বাস পাইলাম না। সুতরাং আমি বিদায় লইতেছি।" অবশেষে পঞ্চম ফেরেশতা সালাম করিয়া বলে, হে আল্লাহর বান্দা, আমি তোমার আজাল বা জীবন মৃত্যুর কার্যে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু এখন তোমার নিমিত্ত পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়াও একটু সময় পাইলাম না। অতএব আমি চিরবিদায় লইতেছি।"

অতঃপর কেরামান-কাতেবীন ফেরেশ্‌তাদ্বয় সালাম করিয়া বলে, "হে আল্লাহর বান্দা! আমরা তোমার পাপ-পুণ্য লেখার কার্যে নিযুক্ত ছিলাম এখন পৃথিবীর সর্বত্র অন্বেষণ করিয়াও আর কোন পাপ-পুণ্য খুঁজিয়া পাইলাম না, সুতরাং আমরা বিদায় হইতেছি।" এই বলিয়া তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণের একখানি সহিফা তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিবে, "হে আল্লাহর বান্দা, ইহার প্রতি লক্ষ্য কর।" উহার প্রতি লক্ষ্য করিবামাত্র তাহার সর্বাঙ্গে ঘর্মস্রোত প্রবাহিত হইবে এবং কেহ যেন উক্ত সহিফা না পড়িয়া ফেলিতে পারে, তজ্জন্য সে উত্তরে ও দক্ষিণে বার বার দেখিতে থাকিবে।

অতঃপর কেরামন-কাতেবীন প্রস্থান করিবে। তখনই মালেকুল মউত তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে রহমতের ফেরেশ্‌তা ও উত্তর পার্শ্বে আজাবের ফেরেশতা লইয়া আগমন করিবে। তাহাদের মধ্যে কেহ বা আত্মাকে খুব জোরে টানাটানি করিবে, কেহ বা অতি শান্তির সহিত আত্মা বাহির করিয়া আনিবে। কণ্ঠ পর্যন্ত আত্মা পৌঁছিলে স্বয়ং যমদূত তাহা কবজ করিবে।

মৃত ব্যক্তি যদি নেক্কার হইয়া থাকে, তবে রহমতের ফেরেশ্‌তাদিগকে ডাকা হইবে। তখন তাহারা মৃতের আত্মা লইয়া শূন্যে আরোহণ করিবে। আল্লাহ্ তখন বলিবেন, "হে ফেরেশ্‌তাগণ! উক্ত আত্মাকে মৃতের দেহের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করাইয়া দাও যেন, সে দেহের অবস্থা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারে।" তাহার পর তাহারা আত্মাকে ঘরের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিবে। তখন মৃত আত্মা তাহার জন্য শোকাতুর ও অশোকাতুরদিগকে চিনিয়া লইবে, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিবে না অতঃপর জানাজার পর মৃতদেহ গোরস্থ করামাত্রই আল্লাহর ফজলে মৃতের দেহে আত্মার বিকাশ হইবে।

এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কেহ বলেন, দেহের মধ্যেই আত্মা প্রবেশ করে, যেমন ইহজগতে ছিল। তখন তাহাকে বসানো হয় এবং প্রশ্ন করা হয়। আবার কেহ বলেন, রূহ্ দেহেই প্রবেশ করিয়া থাকে, কিন্তু অবশিষ্ট সংবাদ অজ্ঞাত।" কেহ বলিয়াছেন যে, আত্মাকেই প্রশ্ন করা হয়, দেহকে নহে"। অন্য কেহ বলিয়াছেন, আত্মা দেহের মধ্যেই বক্ষ পর্যন্ত বিরাজ করিয়া থাকে।" আবার কেহ বা বলিয়াছেন, "রূহ্ বা আত্মা শরীর বা কাফনের মধ্যেই বিরাজ করিয়া থাকে।" প্রত্যেক মতের স্বপক্ষে হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদিস বর্ণিত আছে।

জ্ঞানীদের সহীহ মতে প্রকাশ, কবর আযাব অবশ্যই হইবে। তবে ইহার আকার ও প্রকার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ফকিহ্ আবু লায়েস (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গোর আযাব হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায়, সে যেন চারিটি কার্য সম্পাদন করে এবং চারটি কার্য হইতে বিরত থাকে। পালনীয় চারটি কার্য যথারীতি নামাজ সম্পাদন করা, দান- খয়রাত করা, কোরআন পাক তেলাওয়াত করা ও অধিক পরিমাণে তাসবিহ্ পাঠ করা। তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই কাজগুলির ফজিলতে নানা প্রকার কবর-আযাব হইতে রেহাই পাওয়া যাইতে পারে। বর্জনীয় চারটি কার্য হইতে মিথ্যা বলা, গীবত গাওয়া, চোগলখুরী করা ও শরীরকে প্রস্রাব হইতে পবিত্র না রাখা ইত্যাদি। "হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, প্রস্রাব হইতে বাঁচিয়া থাক, কেননা অধিকাংশ কবর-আযাব এই জন্যই হইয়া থাকে।"

অতঃপর মোনকার ও নাকীর নামক অতি কৃষ্ণকায়, নির্দয়, পাষণ্ড ও কুরি তলোচনা ঘনঘটার ন্যায় ভয়ঙ্কর আওয়াজকারী, বিদ্যুতের ন্যায় চক্ষুর জ্যোতি হরণকারী ও মৃত্তিকা ভেদকারী, দীর্ঘ নখরবিশিষ্ট ভীষণ আকৃতির দুইজন ফেরেশ্‌তা কবরে আগমন করিয়া মৃতকে আলোড়িত করিবে ও উপবেশন করাইয়া প্রশ্ন করিবে, মান্‌ রাব্বুকা (তোমার রব কে)? অমা দীনুকা (তোমার ধর্মের নাম কি)? অমান নবীউকা (তোমার নবীর নাম কি?) প্রত্যুত্তরে নেক্কার বলিবে, "রব্বি, আল্লাহু, অদ্বীনি ইসলামু, অনবীই মোহাম্মদুন, অর্থাৎ আল্লাহ আমার খোদা, আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবী।" উত্তরে তুষ্ট হইয়া ফেরেশতাদ্বয় তাহাকে বলিবে, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি সেই দুল্‌হার মত আরামে শুইয়া থাক, যাহাকে তাহার মস্তকের পার্শ্ব দিয়া বেহেশতের দিকে একটি জানালা খোলা হইবে, যদ্বারা সে তাহার স্বর্গপুরী, বসিবার স্থান ইত্যাদি যাহা কিছু তাহাকে বেহেশতে দান করা হইবে, সবই দেখিতে পাইবে। অবশেষে উভয় ফেরেশতা তাহার রূহ্‌ লইয়া কবর হইতে বাহির হইয়া আসিবে এবং আরশের নিম্নে ঝুলন্ত প্রদীপে উহা রাখিয়া দিবে।

হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) কর্তৃক হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্‌ পাক্‌ এরশাদ করিয়াছেন, আমি আমার বান্দাদিগের মধ্য হইতে যাহাদিগকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করি, তাহাদের পাপরাশিকে দেহের রোগশোক বা দারিদ্রতায় নিষ্পেষণ করি বা দুঃখ কষ্ট দিয়া ক্ষমা করিয়া থাকি। ইহাতেও যদি পাপরাশি অবশিষ্ট থাকে, তবে মৃত্যু-যাতনা কঠিন করিয়া দেই, যাহাতে সে নিষ্পাপ হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে'।" আল্লাহ্‌ পাক্‌ স্বীয় মান-ইজ্জত ও প্রতাপের কসম করিয়া বলিয়াছেন, আমি "আমার বান্দাদের মধ্যে যাহাদের পাপরাশি ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করি না, তাহাদিগকে ইহ্‌জগতেই তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ সুস্থ সবল ও আনন্দে উৎফুল্ল এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য দান করিয়া সুখ-শান্তিতে রাখি। ইহাতেও যদি পুণ্য অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহাদের মৃত্যু-যাতনা লাঘব করিয়া দেই।

হযরত আস্‌ওয়াদ (রাঃ) বলিয়াছেন, একদা আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট বসিয়াছিলাম, হঠাৎ একটি তাঁবু ছিঁড়িয়া একজন লোকের উপর পড়িলে আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে,

মোমেন বান্দার দেহে কাঁটা প্রবেশের বিনিময়েও আল্লাহ পাক তাহার পাপ মোচন করিয়া থাকেন এবং উচ্চ মর্যাদা দান করিয়া থাকেন। কেহ বলিয়াছেন, রোগশূন্য দেহ উৎকৃষ্ট নহে এবং আফাতশূন্য ধন-সম্পদও উৎকৃষ্ট নহে।

হযরত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "যখন কাহারো ইহজগত পরিত্যাগ করিয়া পরজগতে যাত্রার সময় ঘনাইয়া আসে, তখন সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতা স্বর্গীয় কাফন ও সুগন্ধি লইয়া তাহার দৃষ্টির প্রান্তসীমায় বসিয়া থাকে। অতঃপর যমদূত তাহার মস্তক পার্শ্বে উপবেশন পূর্বক আরজ করে, হে নফ্‌ছ্ মোতমাইন্না তাড়াতাড়ি আল্লাহর করুনা ও সন্তুষ্টির জন্য বাহির হইয়া আইস'। আল্লাহর রাসূল বলেন, তখন আত্মা বাহির হইয়া আসে এবং তাহার মুখ হইতে পানির কণা পড়িতে থাকে, যেমন মশক হইতে পড়িয়া থাকে। অতঃপর তাহারা তাহার আত্মাকে ধরিয়া উক্ত কাফনের মধ্যে রাখিয়া দেয়। তখন তাহা হইতে মেশকের সুগন্ধ নির্গত হইতে থাকে।"

"অবশেষে তাহারা যখন আত্মা লইয়া স্বর্গরাজ্যে আরোহণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, 'এই উৎকৃষ্ট সুগন্ধি কোথা হইতে আসিতেছে? প্রত্যুত্তরে বলা হয়: অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা হইতে এই সুগন্ধি আসিতেছে। তখন ফেরেশতাগণ তাহাকে উৎকৃষ্ট নামে সম্বোধন করিয়া থাকে। যখন আত্মাসহ ফেরেশতাগণ প্রথম আকাশের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হয়, তখনই সপ্তাকাশের সপ্ত দরজা তাহার শুভাগমনার্থে উম্মুক্ত হইয়া যায় এবং প্রত্যেক আকাশ হইতে কিছু সংখ্যক ফেরেশতা তাহার শুভাগমনার্থে উন্মুক্ত হইয়া যায় এবং প্রত্যেক আকাশ হইতে কিছু সংখ্যক ফেরেশতা তাহার শুভাগমনের নিমিত্ত আগাইয়া আসে। এইরূপে সপ্তাকাশে আরোহণ করিলে আল্লাহর নিকট হইতে উচ্চস্বরে বলা হয়, 'হে ফেরেশ্‌তাগণ! তাহার আমলনামা ইল্লিন নামক স্থানে রাখিয়া দাও এবং তাহার দেহকে মাটিতে মিশাইয়া দাও। কেননা, তাহাকে মাটি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছি, মাটিতেই ফিরাইয়া আনিব এবং মাটি হইতেই পুনরুত্থান করাইব।' তখন তাহারা আত্মাকে দেহের সহিত মিশাইয়া দেয়।

"অতঃপর মোনকের নকীর নামক দুইজন ফেরেশতা আগমন পূর্বক মৃতকে জিজ্ঞাসা করে, হে আল্লাহর বান্দা! বলত তোমার রব কে, তোমার নবী কে এবং তোমার ধর্ম কি? অতঃপর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলে, হে আল্লাহর বান্দা, এই প্রেরিত পুরুষের সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? মোমেন বান্দা উত্তরে বলে, ইনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, ইহার উপরই আল্লাহ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন। তাই আমি উনাকে সত্য

জানিয়া ঈমান আনিয়াছি।'তখন অতি উচ্চস্বরে আল্লাহ ঘোষণা করেন, হে ফেরেশ্‌তা! আমার বান্দা সত্যই বলিয়াছে। সুতরাং তাহাকে স্বর্গীয় পোষাকে সজ্জিত করিয়া স্বর্গীয় বিছানা পাতিয়া দাও। আর তাহার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা উন্মুক্ত করিয়া দাও, যদ্বারা স্বর্গীয় সুগন্ধি তাহার কবরে প্রবেশ করিতে পারে। আর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত তাহার কবর প্রশস্ত করিয়া দাও।"

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেন, তখন একজন উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট সুপুরুষ আগমন করিবে, যাহার দেহ হইতে সুগন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। সে বলিবে, হে আল্লাহ্‌র বান্দা, তোমার প্রভু তোমাকে যে সব সুসংবাদ দান করিয়াছেন, আমিও তোমাকে ঐ সব সুসংবাদ দান করিতেছি। বান্দা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আপনি কে? আল্লাহ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত করুন। আপনার ন্যায় সুপুরুষ তো আর কাহাকেও দেখি নাই। উত্তরে সে বলিবে, আমি তোমার সৎকর্ম। যখন কাফেরদের মৃত্যুর সময় ঘনাইয়া আসে, তখনও আকাশ ইহাতে ফেরেশতাগণ নারকীয় পোষাক লইয়া তাহার দৃষ্টিসীমার প্রান্তভাগে বসিয়া থাকে। অতঃপর যমদূত তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করে এবং কিছুক্ষণ পর তাহার পাপাত্মাকে বলপূর্বক অতীব যাতনা সহকারে ছিনাইয়া আনে, যেমন শিঁক কাবাব হইতে শিঁক বাহির করা হইয়া থাকে। অতঃপর ফেরেশতাগণ কাফেরের পাপাত্মাকে বেদম প্রহার করিয়া নারকীয় পোষাকে আবৃত করিয়া রাখে। তখন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমুদয় প্রাণী ও বস্তু তাহাকে লানত করে। তাহাদের অভিসম্পাত বাণী মানব-দানব ভিন্ন সকলই শুনিতে পায়।

কাফেরের আত্মা লইয়া ঊর্ধ্বকাশে আরোহণ করিবামাত্রই আকাশের সমুদয় দরজাগুলি বন্ধ হইয়া যায়। আর আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষিত হয়, "হে ফেরেশতাগণ! কাফেরের আত্মাকে কবরের মধ্যে পুঁতিয়া রাখ। তাহারা তাহাকে কবরে পুঁতিয়া বিদায় হইয়া যাইবে।

অতঃপর মোনকের নকীর ফেরেশতাদ্বয় ভীষণ আকার ধারণ করিয়া তথায় আগমন করিবে। তাহাদের আওয়াজ মেঘের গর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইবে এবং নেত্রদ্বয়ের জ্যোতি বিদ্যুতের মত প্রখর হইবে। তাহারা দন্ত ও নখ দ্বারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া কবরে প্রবেশ করিবে এবং বেদীন কাফেরকে উপবেশন করাইয়া প্রশ্ন করিবে, হে আল্লাহর বন্দা! বলতো তোমার খোদা কে? প্রত্যুত্তরে সে বলিবে, হায়! হায়! আমিতো সে সম্বন্ধে অবগত নই!" তাহারা পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে, "তুমি কেন স্বীয় জ্ঞান ও কোরআন পাঠ করিয়া তাহা জানিয়া লও নাই?" অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করা হইবে, হে ফেরেশতাগণ! তাহাকে

ভীষণ হাতুড়ি দিয়া বেদম প্রহার করিতে থাক।" উহা এমন ভারী হইবে যে, সমুদয় সৃষ্টি মিলিয়াও উহা স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। ইহাতে তাহার কবরখানা অগ্নিময় হইয়া যাইবে এবং কবরটি এতই সংকীর্ণ হইয়া যাইবে যে, একবাহু অন্য বাহুতে প্রবেশ করিবে।

অতঃপর অতি দুর্গন্ধময় ও কুৎসিৎ চেহারা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া বলিবে, আল্লাহ্ আমা-কর্তৃক তোমার প্রভুত অনিষ্ট করুন। খোদার কসম! তুমি ইহজগতে মন্দ বৈ ভাল কাজ কর নাই। আল্লাহর উপাসনায় তুমি ছিলে অত্যন্ত অলস, কিন্তু মন্দ ও পাপের কাজে তুমি ছিলে চপল ও কর্মঠ। মৃত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, "হে বন্ধু! তুমি কে? তোমাতুল্য কুৎসিৎ লোক ইহজগতে কাহাকেও দেখি নাই।" প্রত্যুত্তরে সে বলিবে, আমি তোমার অসৎ কার্যসমূহ।"

অতঃপর তাহার কবর হইতে দোজখের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খোলা হইবে, যদ্বারা সে তাহার নারকীয় আবাস দেখিতে পাইবে।

কথিত আছে যে, মোমেন বান্দাকে কবরে মাত্র সাত দিন পর্যন্ত আজমায়েশ (পরীক্ষা) করা হয় এবং কাফের বান্দাকে চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবরে আজমায়েশ করা হয়। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, "যাহারা শুক্রবার দিবাভাগে কিংবা রাত্রভাগে ইন্তেকাল করে, আল্লাহ তাহাদিগকে গোর-আজাব হইতে অনেকাংশে রক্ষা করেন।"

হযরত আবী উমামা বাহেলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যুমূখে পতিত হয় এবং তাহাকে গোরস্থানে রাখা হয়, তখন একজন ফেরেশতা তাহার শিয়রের পার্শ্বে বসিয়া আজাব করিতে আরম্ভ করে। তাহারা একবার লোহার গুর্জ দ্বারা প্রহার করিবামাত্র তাহার সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ কবরটি অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠে। পুনঃ 'আল্লাহর আদেশে উঠ' বলিবামাত্র সে সুস্থ সবল দেহে উঠিয়া বসে। আর এমন উচ্চৈস্বরে চিৎকার করে যে, আকাশ ও জমীনের মধ্যস্থিত মানব-দানব ভিন্ন সবকিছুই উহা শুনিতে পায়। সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, হে ফেরেশতা! তুমি কেন আমাকে এমন কঠিন শাস্তি দান করিতেছ? আমিতো নামাজ পড়িয়াছি, জাকাত দান করিয়াছি, রমজানের রোজা রাখিয়াছি ও বিভিন্ন সৎকর্ম সম্পাদন করিয়াছি। উত্তরে ফেরেশ্তা বলিবে, "হে আল্লাহর বান্দা! একদা তুমি মজলুমের পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলে এবং সে অত্যাচারে অতিষ্ট হইয়া তোমার সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু তুমি তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলে।" একদা প্রস্রাব হইতে পবিত্র না হইয়াই নামাজ

পড়িয়াছিলে।" যেমন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন–"যে জমলুমের সাহায্যার্থে আগাইয়া না আসে, কবর মাঝে তাহাকে একশত অগ্নি দোর্‌রা মারা হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ চারি সম্প্রদায়কে নূরের মিম্বরে উপবেশন করাইবেন এবং স্বীয় রহমতের ছায়ায় নিচে প্রবেশ করাইবেন।" সাহাবীগণ আরজ করিলেন, হুজুর তাহারা কেমন লোক?" হুজুর ফরমাইলেন, "যাহারা ক্ষুধার্থকে অন্নদান করিয়াছে এবং মজলুমের ডাকে সাড়া দিয়াছে।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন মৃতকে কবরে রাখিয়া মাটি চাপা দেওয়া হয় এবং তাহার সন্তান-সন্ততি ও বন্ধু-বান্ধব তাহাকে হে সম্ভ্রান্ত সরদার' বলিয়া সম্বোধন করে, তখন ঐ কবরের জন্য নির্ধারিত ফেরেশস্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে, 'হে আল্লাহর বান্দা! উহাদের কথা কি তুমি শুনিতেছ?' সে বলে, হ্যাঁ! আবার জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি সত্যই সম্মানী নেতা ছিলে? আল্লাহর বান্দা বলে, না, না, আমি কখনই তদ্রূপ ছিলাম না। বরং তাহারা মিথ্যা বলিতেছে। আমি মহারাজাধিরাজের নিকৃষ্টতম দাস ছিলাম মাত্র।' তখন মৃত পরিতাপ করিয়া পুনরায় বলে, আহা তাহারা যদি আর কিছুই না বলিত, তবে কতই না ভাল হইত।' তৎপর কবর এতই সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, এক পাঁজর অন্য পাঁজরে প্রবেশ করে ও মৃত ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলে, হায়! ইহা হাড় ভাঙ্গার স্থান, লজ্জা ও পরিতাপের স্থান এবং কঠিন প্রশ্নের স্থান।"

এমনিভাবে রজব মাসের প্রথম শুক্রবার রাত্রিতে আল্লাহ্ ফেরেশতাদিগকে ডাকিয়া বলেন, "হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাহার পাপরাশি ক্ষমা করিয়া দিলাম। কারণ সে এই রাত্রি আমার উপাসনায় অতিবাহিত করিয়াছিল।"

মোনকার-নকীরের পূর্ববর্তী ফেরেশতার কথা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! মোনকার-নকীরের পূর্বে কোন ফেরেশতা কবরে আগমন করেন কি?" প্রত্যুত্তরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ফরমাইলেন, "হে ইবনে সালাম! মোনকার-নকীরের পূর্বে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট 'রুমান' নামক একজন ফেরেশতা কবরের মধ্যে আগমন করিয়া মৃতকে উঠাইয়া বসান। আর বান্দাকে স্বীয় পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ করেন।

"তখন বান্দা আরজ করে, হে স্বর্গীয়দূত! আমি কি দিয়া লিখিব? কাগজ, কলম, কালি কিছুই তো আমার নিকট নাই। ফেরেশতা বলেন, স্বীয় অঙ্গুলীকে কলমরূপে, মুখকে দোয়াতরূপে এবং থুথুকে কালিরূপে ব্যবহার কর।' বান্দা বলিবে, কাগজ ছাড়া কিসে লিখিব, বলুন?' তিনি তাহার কাফনের একখণ্ড ছিড়িয়া দিয়া বলিবেন, এবার তোমার সমুদয় পাপ-পুণ্য ইহাতে লিপিবদ্ধ কর। তখনই সে বিনা দ্বিধায় তাহার কৃত সৎকর্মগুলি লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু অসৎকর্মগুলি লিখিতে লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিবে।

তখন ফেরেশতা তাহাকে ধমক দিয়া বলিবেন, "হে পাপিষ্ঠ! ইহজগতে পাপকার্য ও অসৎকর্ম করিতে কোন প্রকার লজ্জাবোধ কর নাই, আর এখন আমার সম্মুখে উহা লিখিতে লজ্জাবোধ করিতেছ কেন?" এই বলিয়া তাহাকে প্রহার করিবার নিমিত্ত হাতুড়ি উত্তোলন করিবামাত্রই সে বলিবে, "হে স্বর্গীয়দূত! আমাকে প্রহার করিবেন না, আমি এখনই আনুষঙ্গিক সব কিছুই লিখিয়া দিতেছি। অতঃপর সবই সে লিখিয়া দিবে।

তখন ফেরেশতা তাহাকে উক্ত লেখাগুলি মোহরাঙ্কিত করিতে আদেশ করিবেন। বান্দা আবার বলিবে, হে স্বর্গীয়দূত! আমি কি দিয়া সীলমোহর করিব? আমার নিকট তো কোন উপকরণ নাই।" ফেরেশতা বলিবে, তুমি তোমার নখ দ্বারা উক্ত কার্য সমাধা করিয়া ফেল" তৎপর সে ঐরূপ করিবে। আর ফেরেশতা তাহার লিখিত আমলনামা তাহার গলায় ঝুলাইয়া বিদায় হইবেন। আর ঐ আমলনামা কেয়ামত পর্যন্ত অটুট অবস্থায় তাহার গলায় শোভা পাইতে থাকিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَ كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طَائِرَهٗ فِىْ عُنُقِهٖ -

"এবং আমরা প্রত্যেক মৃতের গলায় তাহার আমলনামা লটকানোর ব্যবস্থা করিয়াছি।"

উক্ত রুমান ফেরেশতার প্রস্থানের পর মোনকার ও নকীর সেই কবরে প্রবেশ করিবে। কাল্ কেয়ামতে যখন সে তাহার স্বীয় আমলনামা দেখিতে পাইবে ও আল্লাহর আদেশে উহা পাঠ করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে তাহার সৎকর্মের বিবরণ পাঠ করিয়া চুপ করিয়া থাকিবে। আল্লাহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, বাকী অংশ পাঠ করিতে লজ্জাবোধ করিতেছি। আল্লাহ বলিবেন, হে বান্দা! ইহজগতে ঐরূপ কার্য করিতে লজ্জাবোধ কর নাই কেন? তখন বান্দা লজ্জিত হইবে ও নিরুত্তর থাকিবে। কিন্তু উহাতে কোন ফায়দা হইবে না। তখন আল্লাহ আদেশ করিবেন, হে ফেরেশ্তাগণ! ইহাকে ধরিয়া তৌক পরাইয়া দাও এবং নরককুণ্ডে নিক্ষেপ কর।

মোনকের নকীরের প্রশ্নের বিবরণ

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবর মাঝে রাখা হয়, তখন কুৎসিত ও রক্তজবার ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট দুইজন ভয়ঙ্কর মূর্তিধারী স্বর্গীয় দূত তাহার কবরে আগমন করিবে। তাহাদের গলার আওয়াজ যেন মেঘের গর্জন এবং দৃষ্টিশক্তি এত প্রখর যেন চক্ষের জ্যোতিহরণকারী বিদ্যুৎ। তাহারা স্বীয় দন্ত দ্বারা মাটিকে ভেদ করিয়া যখন মৃতের মস্তকের নিকট আগমন করিবে, তখন মস্তক বাধা প্রদান পূর্বক বলিবে, "হে ফেরেশতাগণ! আমাকে এইদিক হইতে আঘাত করিওনা। আমি এ স্থানের ভয়ে দিবারাত্র প্রচুর পরিমাণে নামাজ পড়িয়াছি।"

অতঃপর তাহারা পদদ্বয়ের দিক হইতে আক্রমণ চালাইতে চেষ্টা করিবে। তখন পদদ্বয় বলিবে, এ বান্দা আমার সাহায্যে জুম্মা ও জামাতে নামাজের প্রতি দৌড়াইয়াছে এবং আমার সাহায্যেই নামাজ আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছে। এবার দক্ষিণ দিক হইতে অগ্রসর হইতে চাহিলে দক্ষিণ হস্ত বাধা দিয়া বলিবে হে স্বর্গীয় দূত! এদিক হইতে আক্রমণ করিও না! কারণ বান্দা আমার সাহায্যে প্রচুর দান খয়রাত করিয়াছে!।

তৎপর তাহারা উত্তর দিক হইতে আক্রমণ করিবে কিন্তু সেখানেও বাধাপ্রাপ্ত হইবে। অবশেষে তাহারা মুখের দিকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইবে, তখন মুখ বাধা দিয়া বলিবে, "হে ফেরেশতাগণ! এদিক হইতে আক্রমণ করিও না। এ বান্দা আমার দ্বারা ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিয়াছে এবং রোজাব্রত পালন করিয়াছে।

অবশেষে তাহারা নিরুপায় হইয়া ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো মৃতকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, হে আল্লাহর বান্দা! হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিষয়ে তোমার ধারণা কিরূপ? উত্তরে সে বলিবে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি–তিনি আল্লাহর রাসূল ও বান্দা ছিলেন। তাহারা বলিবে, "তুমি ইহজগতে বিশ্বাসী ছিলে এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছ।

মুনকার-নকীর ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন করার রহস্য এই যে আল্লাহ যখন মানব সৃষ্টির সিদ্ধান্ত করিলেন, তখন ফেরেশতাগণ হযরত আদমকে (আঃ) দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, "হে প্রভু! তুমি কি এমন মানব সৃষ্টি করিতে চাও, যাহারা তথায় কলহ ও বিস্বাদে মশগুল হইবে এবং পরস্পর রক্তারক্তি করিয়া পৃথিবীর পবিত্রতা নষ্ট করিয়া ফেলিবে।" প্রত্যুত্তরে আল্লাহ বলিয়াছিলেন, "হে ফেরেশতাগণ, আমি যাহা অবগত আছি, তোমরা তাহা অবগত নও।"

তাই আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম কবরের মধ্যে দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া মোমেনের তৌহিদ ও রেসালত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আর তাহাদিগকে পুনরায় ফেরেশতার সম্মুখে মোমেনের কথিত বিষয় জ্ঞাপন করিতে আদেশ করিয়াছেন। কেননা স্ত্রী-পুত্র, দাস-দাসী সবই অন্যের জন্য রাখিয়া দিয়াছি। আর সে বন্ধু-বান্ধবহীন একা কবর মাঝে পড়িয়া আছে। সেখানে আমি ভিন্ন অন্য কোন সহায় সম্বল নাই। এমতাবস্থায় তোমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার রব কে? তোমার নবী কে এবং তুমি কোন ধর্মাবলম্বী।' তখন সে বিনাদ্বিধায় বলে, আল্লাহ্ আমার রব, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবী এবং ইসলাম আমার ধর্ম।' কাজেই ইহাই আমার অধিক জ্ঞানের বিষয়।"

কেরামন-কাতেবীনের কথা

পবিত্র হাদীস শরীফে আছে যে, প্রত্যেক মানবের ডাইনে ও বামে দুইজন ফেরেশতা আছেন। তন্মধ্যে দক্ষিণ পার্শ্বের ফেরেশতা তাঁহার সহকর্মীর অনুমতি ব্যতীত বান্দার পুণ্যগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন না। আল্লাহর বান্দা যখন উপবেশন করে, তখন তাঁহারা তাহার উত্তরে ও দক্ষিণে উপবেশন করিয়া থাকেন। মানব যখন চলাফেরা করে, তখন একজন তাহার সামনে, অন্যজন পিছনে এবং নিদ্রাবস্থায় মস্তকপার্শ্বে ও পদ প্রান্তে থাকিয়া বান্দার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

অন্য রেওয়াতে আছে যে, পাঁচজন ফেরেশতা বান্দার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দুইজন রজনীতে, দুইজন দিবসে ও অন্যজন অহরহ তাহার সহিত অবস্থান করিয়া থাকেন। দিবসের ফেরেশতাদ্বয় বান্দাকে দিবাভাগে দানব-মানব শত্রু ও শয়তানের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন।

কথিত আছে যে, বান্দার উভয় স্কন্ধে দুইজন ফেরেশতা অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহারা তর্জনীকে লেখনীরূপে মুখগহ্বরকে দোয়াতরূপে, থুথুকে কালিরূপে ও অন্তরকে কাগজরূপে ব্যবহারপূর্বক বান্দার আমরণ কৃতকর্ম লিপিবদ্ধ করেন। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ পার্শ্বের ফেরেশতা নেতারূপে কাজ করিয়া থাকেন। বান্দা পাপ করিবামাত্র উত্তর পার্শ্বের ফেরেশতা তাহা লিখিতে উদ্যত হন। তখনই নেতা ফেরেশতা তাহাকে বলেন, হে বন্ধু! তোমার লিখা অন্ততঃ সাত ঘণ্টার জন্য স্থগিত রাখ। ইতিমধ্যে তওবা করিলে বা এন্তেকাল করিলে উহা আর লিখা হয় না। অন্যথায় মাত্র একটি পাপ লিখা হয়।

মৃত্যুর পর বান্দাকে কবর মাঝে রাখা হইলে তাহারা আল্লাহর নিকট আরজ করে, হে প্রভু! তুমি তোমার বান্দার পাপ-পুণ্য লিপিবদ্ধ করিবার কাজে আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলে। কিন্তু এখন তাহার আত্মা কবজ করিয়া নিয়াছ। সুতরাং এখন আমাদিগকে আকাশে আরোহণ করিতে অনুমতি দান কর। প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ বলেন, "হে দূতগণ! তোমরা জান যে, আকাশমণ্ডল অগণিত স্বর্গীয় দূতে পরিপূর্ণ। তাহারা আমার তসবিহ্ তাহলীল পাঠে সর্বদা মশগুল আছে। বলত, আমি তোমাদের দ্বারা কি করিব? পুনঃ তাহারা আরজ করে, তবে হে প্রভু! আমাদিগকে পৃথিবীতেই বাস করিতে অনুমতি দান কর।" আল্লাহ্পাক

বলেন "ভূমণ্ডলও আমার অগণিত সৃষ্টজীবে পরিপূর্ণ। আমি তোমাদের দ্বারা পৃথিবীতে কি করাইব।" অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে আদেশ করেন, "হে ফেরেশতাগণ! তোমরা ঐ বান্দার কবরে বসিয়া কেয়ামত পর্যন্ত তসবিহ তাহলীল পাঠ করতঃ তাহার আমলনামায় সংযোজিত করিয়া দাও।" যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ -

"নিশ্চয়ই তোমাদের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কেরামন কাতেবীন নামক দুইজন ফেরেশতা আছে, যাহারা তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছে।"

তাহাদিগকে এইজন্য কেরামন কাতেবীন নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে, কারণ তাহারা বান্দার কৃত পুণ্য কার্যে আনন্দে আত্মহারা হইয়া নভোমণ্ডলে আরোহণ পূর্বক আল্লাহর নিকট আরজ করে, হে আল্লাহ! আপনার ঐ বান্দা আপনার উদ্দেশ্যে এইরূপ সৎকার্য করিয়াছে এবং আমরা তাহা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছি। কিন্তু বান্দা যখন কোন পাপকার্য করে, তখন উক্ত ফেরেশতাদ্বয় চিন্তিত ও লজ্জিতাবস্থায় নভোমণ্ডলে আরোহণ করে।

অতঃপর আল্লাহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে কেরামন কাতেবীন! আমার বান্দা কি করিয়াছে?" তখন তাহারা কোন উত্তর দেয় না। এমনিভাবে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা আরজ করে, "হে আল্লাহ! গোপনের আদেশকর্তা। হে আল্লাহ! আপনার বান্দা প্রত্যেহ আপনার পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে এবং আপনার গুণগান করিয়াছে। অতঃপর তাহারা আরজ করে, হে পরম দয়ালু আল্লাহ্! আপনি তাহাদের দোষত্রুটি গোপন রাখুন।" এই জন্য তাহাদিগকে 'কেরামান কাতেবীন' বা 'সম্ভ্রান্ত লেখক' নাম দেওয়া হইয়াছে।

জামাতে নামাজ পড়ার ফজিলত

হযরত সিদ্দিক ইবনে ওনায়েস (রাঃ) বলিয়াছেন, একদা হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁহাকে বলিলেন, "হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহ্ আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন। আর আপনার উম্মতদিগকে এই সংবাদ জানাইতে বলিয়াছেন যে, যাহারা জামাত ছাড়িয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে, তাহারা স্বর্গীয় সুগন্ধ হইতে বঞ্চিত হইবে, যদিও তাহারা সমুদয় জগদ্বাসী হইতে অধিক আমল করিয়া থাকে। কাল কেয়ামতে আল্লাহই তাহাদের কোন ফরজ, নফল ইবাদত গ্রহণ করিবেন না। জামাত তরককারী আপনার কাছে, ফেরেশ্তাকুলে ও সমুদয় মানবকুলে অভিশপ্ত। এমনকি তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল তাহাকে অভিসম্পাত করিয়া থাকে। জামাত তরককারী নামাজীর কোন প্রার্থনা গ্রহণ করা হইবে না এবং সে ইহলোক ও পরলোকে আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হইবে। এমন লোকই আপনার উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্ট।"

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নাসারা ও ইহুদীদিগকে সালাম করিও, কিন্তু আমার উম্মতের ইহুদীদিগকে সালাম করিও না। হযরত সাদ্দাদ (রাঃ) আরজ করিলেন, হুজুর আপনার উম্মতের ইহুদী কাহারা? প্রত্যুত্তরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন যাহারা আযান শুনিয়াও জামাতে হাজির হইল না, তাহারাই আমার উম্মতের ইহুদী।

তিনি আর ফরমাইলেন, "যে ব্যক্তি জামাত ভঙ্গকারীকে সামান্য রুটি বা খাদ্য দিয়া সাহায্য করিল, সে যেন নবীগণের হত্যায় সাহায্য করিল। সে মরিলে তাহাকে গোসল, জানাজা ও মুসলমানদের গোরস্থানে দাফন করিও না। এমন কি জামাত তরককারী যদি একাই সমুদয় উম্মতের তুল্য নামাজ পড়ে, সমুদয় আসমানী কেতাব পাঠ করে এবং সারা বৎসর রোজা রাখে ও সমুদয় উম্মতের তুল্য দান খয়রাত করে, তথাপি সে বেহেশতের সুগন্ধী হইতে বঞ্চিত থাকিবে। আল্লাহ পাক জীবিত কিংবা মৃত কোন অবস্থায়ই তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবেন না।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "যে ব্যক্তি অজু করিয়া নামাজের জন্য মসজিদে প্রবেশ করিবে এবং জামাতে নামাজ আদায় করিবে, আল্লাহ্ তাহার পাপরাশি মার্জনা করিবেন।"

তিনি আরও বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি যথাসময়ে সুন্দররূপে রুকু সেজদা পূর্বক নামাজ আদায় করিবে, তাহার সম্মানার্থে আল্লাহ তাহাকে বিভিন্ন সময়ে পনেরটি পুরস্কার দান করিবেন। তন্মধ্যে ইহজগতে তিনটি, মৃত্যুকালে তিনটি এবং আল্লাহর মোলাকাতে তিনটি। ইহজগতে আল্লাহ্ তাহার বয়স ও খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধি করিয়া দিবেন এবং তাহার ও তাহার পরিবারের তত্ত্বাবধান করিবেন। মৃত্যুকালে তাহাকে ভয়ভীতি হইতে নিরাপত্তা এবং বেহেশতে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করিবেন। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِى كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ -

"নিশ্চয়ই যাহারা বলিয়াছে যে, আল্লাহ আমাদের প্রভু, অতঃপর ইহাতেই স্থির থাকে মৃত্যু পর্যন্ত তবে মৃত্যুকালে স্বর্গীয় দূতগণ অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে ভয়ভীতি হইতে নিরাপত্তার ও অঙ্গীকৃত স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের সুসংবাদ প্রদান করিয়া থাকে।"

কবর মাঝে ঃ ১। মোনকের নকীরের প্রশ্ন সহজ করিবেন, ২। কবরকে প্রশস্ত করিবেন ও ৩। বেহেশতের দিক হইতে কবরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।

হাসরে ঃ তিনটি। যথা ঃ ১. আল্লাহ তাহার মুখমণ্ডলকে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া উঠাইবেন, ২. তাহার আমলনামা দক্ষিণ হস্তে দান করিবেন এবং ৩. সহজভাবে তাহার হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিবেন। যেমন আল্লাহ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

(٢) نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ الاية -

"তাহাদের অগ্র পশ্চাতে নূর দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকিবে।"

আল্লাহর মোলাকাতে-(১) আল্লাহ্ তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন, (২) আল্লাহ তাহাকে সালাম জানাইবেন ৩। তাহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিবেন। যেমন আল্লাহ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبِّ الرَّحِيْمِ -

"দয়ালু প্রভু তাহাদিগকে সালাম করিবেন। সেদিন কাহারো মুখমণ্ডল তরুতাজা থাকিলে আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিবে।"

পাঞ্জেগানা নামাজে যাহারা গাফলতি (অলসতা) করিবে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে পনেরটি শাস্তি প্রদান করিবেন। যথা ঃ

ইহজগতে ঃ ১। তাহার বয়স কমাইয়া দিবেন, ২। তাহার খাদ্য-দ্রব্য হইতে বরকত উঠাইয়া দিবেন এবং ৩। নেকাকারের চিহ্ন তাহার মুখমণ্ডল হইতে মুছিয়া দিবেন।

মৃত্যুকালে ঃ (১-২) ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাহাকে কষ্ট দেওয়া হইবে এবং ৩। অপদস্থ করিয়া তাহার জান কবজ করা হইবে।

কবর মাঝে ঃ ১। তাহার কবর এতই সংকীর্ণ করা হইবে যে, তাহার একবাহু অন্য বাহুতে প্রবেশ করিবে, ২। দোজখের দিকে তাহার কবরের দরজা খোলা হইবে এবং ৩। স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের সুসংবাদ হইতে বঞ্চিত ও নরকে প্রবেশের দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করা হইবে।

হাসরের মাঠে ঃ ১। তাহার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ করিয়া কবর হইতে উঠানো হইবে, ২। আল্লাহর রহমত হইতে নৈরাশ্যের চিহ্ন তাহার কপালে লিখিয়া দেওয়া হইবে এবং ৩। পশ্চাৎ দিক হইতে তাহার আমলনামা দান করা হইবে।

আল্লাহর সাক্ষাতে ঃ ১। আল্লাহ্ তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না, ২। আল্লাহ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না এবং ৩। তাহাকে শাস্তি হইতে রক্ষা করিবেন না, বরং অপেক্ষাকৃত কঠিন শাস্তি প্রদান করিবেন।

যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ـ

"তাহাদের পশ্চাতে একদল লোক আসিয়াছিল, যাহারা নামাজ নষ্ট করিয়াছিল সুতরাং অচিরেই তাহারা তাহাদের পথভ্রষ্টতার শাস্তি পাইবে।"

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, বান্দা যখন ভালভাবে অজু ও বিশুদ্ধভাবে নিয়ত করিয়া নামাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহু আকবর বলে, তৎক্ষণাৎ সে নবজাত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হইয়া যায়। যখন সে আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম বলে, তখন তাহার দেহস্থিত অগণিত লোমতুল্য এক বৎসরের ইবাদত লিখা হয়। যখন সে সূরা ফাতেহা পাঠ করে, তখন সে যেন পবিত্র হজ্ব

ও ওমরা সমাপন করে। যখন সে রুকু করে, তখন সে যেন তাহার ওজনের তুল্য স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করে। যখন সে সামেআল্লাহ্ হুলিমান হামিদাহ্ বলে, তখন আল্লাহ্ তাহার প্রতি রহমতের সহিত দৃষ্টিপাত করেন। সেজদায় যখন সে সোবহানা রাব্বিয়াল আলা পাঠ করে, তখন সে যেন একটি দাস মুক্ত করে। যখন সে তাশাহুদ পাঠ করে, আল্লাহ তাহাকে সহস্র আলেম ও শহীদের পুণ্য দান করেন। সালামান্তে নামাজ শেষ করিবামাত্রই তাহার নিমিত্ত বেহেশতের অষ্টদ্বার উন্মুক্ত করা হয়, সে বিনা হিসাবে নিরাপদে খুশীমত যে কোন দরজার পথে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারে।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কুকুরের পাঁচটি স্বভাব বান্দার মধ্যে থাকা উচিত; যেমন ঃ ১। কুকুর সর্বদা ক্ষুধার্থ থাকে, সৎলোকেরও তদ্রূপ থাকা উচিত। ২। কুকুরের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকে না, সৎ লোকদেরও থাকা উচিত নয়। ৩। কুকুর সারারাত্রি জাগ্রত থাকিয়া প্রভুর গৃহ পাহারা দেয়, তদ্রূপ সৎলোকেরও জাগ্রত থাকিয়া আল্লাহর ইবাদত করা উচিত। ৪। কুকুর উত্তরাধিকারীদের জন্য কিছুই রাখিয়া য়ায় না, তদ্রূপ সৎলোকেরও রাখা উচিত নয়। ৫। কুকর প্রভুর দ্বার হইতে শত সহস্রবার তাড়া খাইয়াও বিতাড়িত হয় না, তদ্রূপ বান্দাদেরও নানা রকম দুর্বিপাকে পড়িয়া প্রভুর নাম স্মরণ রাখা উচিত। হযরত আলী (কাঃ) বলিয়াছেন, যাহার জীবন-যাত্রা কুকুরের ন্যায়, তাহার জন্য সুসংবাদ। কুকুরের মধ্যে দশটি অভ্যাস দেখা যায় ঃ ১। তাহার কোন ধন-সম্পদ নাই। ২। কোথাও তাহার মান-ইজ্জত নাই। ৩। সারা ভূপৃষ্ঠ জুড়িয়াই তাহার বাসস্থান। ৪। কুকুর অধিকাংশ সময় চুপচাপ থাকে। ৫। অধিকাংশ সময় সে ক্ষুধার্থ থাকে। ৬। দিবারাত্র কুকুর তাহার প্রভুকে স্মরণ করে। ৭। যাহা পায়, তাহাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। ৮। শত সহস্র বেত্রাঘাত খাইয়াও সে প্রভুর দ্বার ত্যাগ করে না। ৯। প্রভুর শত্রুকে আক্রমণ করে, কিন্তু বন্ধুকে করে না। ১০। মৃত্যুকালে কিছুই পরিত্যাগ করিয়া যায় না। ইহাই হইল কুকুরের জীবনযাত্রার কতিপয় নিয়মাবলী। এইসব স্বভাব সৎ লোকদের মধ্যে থাকা উচিত।

কবজের পর রূহের কবরে ও গৃহে আগমন

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কোন আদম সন্তান ইহলীলা সংবরণ করিলে তৃতীয় দিবসে তাহার আত্মা আরজ করে, হে প্রভু! আমাকে স্বীয় দেহ ও ঘর পরিদর্শন করিবার অনুমতি দান করুন।' অতঃপর অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া আত্মা কবরের দিকে অগ্রসর হয় এবং দূর হইতেই দেখিতে পায় যে, তাহার দেহ, মুখ ও নাক হইতে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে। তখন সে বহুক্ষণ পর্যন্ত ক্রন্দন করিয়া বলে, হে আমার প্রিয় দরিদ্র দেহ! তোমার কি আজ অতীত জীবনের কথা স্মরণ হইতেছে? আহ্! এই গোরস্থান কতই না দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, লজ্জা-গ্লানি ও চিন্তার নির্জন আবাস!' তৎপর আত্মা প্রত্যাবর্তন করে।

"পুনঃ আত্মা পঞ্চম দিবসে আরজ করে, হে আল্লাহ! আমাকে স্বীয় পরিত্যাক্ত দেহ পরিদর্শন করিবার অনুমতি দান করুন। আল্লাহর অনুমতিক্রমে আত্মা কবরস্থানে আগমণ করিয়া দূর হইতে দেখিতে পায় যে, তাহার দেহ নাসিকা ও মুখ হইতে রক্ত, পুঁজ, পঁচা রক্ত প্রভৃতি প্রবাহিত হইতেছে। তখন সে বিলাপ করিয়া বলে, হে আমার নিঃসহায় দরিদ্র দেহ–বন্ধু! তোমার কি সেই অতীত জীবদ্দশার সুখ-শান্তির কথা মনে হইতেছে? আহ্ এস্থান কতই না ভয়ঙ্কর! ইহা শুধু দুঃখ-কষ্ট, চিন্তা-গ্লানি, কষ্ট, পরিশ্রম, পোকা-মাকড়, সাপ-বিচ্ছুর ঘর ভিন্ন কিছুই নহে। পোকা-মাকড় তোমার দেহকে খাইয়া ফেলিয়াছে ও চামড়াকে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।" এই বলিয়া সে প্রত্যাবর্তন করে।

"সপ্তম দিবসে আত্মা আবার আরজ করে, হে প্রভু! আমাকে স্বীয় দেহ পরিদর্শন করিতে অনুমতি দান করুন। অনুমতিক্রমে কবরস্থানে আগমনপূর্বক আত্মা দূর হইতে দেখিতে পায় যে, এবার তাহার দেহে পোকা পড়িয়া আছে! তখন সে অতি দুঃখের সহিত বিলাপ করিয়া বলে, ওহে আমার দরিদ্র দেহ! তোমার কি অতীত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা মনে পড়িতেছে? আজ তোমার পুত্র-কন্যা, পিতা-মাতা, ভাই-বন্ধু, ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি, পাড়া-পতিবেশীরা কোথায়? ইহ্জগতে তাহারা তোমার উপর সন্তুষ্ট ছিল আজ হইতে কেয়ামত পর্যন্ত তাহারা তোমার ও আমার জন্য ক্রন্দন করিতে থাকিবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মোমেন বান্দার মৃত্যু হইলে তাহার আত্মা একমাস পর্যন্ত তাহার ঘর দুয়ারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে যে, তাহার পরিত্যাক্ত ধন-সম্পত্তি তাহার পরিবার পরিজনেরা কিরূপে বণ্টন করিয়া লইতেছে এবং কিরূপে তাহার ঋণ পরিশোধ করিতেছে। এক মাসের পর হইতে এক বৎসর পর্যন্ত আত্মা দেহ ও কবরের মাঝে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখে কাহারা তাহার জন্য দোয়া করিতেছে এবং কাহারা তাহার জন্য চিন্তা করিতেছে।"

অতঃপর সিঙ্গায় ফুঁৎকার পর্যন্ত আত্মার স্থানে মোমেনদের আত্মা উঠাইয়া রাখা হয়। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ -

"কদরের রাত্রিতে পবিত্রাত্মা ও স্বর্গীয় দূতগণ তাদের প্রভুর নির্দশক্রমে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

এখানে রূহ অর্থ রহমত বা শান্তি যাহা বিশ্বাসী বান্দাদের উপর অবতীর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং রূহ্ বা রাওহুন উভয়ই হইতে পারে এবং তখন উহার প্রকৃত অর্থ এই হয় যে ফেরেশতাদের সহিত আত্মা বা আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হইয়া থাকে।

আরও বলা হইয়াছে যে, রূহ্ এক মহান স্বর্গীয় দূতের নাম যিনি মোমেনদের উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ করেন। যেমন আল্লাহ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰئِكَةُ صَفًّا -

"যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবন্ধভাবে দণ্ডায়মান হইবেন।"

অথবা রূহ্ অর্থ আদম সন্তানের আত্মা, বা রূহ্ অর্থ হযরত জিব্রাঈল (আঃ)। আর ও বলা হইয়াছে যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্রাত্মা আরশের নিম্ন হইতে কদরের রাত্রিতে পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়া তাহার প্রিয় বিশ্বাসী নর-নারীদিগকে সালাম ও আর্শীবাদ করিবার জন্য আল্লাহর নিকট অনুমতি কামনা করেন।

ইহাও বলা হইয়াছে যে, রূহ্ অর্থ মোমেন মুসলমান মৃতদের আত্মীয় পরিজনদের রূহ্ যাহারা প্রার্থনা করে, "হে প্রভু! আমাদিগকে স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাবর্তনপূর্বক স্বীয় পরিবার পরিজনদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে অনুমতি দান করুন।" আল্লাহর অনুমতি লাভ করিয়া তাহারা কদরের রাত্রিতে পূর্ব বাসস্থানে পদার্পন করে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, মৃত ব্যক্তিগণ ঈদের দিনে বা আশুরার দিবসে বা রাতে বা রজব মাসের প্রথম শুক্রবারে অথবা শাবান মাসের পঞ্চদশ রজনীতে কবর হইতে বাহির হইয়া স্বীয় পরিবার-পরিজনদের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া বলে, "হে আমার পরিবার-পরিজনগণ! অদ্য টাকা-কড়ি বা খাদ্য-দ্রব্য দান করিয়া আমার উপকার কর। আজ দরিদ্রের বেশে ইহাই তোমাদের নিকট কামনা করিতেছি। যদি দান-খয়রাতে অসমর্থ হও, তবে এই পবিত্র রজনীতে অন্ততঃ দুই রাকাত নামাজে আমার কথা স্মরণ কর।

অতঃপর আত্মা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করে, আহ! আমাদের জন্য কেহ কি দোয়া করিবার আছে? আমাদের নাম স্মরণকারী কি কেহ নাই! হে আমাদের গৃহের অধিবাসী, হে আমার সহধর্মিণীর পাণিগ্রহণকারী! হে আমার প্রশস্ত অট্টালিকার অধিবাসী! তোমাদের মধ্যে আমাদের সম্মানকারী ও রহমকারী কেহ আছে কি? আজ আমরা কবরে আবদ্ধ হইয়া আছি। হে আমাদের ধন-সম্পদ বণ্টনকারী ও পুত্রকন্যাদের অপদস্থকারী! তোমাদের মধ্যে আমাদের এই দুঃখ দুর্দশা ও অভাব অভিযোগের কথা ভাবিয়া দেখিবার মত কেহ নাই? আমাদের আমলনামা চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও যে তোমাদের আমলনামা উন্মুক্ত আছে। হে বন্ধুগণ! আমাদের তরে সামান্য রুটি দান করিতে বা দোয়া করিতে ভুলিও না। কেননা আমরা চির দারিদ্রতার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।" মৃত ব্যক্তি যদি কিছু দান-খয়রাত ও পুণ্য লাভ করিতে পারে, তবে সে আনন্দ ও উৎফুল্লের সহিত কবরে প্রবেশ করে, অন্যথায় নৈরাশ্য ও চিন্তিতাবস্থায় কবরে প্রত্যাবর্তন করে।

কথিত আছে যে, রূহ্ অন্তরে বা দেহ সংলগ্ন কোন স্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। ইহার প্রমাণ এই যে, কোন ব্যক্তি নির্মমভাবে প্রহৃত বা কঠিন যাতনায় মৃত্যুবরণ করে না। পক্ষান্তরে, অন্য ব্যক্তি সামান্য আঘাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহাতে বুঝা যায় যে, ঐ আঘাতের স্থানে রূহ্ তখন বিরাজ করিতেছিল,। সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, রূহ্ সব সময় দেহের বিস্তৃত স্থান জুড়িয়া অবস্থান করে না। আবার কখনও যদি রূহ্ সমস্ত দেহে বিরাজ করিতে থাকে, তবে মৃত্যু সমস্ত দেহে বিকাশ হইয়া থাকে। আল্লাহর বাণীই ইহার প্রমাণঃ

قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَأَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ -

"তুমি [হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বল, যিনি প্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই পুনঃজীবিত করিবেন।"

যদি রূহ ও রূহুয়ান-এর পার্থক্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তবে বলিব, উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নই। উহারা একই জিনিস; যেরূপ হাত-পা দেহ হইতে পৃথক জিনিস নহে। ইহারা দেহের সহিত যথাতথা গমনাগমন করিয়া থাকে। তবে প্রভেদ মাত্র এইটুকু যে, রূহ্ হরকত করে না এবং উহার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নাই। অধিকন্তু রূহুয়ান ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া থাকে। রূহের বহিষ্কারে মানবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আর রূহুয়ানের বহিষ্কারে বান্দা নিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়ে।। যেমন একটি স্থির জলপূর্ণ পাত্রে ছিদ্র পথে আলোকরশ্মি পতিত হইলে উহার ছায়া নাচিতে থাকে, ঠিক তেমনি রূহ্ বান্দার দেহে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার প্রতিবিম্ব আরশে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তখন বান্দা স্বপ্ন দেখিয়া থাকে; ইহাকে রূহুয়ান বলা হয়।

বান্দা যখন নিদ্রায় বিভোর হয়, তখন রুহুয়ান তাহার নাসিকা পথে আকাশে আরোহণ করে এবং আলমে মালাকুতে রূহের খেদমতে নিয়োজিত হয়। যদি বলা হয় যে, মোমেন বান্দার রূহ্ আকাশে আরোহণ করিয়া আত্মার স্থানে তাহার খেদমতে নিয়োজিত হয়। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, কাফেরের আত্মা তখন কাথায় থাকে? উত্তরে বলা হইয়াছে যে, কাফেরের আত্মাও আকাশে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিয়া তাকে, কিন্তু শয়তান কর্তৃক স্থিরকৃত হইয়া তাহারই সহিত বিচরণ করিতে থাকে।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, যখন আত্মা আকাশে আরোহণ করে, তখন দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ থাকে না কেন? উত্তরে বলা যাইবে যে, যদিও রূহ্ আলাদা হইয়া থাকে, কিন্তু জীবনী শক্তি ও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অবশিষ্ট থাকে। কেননা ইহারা রূহের অন্তর্গত নহে যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবেন আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন "মানব, দানব, ফেরেশতা ও শয়তান এই চারি সম্প্রদায় মাত্র রূহ্ বিশিষ্ট জীব। অন্যান্য প্রাণী বা জীবের মাত্র জীবনী শক্তি ও শ্বাস-প্রশ্বাস আছে, রূহ নাই।"

হযরত মোহাম্মদ ইবনে তিরমিযি (রাঃ) বলিয়াছেন, "রূহ্ দুই প্রকার একটি জীবনীশক্তি ও শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যটি নড়াচড়া ও চলাফেলা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। তাই নিদ্রার সময় চলশক্তি লোপ পাইয়া থাকে, কিন্তু শ্বাস- প্রশ্বাস ও জীবনীশক্তি কার্যরত থাকে। আত্মার স্থান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, রূহ্ কবজের পর উহা হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-এর সিঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাঁহার সিঙ্গায় হযরত আদম (আঃ) হইতে কেয়ামত পর্যন্ত সৃষ্ট জীবের সংখ্যানুপাতে ছিদ্র আছে। তথায় প্রবেশের পর পুরস্কার প্রাপ্তকে পুরস্কার এবং তিরস্কারপ্রাপ্তকে তিরস্কার করা হইবে।

কথিত আছে যে, মোমেন বান্দার আত্মা বেহেশতের মাঝে সবুজ পাখীর দেহে পুরিয়া রাখা হয়। আরও বলা হইয়াছে যে, মোমেন বান্দার রূহ কবজ হইবামাত্র রহমতের ফেরেশতা উহা অত্যন্ত যত্নের সাথে সপ্তাকাশে উঠাইয়া লইয়া যায়। তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে অতি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হয়, "হে ফেরেশতাগণ, তোমরা তাহার নাম ইল্লিন নামক মহাগ্রন্থে লিখিয়া তাহাকে পুনরায় দেহের সহিত মিশাইবার জন্য ভূ-মণ্ডলে প্রেরণ কর।" তদনুসারে ফেরেশতাগণ তাহার আত্মাকে কবর মাঝে দেহের সহিত মিশাইয়া দিয়া বেহেশতের দিকে একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। তদ্বারা সে স্বীয় স্বর্গাবাস দেখিতে দেখিতে কেয়ামত পর্যন্ত আরামে শুইয়া কাটায়।

পক্ষান্তারে কাফেরের আত্মা সংহার করিবামাত্র আজাবের ফেরেশতা উক্ত আত্মাসহ প্রথম আকাশে আরোহণ করিতে থাকে। তখনই আকাশের দরজা বন্ধ হইয়া যায়। আর বলা হয়, "হে ফেরেশতাগণ, তাহার পাপাত্মাকে তাহার দেহের সহিত মিশাইয়া দাও।" তদনুসারে ফেরেশতাগণ তাহার পাপাত্মাকে কবরে দেহের সহিত মিশাইয়া দোজখের দিকে একটি দরজা খুলিয়া দেয় তদ্বারা সে নরক মাঝে তাহার দুঃখাবাস দেখিতে দেখিতে কেয়ামত পর্যন্ত কোন প্রকারে অতিবাহিত করিবে। এ প্রসঙ্গে হযরত ফরমাইয়াছেন "মৃতেরা তোমাদের পদ্ধ্বনি বা জুতার আওয়াজ পর্যন্ত শুনিতে পায়, কিন্তু কিছুই বলিতে পারে না।

জনৈক আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, হুজুর, মৃত্যুর মানবাত্মা কোথায় অবস্থান করে?" প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে, নবীদের আত্মা মৃত্যুর পর জান্নাতুল আদনে এবং কবর মাঝে স্বীয় দেহের জন্য শোকাতুর ও আল্লাহর জন্য সেজদা করিয়া থাকে। শহীদদের আত্মা স্বর্গরাজ্যের মধ্যস্থলে জান্নাতুল ফেরদাউসে সবুজ পাখীর দেহে থাকে। আর তাহারা ইচ্ছানুযায়ী স্বর্গরাজ্যে উড়িয়া বেড়ায়। অতঃপর আরশের নিম্নস্থিত ঝুলন্ত ফানুশে আসিয়া বিশ্রাম করিয়া থাকে। মুসলিম শিশুদের আত্মা বেহেশতী চিড়িয়াদের দেহে মেশক পাহাড়ের নিকট কেয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করিয়া থাকে। মুশরিক ও মুনাফিকদের শিশুরা বেহেশতের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইবে। কেয়ামত পর্যন্ত তাহাদের নির্দিষ্ট কোন আবাস থাকিবে না। অতঃপর তাহারা মোমেনদের খেদমতে নিয়োজিত হইবে।

ঋণগ্রস্ত ও অন্যের হক গ্রাসকারী মোমেনদের আত্মা আকাশ ও বাতাসের মধ্যে ঝুলিতে থাকে। যে পর্যন্ত ঋণ বা অন্যের হক পরিশোধ না করা হয়, সে

পর্যন্ত তাহাদের আত্মা আকাশে উঠিতে পারে না, বা বেহেশতে গমন করিতে পারে না। পাপে হটকারী ফাছেক মুসলমানদের আত্মাকে কবর মাঝে দেহের সহিত শাস্তি প্রদান করা হয়। আর ধর্মদ্রোহী কাফের ও মোনাফেকদের আত্মাকে দোজখ মাঝে সিজ্জিন নামক স্থানে চিরকাল শাস্তির মধ্যে রাখা হয়।

কথিত আছে যে, রূহ্ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট সৃষ্টজীব। এজন্য খোদাতায়লাকে "জিরূহু" বলা যায় না কারণ নির্দিষ্ট স্থানে আল্লাহর বিরাজ করা অসম্ভব। আরও বলা হইয়াছে যে, রূহ অস্তিত্বহীন জীব, তবে দেহের অস্তিত্বের সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে।

হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে যে, ইহুদিগণ হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রূহ্ বা আত্মা, আসহাবে কাহাফ ও জুলকারনাইনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তাহাদের প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ পাক সূরায়ে কাহাফ অবতীর্ণ করেন। উক্ত সূরায় আত্মা সম্বন্ধে আল্লাহ বলিয়াছেন, "হে নবী, ইহুদিগণ আপনাকে রূহ্ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, উত্তরে আপনি বলুন যে, 'রূহ আমার প্রভুর হুকুমে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।' অর্থাৎ রূহ্ সম্বন্ধে আমি অজ্ঞাত, আল্লাহই সে সম্বন্ধে ভাল জানেন।" ইহাও বলা হইয়াছে যে, রূহ সৃষ্টিজীব নহে বরং উহা আল্লাহর আদেশ বা বাণী মাত্র। রূহ্ আল্লাহর 'কুন' শব্দ হইতে হইয়া থাকে।

আল্লাহর আদেশ দুইভাগে বিভক্ত। এক প্রকার আদেশকে আমরে এল্‌জমি বলা হয়। নামাজ-রোজা ইত্যাদি উপাসনার আদেশসমূহ এ জাতীয় আদেশের অন্তর্গত। অন্য প্রকারকে আমরে তাকবীন্ বলে। যেমন আল্লাহ্ বলিবেন, তোমরা পাথর বা লৌহ বা অন্য কোনও বস্তুতে পরিণত হইয়া, যাও। আল্লাহর হুকুম এমনি যে, যখন তিনি কিছু সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি শুধু বলেন, "হইয়া যাও। তখনই তারা হইয়া যায়।" যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ

نَزَلَ بِهِ رُوْحُ الْاَمِيْنُ ـ

"রুহুল আমিন মাধ্যমে কোরআন পাক অবতীর্ণ করিয়াছেন।"

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ الْمَلٰئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ـ

"যেদিন রূহ ও ফেরেশ্‌তাগণ নির্বাক সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিন্তু যাহারা সদয় প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইবেন এবং সত্য বলিবেন, তাঁহারাই সুপারিশ করিতে পারিবেন।"

এখানে রূহ অর্থ হজরত জিব্রাঈল বা এক মহান ফেরেশতা যিনি একাই কাতারবন্দি হইয়া দাঁড়াইবেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন, যখন আদম (আঃ) এর সৃষ্টি সমাপ্ত করিলাম এবং আমার রূহ্ তন্মধ্যে ফুকিলাম," এ রূহের অর্থ সৃষ্টির সম্মান দান করিলাম।' যেমন বলা হয়, নাকাতুল্লাহ্ বা আল্লাহর উষ্ট্রি ও বাইতুল্লাহ্ বা আল্লাহর ঘর। উল্লেখিত সম্বন্ধও তেমনি অর্থে হইয়া থাকে। আল্লাহ্ আরও এরশাদ করিয়াছেন, "আমরা বিবি মরিয়মের বক্ষস্থলে আমাদের রূহ্ ফুঁকিয়া দিলাম।" এ সম্মন্ধেও পূর্বোল্লিখিত সম্মানাত্মক সম্বন্ধের অন্তর্গত। ইহাও বলা হইয়োছে যে, আমরা মরিয়মের প্রতি হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর রূহ ফুঁকিয়াছি।" এজন্যই হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর রূহ বলা হইয়া থাকে।

শিঙ্গায় ফুঁৎকার, পুনরুত্থান ও হাসরের বর্ণনা

হযরত ইস্রাফিল (আঃ) সিঙ্গার তত্ত্বাবধায়ক। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা লৌহে মাহ্ফুজকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্বের সপ্তগুণ প্রশস্ত শুভ্র মণিমুক্তা দ্বারা সৃষ্টি করিয়া আরশের সহিত ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। কেয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে, সমুদয়ই উহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-এর মাত্র চারিটি পাখা আছে। প্রথমটি মাশরেক, দ্বিতীয়টি মাগরেবে প্রলম্বিত রহিয়াছে। তৃতীয়টির উপর তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত আছেন। চতুর্থটি দ্বারা তিনি আল্লাহর ভয়ে স্বীয় মুখমণ্ডল ও মস্তক ডাকিয়া রাখিয়াছেন। আল্লাহর ভয়ে তিনি এতই লজ্জিত ও ভীত যে, স্বীয় পাখায় মস্তক ঢাকিয়া আরশের থাম বুকে জড়াইয়া, অবনত মস্তকে পড়িয়া রহিয়াছে এবং আল্লাহর ভয়ে তিনি ক্ষুদ্র পাখীর তুল্য ছোট হইয়া থাকেন।

আল্লাহ পাক যখন লোহে মাহফুজে (সুরক্ষিত ফলকে) কোন আদেশ-নিষেধ জারী করেন, তখন তিনি স্বীয় মুখের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন। হযরত ইস্রাফিল (আঃ) অন্যান্য ফেরেশতাকুল হইতে আরশের অতি নিকটে আছে। তথাপি তাহার ও আরশের মধ্যে সত্তর হাজার আরবণ আছে এবং একটি হইতে অপরটির দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথের সমান। তদ্রূপ হযরত ইস্রাফীল (আঃ) ও হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর মধ্যে সত্তর সহস্র আবরণ রহিয়াছে এবং দুই আবরণের দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের সমান। তিনি তাঁহার দক্ষিণ উরুর উপর সিঙ্গা রাখিয়া উহার অগ্রভাগ মুখে করিয়া আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় তাকাইয়া আছেন।

আল্লাহর আদেশ পাইবামাত্র উহাতে তিনি সজোরে ফুঁৎকার দিবেন। দুনিয়ার মেয়াদ যখন ফুরাইয়া আসিবে, তখন উহা তাঁহার ললাটের নিকটবর্তী হইবে। অতঃপর তিনি আল্লাহর আদেশক্রমে স্বীয় পাখাগুলি শরীরের উপর একত্রিত করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে সিঙ্গা বাজাইবেন। তখন হযরত আযরাঈল (আঃ) সপ্ত জমীনের নিম্নে একহাত ও সপ্তহাকাশের উপর অন্য হাত রাখিয়া উহাদের অধিবাসীদের আত্মা সংহার করিবেন। অবশেষে ভূমণ্ডলে ইবলিস লা'ইন ও আকাশমণ্ডলে হযরত জিব্রাঈল (আঃ), হযরত মিকাইল (আঃ), হযরত ইস্রাফিল, (আঃ) ও হযরত আযরাঈল (আঃ) আর আল্লাহ্ যাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহারা ব্যতীত আর সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاۤءَ اللّٰهُ ـ

"এবং সিঙ্গা ফুঁৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলের সকলেই বেহুশ হইয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাদিগকে ইচ্ছা করিবেন, তাহারা নিরাপদে থাকিবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-এর সিঙ্গাকে চারি শাখা বিশিষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সিঙ্গার দুই শাখা পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত রহিয়াছে। তৃতীয় শাখা সপ্ত জমিনের নিম্নে ও চতুর্থ শাখা সপ্তাকাশের উর্ধ্বে অবস্থিত। উহাতে আত্মার প্রকারানুসারে বহু সংখ্যক ছিদ্র আছে; যেমন নবীগণের আত্মার জন্য একটি, জ্বীনদের আত্মার জন্য একটি, মানবাত্মার জন্য একটি শয়তানের জন্য অন্য একটি, এতদ্ব্যতীত জীব-জানোয়ার, পোকা-মাকড় এমন কি মশা-মাছির জন্যও এক একটি ছিদ্র আছে। হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-কে আল্লাহ পাক উক্ত কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তিনি অহরহ সিঙ্গা মুখে করিয়া আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহ্ হুকুম করিবামাত্র তিনি সজোরে তাহার সিঙ্গা বাজাইবেন।

হযরত ইস্রাফীল (আঃ) তিনবার সিঙ্গায় ফুঁৎকার দিবেন। প্রথম ফুঁৎকারে সকল সৃষ্টজীব ভীত ও আতঙ্কিত হইবে। দ্বিতীয় ফুঁৎকারে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। তৃতীয় ফুঁৎকারে সকলেই পুনরুত্থান করিবে। হযরত হোজাইফা (রাঃ) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করিবেন , হে আল্লাহর রাসূল! সিঙ্গার ফুঁৎকারে মানুষের অবস্থা কিরূপ হইবে?" উত্তরে হুজুর ফরমাইলেন, 'হে হোজাইফা! আমার আত্মা যাহার হাতে তাঁহার কসম। সিঙ্গা ফুঁৎকার দেওয়া মাত্রই কেয়ামত হইয়া যাইবে। তখন অবস্থা এমন হইবে যে, মুখের কাছে উঠানো লোকমা ভক্ষণ করার অবসর হইবেনা–উহা হাত হইতে পড়িয়া যাইবে। পরিধেয় বস্ত্র সম্মুখে মওজুদ থাকিবে সত্য, কিন্তু পরিধান করিবার শক্তি ও সাহস হইবে না, পানিপাত্র সম্মুখে থাকিলেও উহা হইতে পানি পান করা সম্ভব হইবে না।

সিঙ্গা ফুঁৎকারে সৃষ্টজীবের অস্থিরতা

হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-এর প্রথম ফুঁৎকারের প্রচণ্ড আওয়াজে সমুদয় প্রাণী অস্থির হইয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহ্ যাহাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহারা অস্থির হইবে না। প্রথম ফুঁৎকারেই পাহাড়-পর্বতগুলি উড়িয়া যাইবে, আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নদীবক্ষে আন্দোলিত তরণীর ন্যায় কম্পিত ও আন্দোলিত হইতে থাকিবে। গর্ভবতীরা গর্ভপাত করিবে। এমনকি মাতা তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুর কথা ভুলিয়া যাইবে। তখন শয়তানগণ ইতস্ততঃ পলাইতে আরম্ভ করিবে, আর নক্ষত্ররাজি তাহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হইবে। আর চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগিয়া যাইবে ও তাহাদের উপর আকাশকে টানিয়া দেওয়া হইবে আর বালক বৃদ্ধে পরিণত হইয়া যাইবে। যেমন আল্লাহ এরশাদ করিয়াছে ঃ

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ -

"নিশ্চয়ই প্রলয় কম্পন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর জিনিস। এ অবস্থা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা আল্লাহর রাসূল এই আয়াত পাঠ করিলেন যে–"হে মানবমণ্ডলী, তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, নিশ্চিয়ই কেয়ামতের কম্পন অতি ভীষণ জিনিস।" অতঃপর তিনি সাহাবাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অবস্থা কখন হইবে বলিতে পার? সহাবাবৃন্দ আরজ করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল অধিকতর জ্ঞানী। তিনি বলিলেন, এ অবস্থা ঐ দিন হইবে, যেদিন আল্লাহপাক হযরত আদম (আঃ)-কে ডাকিয়া বলিলেন, হে আদম, উঠ এবং তোমার পাপী সন্তানদিগকে দোজখে পাঠাইয়া দাও। তখন হযরত আদম (আঃ) আরজ করিবেন, হে প্রভু, প্রতি সহস্র হইতে কত হারে প্রেরণ করিব? আল্লাহ্ বলিবেন, "হে আদম, প্রতি সহস্র হইতে একজনকে বেহেশতের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট নয় শত নিরানব্বইজনকে দোজখে প্রেরণ কর। একথা সাহাবাদের নিকট কঠিন বলিয়া মনে হইল। তাই তাঁহারা বিষণ্ন অন্তরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রতি আরজ করিয়া সাহাবাদিগকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি আশা করি, নিশ্চয়ই তোমরা এক চতুর্থাংশ বেহেশতী হইবে।" তিনি পুনরায় বলিলেন,

"আমি আশা করি, তোমরা নিশ্চয়ই অর্ধাংশ জান্নাতী হইবে।" এতদশ্রবণে সাহাবীবৃন্দ সন্তুষ্ট হইলেন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, তোমরা অন্যান্য উম্মতের তুলনায় একপাল উটের মধ্যে একটি বকরীতুল্য হইবে এবং তোমরাই সহস্রের মধ্যে একজন হইবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ পাক তাহার একশত রহমতের একাংশ মাত্র জগতের মানব-দানব, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখী ইত্যাদিকে দান করিয়াছেন।" এই একাংশের ফলেই তাহারা পরস্পরে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতা ও ভালবাসিয়া থাকে। অধিকন্তু আল্লাহ পাক তদীয় অবশিষ্ট নিরানব্বই রহমত দ্বারা কাল কেয়ামত দিবসে তাঁহার বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিবেন।

অতঃপর আল্লাহ পাক হযরত ইস্রাফিল (আঃ)-কে মৃত্যুর জন্য সিঙ্গা বাজাইতে আদেশ করিবেন। আর অমনি তিনি 'হে উলঙ্গ আত্মাসকল! যথাশীঘ্র প্রভুর হুকুমে বাহির হইয়া পড়' বলিয়া সজোরে সিঙ্গায় ফুঁৎকার দিবেন।

আর তখনই আকাশমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সকলেই মুর্ছিত হইয়া মৃত্যুর দুয়ারে ঢলিয়া পাড়িবে। কিন্তু শহীদগণ আল্লাহর ইচ্ছায় রক্ষা পাইবে। যেমন আল্লাহ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ -

"এবং যাহারা আল্লাহর পথে নিহত হইয়াছে, তাহাদিগকে মৃত বলিয়া ধারণা করিও না, বরং তাহারা তাহাদের প্রভুর নিকট জীবিত থাকিয়া উপজীবিকা ভোগ করিতেছে।"

হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ পাক্ শহীদদিগকে পাঁচটি বিশিষ্ট সম্মান দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটিও নবীদিগকে দান করেন নাই।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

১। সকল শহীদদের আত্মা স্বয়ং আল্লাহ পাক্ কবজ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি সহ সকল নবীদের আত্মা যমদূত কর্তৃক কবজ হইয়া থাকে।

২। সকল নবীকে মৃত্যুর পর গোসল দিতে হয়, এমন কি আমাকেও গোসল দিতে হইবে। কিন্তু শহীদদিগকে গোসল দিতে হয় না।

৩। আমি সহ সকল নবীকেই ভিন্ন কাফন দিতে হয়, কিন্তু শহীদগিকে অন্য কাফন দিতে হয় না।

৪। আমি সহ সকল নবীকে মৃত নামে আখ্যায়িত করা যাইতে পারে (যেমন বলা হইবে মুহাম্মদ ইন্তিকাল করেছে), কিন্তু শহীদদিগকে মৃত বলা যায় না।

৫। আমি সহ সকল নবীই নিজ নিজ উম্মতের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করিবেন, কিন্তু শহীদগণ কাল্ কেয়ামত দিবসে সকল উম্মতের জন্য সুপারিশ করিবে।

কথিত আছে যে, আল্লাহ পাক্ কেয়ামত দিবসে বার ব্যক্তিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবেন। তাহারা ঃ ১। হযরত জিব্রাঈল (আঃ), ২। হযরত মিকাঈল (আঃ), ৩। হযরত আযরাঈল (আঃ), ৪। হযরত ইস্রাফীল (আঃ) ও (৫-১২) আরশ বহনকারী আটজন ফেরেশতা। তখন বিশ্বজগতে দানব-মানব, জ্বিন ইনসান, পশু-পাখী বলিতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না।

অতঃপর আল্লাহ পাক্ যমদূতকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন, "হে মালেকুল মউত, আমি তোমার জন্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ব্যক্তিগণের তুল্য সাহায্যকারী সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাকে সপ্তাকাশ ও জমীনের প্রাণীদের তুল্য শক্তি দান করিয়াছি। অদ্য তোমাকে গজবের ও ক্রোধান্বিত পোশাকে সজ্জিত করিতেছি। যাও, এখনই ইবলিসের উপর ভীষণভাবে আক্রমণ চালাইয়া এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানব-দানবের দ্বিগুণ চতুর্থগুণ যাতনা সহকারে তাহার আত্মা সংহার করিয়া আন। তোমার সহিত সত্তর সহস্র নরকবানকে লাজা নামক নরক হইতে সত্তর সহস্র জিঞ্জির সঙ্গে লইতে বল।

অতঃপর যমদূতের আদেশক্রমে নরকের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইবে এবং সত্তর হাজার দোজখবান তৎসংখ্যক শৃঙ্কল লইয়া তাহার সম্মুখে হাজির হইবে। তখন যমদূত এমন ভয়ঙ্কর মূর্তিতে অবতীর্ণ হইবেন যে, যদি সপ্তাকাশ ও জমীনের অধিবাসী সে অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে পাইত, তবে সকলে তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইত।

যমদূত ইবলীস লইনকে দেখিবামাত্র এমন জোরে ধমক দিবেন যে, সে তাহাতেই মূর্ছিত হইয়া পড়িবে এবং বিকট শব্দ করিতে থাকিবে। যদি জগদ্বাসী আকাশবাসী উহার বিকট শব্দ শুনিতে পাইত, তবে তাহারা মূর্ছিত হইয়া পড়িত

অতঃপর হযরত মালেকুল মউত তাহাকে ধমকাইয়া বলিবেন, "হে খবীছ! একটু দাঁড়াও, এখনই তোকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাইতেছি। তুই বহুদিন জীবিত ছিলি এবং বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছিলে।"

এতদ্‌শ্রবণে সে পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে ছুটিয়া পালাইবে। পুনঃ সে পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে গিয়া আত্মগোপন করিতে চাহিবে। কিন্তু এবারও যমদূতকে সম্মুখে দেখিতে পাইবে।

অবশেষে নিরাশ হইয়া পৃথিবীর মধ্যস্থলে হযরত আদম (আঃ)-এর কবর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে বলিবে "হে আদম! আমাকে তোমারই উছিলায় অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। এমনকি, আমাকে আল্লাহ্ তাঁহার রহমত হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছেন।" তিনি বলিবেন, "হে খবীছ ইবলিস্ অগ্নিশিখার পাত্র ও সায়ীর নামক জাহান্নামের আজাব দ্বারা তোর পাপাত্মাকে বধ করিব।"

অতঃপর ইবলিস পুনঃ পুনঃ মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিবে। তখনই দোজখবানগণ চতুর্দিক হইতে কালালিবের অস্ত্রদ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া এবং তীর ও বর্শাঘাতে তাহাকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিবে। অবশেষে ইবলীস জানকান্দানীর ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুর দুয়ারে ঢলিয়া পড়িবে।

সৃষ্ট বস্তুর লয়প্রাপ্তির বিবরণ

প্রাণীজগতের ধ্বংস কার্য সমাপ্ত হইলে আল্লাহ পাক প্রথমতঃ পানিরাশি ধ্বংস করিবার জন্য যমদূতকে আদেশ করিবেন। যেমন আল্লাহ এরশাদ করিয়াছেন ঃ "তাহার স্বীয় জাতপাক্ ভিন্ন সমুদয় বস্তুই লয়প্রাপ্ত হইবে।"

তাই যমদূত পানিরাশিকে বলিবেন, হে পানিরাশি! তোমাদের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তোমরা লয়প্রাপ্ত হইয়া যাও! পানিরাশি আর্তনাদ করিবার জন্য অনুমতি কামনা করিবে। অনুমতিক্রমে তাহারা পরস্পর আর্তনাদ করিয়া বলিবে, "হে আমাদের তরঙ্গরাজি ও অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ, তোমরা কোথায়? আল্লাহ তোমাদের লয়প্রাপ্তির আদেশ জারী করিয়াছেন। সুতরাং তোমরা ধ্বংস হইয়া যাও!" অতঃপর যমদূত অতি উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিবে, আর অমনি সমস্ত পানিরাশি উধাও হয়ে যাইবে। মনে হইবে যেন কখনো পৃথিবীতে কোনো পানি ছিল না।

এবার পর্বতমালার নিকট আসিয়া বলিবে, হে পর্বতরাজি! তোমাদের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়েছে। সুতরাং তোমরাও লয়প্রাপ্ত হও। পর্বতসমূহ আর্তনাদ করিয়া বলিবে "কোথায় আমার উচ্চতা, কোথায় আমার শক্তি-সামর্থ? নিশ্চয়ই যমদূত পর্বত প্রান্তে উচ্চৈস্বরে গর্জন করিবে, আর অমনিই সমস্ত পর্বতমালা অগ্নিস্পর্শে সীসার ন্যায় বিগলিত হইয়া যাইবে।

অতঃপর যমদূত ভূমণ্ডলকে বলিবে, হে পৃথিবী! তোমার সময় শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আল্লাহর আদেশে লয়প্রাপ্ত হও। ভূমণ্ডল আর্তনাদ করিবার অনুমতি যাঞ্ছা করিবে, আর অনুমতি লাভ করিয়া বলিবে, "হে আমার সঞ্চিত ধন-রাজি, বৃক্ষরাজি, নদ-নদী ও বিভিন্ন শাক্-সব্জি, তোমরা আজ কোথায়?" অতঃপর যমদূত ভূমণ্ডলে ভীষণ গর্জন করিবে। আর তখনি ভূমণ্ডল ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। ফলে তুষ্ট দেওয়ালগুলি ধ্বসিয়া পড়িবে ও পানিরাশি ভূগর্ভে প্রবেশ করিবে।

অবশেষে যমদূত নভোমণ্ডলে আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করিবামাত্র চন্দ্র-সূর্যে পূর্ণ গ্রহণ লাগিয়া যাইবে এবং তারকারাজি ঝরিয়া পড়িবে। ইহার পর আল্লাহ্ পাক যমদূতকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে মালেকুল মউত! বলত সৃষ্টজীবে আর কাহারা এখনও অবশিষ্ট রহিল।"

মালেকুল মউত উত্তরে বলিবেন, "হে খোদা! তুমি চিরজীবি ও চিরস্থায়ী। তোমা ভিন্ন হযরত জিব্রাঈল (আঃ), হযরত মিকাঈল (আঃ) আরশবাহিগণ এবং এ অধম বান্দা অবশিষ্ট আছে।" তখন আল্লাহ এরশাদ করিবেন, "হে যমদূত! তুমি কি আমার বাণী শ্রবণ কর নাই যে, প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিবে? তুমিত আমারই সৃষ্টজীব। কাজেই তোমাকেও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।" অতঃপর যমদূত হযরত জিব্রাঈল (আঃ) প্রমুখের রূহ কবজ করার পর স্বয়ং স্বীয় আত্মা সংহার করিয়া মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করিবে।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আজরাঈল (আঃ)-কে বলিবেন, "হে যমদূত! যাও, তুমি বেহেশত ও দোযখের মধ্যস্থলে মৃত্যুবরণ কর।" তখন আল্লাহ্ তায়ালা' ব্যতীত আর কেহই জীবিত থাকিবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছানুসারে বহুকাল যাবৎ প্রাণীজগত ও সমুদয় বস্তু লুপ্তাবস্থায় থাকিবে, অর্থাৎ আল্লাহ ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না।

প্রাণী জগতের পুনরুত্থানের বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ তায়ালা প্রাণী জগতের পুনরুত্থানের ইচ্ছা করিবেন, তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ), হযরত মিকাঈল (আঃ), হযরত ইস্রাফীল (আঃ) ও হযরত আজরাঈল (আঃ)-কে জীবিত করিবেন। জীবিত হইয়া হযরত ইস্রাফিল (আঃ) আরশের উপর হইতে শিঙ্গা তুলিয়া লইবেন। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁহাদিগকে বেহেশতের তত্ত্বাবধায়ক রেদ্ওয়ানের নিকট যাইতে বলিবেন। তাঁহারা গিয়া বলিবেন, "হে রেদ্ওয়ান! আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক স্বর্গরাজ্যকে মুহাম্মদ ও তাঁহার মুমীন উম্মতদের নিমিত্ত্ব সুসজ্জিত কর।" তৎপর তাঁহারা বেহেশত হইতে একটি মোবারক (স্বর্গীয় যান), লেওয়ায়ে হাম্দ (প্রশংসার পতাকা ও দুইটি হোল্লা (স্বর্গীয় পরিচ্ছেদ) লইয়া আসিবেন।

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোরাকই প্রথম জীবিত হইবে। আল্লাহ পাক তাঁহাদিগকে বোরাক সজ্জিত করিতে আদেশ করিবেন। তাই তাঁহারা লোহিত ইয়াকুতে আবৃত জ্বিনপোষ ও সবুজ জ্বিনপোষ, জবরজদে নির্মিত লাগাম এবং সবুজ ও হলুদ দুইটি হোল্লায় উহাতে সজ্জিত করিবেন। তারপর উহাকে হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র রওযার নিকট হাজির করিতে বলিবেন। কিন্তু তাঁহারা বিস্তীর্ণ সমতল ধরাপৃষ্টে রওযা শরীফ নির্ণয় করিতে পারিবেন না। তখনই হঠাৎ পবিত্র নূরে মোহাম্মদী পবিত্র রওযা হইতে আকাশের প্রান্ত পর্যন্ত স্তম্ভাকারে প্রকাশিত হইবে। এতদ্দর্শনে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-কে বলিবেন, "হে ইস্রাফীল! আপনিই হযরতকে সম্বোধন করুন। কেননা, আপনা কর্তৃকই সমুদয় প্রাণীজগত পুনঃ জীবিত হইবে।" হযরত ইস্রাফীল (আঃ) বলিবেন, "হে জিব্রাঈল! আপনিই তাঁহাকে সম্বোধন করুন। কারণ ইহজগতে আপনি তাঁহার বন্ধু ছিলেন।" তিনি লজ্জাবোধ করিবেন বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন। অতঃপর হযরত ইস্রাফীল (আঃ) হযরত মিকাঈল (আঃ)-কে বলিবেন, "আপনি হযরতকে পুনরুত্থানের জন্য সম্বোধন করুন।" তখন হযরত মিকাঈল (আঃ) বলিবেন, আসালামু আলাইকুম ইয়া মোহাম্মদু।" কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া যাইবে না। অতঃপর সকলে হযরত আজরাঈল (আঃ)-কে ডাকিতে বলিবেন। তখন তিনি ডাকিয়া বলিবেন, "হে পবিত্রাত্মা! পবিত্র দেহে প্রত্যাবর্তন করুন।" এবারও কোন উত্তর মিলিবে না।

অবশেষে হযরত ইস্রাফীল (আঃ) উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন, "হে পবিত্রাত্মা! হিসাব-নিকাশ ও আল্লাহর দীদারের (সাক্ষাৎ) নিমিত্ত উঠিয়া আসুন।" হঠাৎ রওযা শরীফ ফাটিয়া যাইবে। তন্মধ্যে বসিয়াই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মস্তক ও শ্মশ্রু মোবারকের ধূলিরাশি ঝাড়িতে আরম্ভ করিবেন। আর হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) তাঁহাকে হোল্লা পরিধান করিতে ও বোরাকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিবেন। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিব্‌রাঈলকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "বলত বন্ধু, আজ কোন্ দিন? তিনি আরজ করিবেন, আজ লজ্জা, গ্লানি, পরিতাপ ও তিরস্কারের দিন। আজ মিলন ও বিচ্ছেদের দিন।"

পুনঃ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিবেন "হে বন্ধু! আমাকে সুসংবাদ জ্ঞাপন করুন। নতুবা আমি গাত্রোত্থান করিব না। হযরত জিব্‌রাঈল হযরতকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাক, লেওয়ায়ে হাম্‌দ ও স্বর্গীয় মুকুটের কথা বলিবেন। কিন্তু হযরত বলিবেন, "হে বন্ধু! আমি এ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছি না। বরং আমি আমার পাপী উম্মতদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি কি তাহাদিগকে পুলছিরাতের উপর রাখিয়া আসিয়াছ?" হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) বলিবেন, "হে মোহাম্মদ! খোদার কসম, এ যাবত পুনরুত্থানের বীণাও বাজাই নাই।" এতদ্‌শ্রবণে হযরত বলিলেন, "এখন আমার আত্মা প্রবোধ মানিয়াছে এবং চক্ষু স্থির হইয়াছে।" তারপর তিনি তাজ ও হোল্লা পরিধান করিয়া বোরাকে আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইবেন।

স্বর্গীয় বাহন বোরাকের বর্ণনা

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বোরাক দুই পাখা বিশিষ্ট এক প্রকার স্বর্গীয় জানোয়ার। উহা ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডলে উড়িতে পারিবে। উহার মুখমণ্ডল মানুষের মুখের মত হইবে। উহা আরবী ভাষায় কথোপকথন করিবে। উহার মুখ খুব প্রশস্ত এবং শিং অত্যন্ত পুরু হইবে। কিন্তু কর্ণদ্বয় অতি সূক্ষ্ম ও সবুজ জবরজেদ নির্মিত হইবে। উহার নেত্রদ্বয় অতি কৃষ্ণ হইবে, কিন্তু তারকার ন্যায় উজ্জ্বল চকচকে হইবে। উহার লেজটি গাভীর লেজের ন্যায় লোহিত স্বর্ণখচিত হইবে। উহার দেহাকৃতি গরু বা ময়ূরের মত এবং আকৃতিতে গর্দভ হইতে বড় ও খচ্চর হইতে ছোট হইবে। বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতগামী হইবে বলিয়া উহাকে বোরাক বা বিদ্যুত বলা হইবে।

হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলে উহা ইতস্ততঃ নড়াচড়া আরম্ভ করিবে আর বলিবে, "আমার প্রভুর মান ইজ্জতের কসম! আমি হাশেমী কোরায়েশী ও আবতায়ী বংশীয় নবী–আবদুল্লাহ্‌র পুত্র হযরত মোহাম্মদকে ছাড়া আর কাহাকেও আমার উপর আরোহণ করিতে দিব না।" তখন হযরত বলিবেন, "হে বোরাক! আমিই সেই হাশেমী, আবতায়ী কোরায়েশী মোহাম্মদ।"

অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাতে আরোহণ করিয়া আরশের নিম্নে পৌঁছিয়া অবনত মস্তকে সেজদায় পড়িয়া থাকিবেন। আল্লাহ্ পাক তাহাকে ডাকিয়া বলিবেন, হে মোহাম্মদ! আপনি মস্তক উত্তোলন করুন। কারণ আজ সেজদা করিবার দিন নহে। আজ হিসাব-নিকাশের ও পাপ-পুণ্যের বিনিময়ে দোজখ-বেহেশত লাভের দিন। আপনি মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বীয় উম্মতের নিমিত্ত সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ মনজুর করা হইবে। অতঃপর হযরত আরজ করিবেন, হে প্রভু! তোমার ইজ্জতের কসম, আমি শুধু আমার উম্মতের জন্যই শুপারিশ করিব।" আল্লাহ্ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিবেন, "হে মোহাম্মদ! তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট থাক, তাহাই করিব এই মর্মে আল্লাহ পাক্ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى -

"এবং অবশ্যই তোমার প্রভু তোমাকে অচিরে এমন সম্পদ দান করিবেন, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইবে।"

অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা আকাশকে প্রবল ধারায় বারিবর্ষণ করিতে বলিবেন। আর তখন হইতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত একাধারে বৃষ্টি বর্ষিত হইবে। উহাতে প্রত্যেক বস্তুর উপর বার হাত পুরু পানি জমিয়া যাইবে। সে পানি দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা সমুদয় জীবকে রবিশস্যের মত তাড়াতাড়ি পূর্ণ আকৃতি দান করিবেন। তৎপর আল্লাহ্ পাক আকাশমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে জড়াইয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবেন, "(বলত,) আজিকার বাদশাহী কাহার? কিন্তু কেহই কোন উত্তর দিবে না। পুনঃ পুনঃ তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াও যখন কোন উত্তর পাওয়া যাইবে না, তখন তিনিই, স্বয়ং ঘোষণা করিবেন, একমাত্র পরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য!" আর বলিবেন, "আজ সেই অহঙ্কারী রাজা বাদশাহরা কেথায়? আর উহারাই বা কোথায় যাহারা আমা-প্রদত্ত পদ ও খাদ্য-দ্রব্য ভোগ করা সত্ত্বেও আমা ভিন্ন অন্যের উপাসনা করিয়াছে?"

অতঃপর পর্বতমালা কার্পাসের মত উড়িয়া যাইবে। আর ভূপৃষ্ঠকে আল্লাহ পরিবর্তন করিয়া উহাতে স্বর্গোদ্যান রচনা করিবেন ও শুভ্র রৌপ্যের মত করিয়া বেহেশতে রূপান্তরিত করিবেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে তিনি বলিয়াছেন, "আমি একদা আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যেদিন ভূপৃষ্ঠ পরিবর্তিত হইবে, সেদিন মানুষ কোথায় অবস্থান করিবে? তিনি ফরমাইলেন, হে আয়েশা! তুমি একটি জটিল প্রশ্ন করিয়াছ। এ সম্বন্ধে আমাকে আর কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই। হে আয়েশা, জানিয়া রাখ! সেদিন মানব পুলছিরাতের উপর অবস্থান করিবে।'

পুনরুত্থানের নিমিত্ত শিঙ্গায় ফুৎকারের বিবরণ

অতঃপর আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইস্রাফীল (আঃ)-কে পুনরুত্থানের নিমিত্ত শিঙ্গা বাজাইতে আদেশ করিবেন। তৎক্ষণাৎ তিনি অতি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবেন, "হে পরিত্যক্ত আত্মা সকল, হে গলিত অস্থিপুঞ্জ ও দেহসমূহ, হে কর্তিত শিরা উপশিরাসমূহ, হে বিচ্ছিন্ন চামড়ারাজি ও পতিতসমূহ, তোমরা হিসাব-নিকাশ ও মীমাংসার নিমিত্ত এখনই গাত্রোত্থান কর।" তখনই সকলে উঠিয়া পড়িবে। কবর হইতে পুনঃ জীবন লাভ করিয়া তাহারা আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবর্তিতাবস্থায়, পাহাড় ও পর্বত শ্রেণীকে পরিচালিতাবস্থায়, গর্ভবতী উষ্ট্রিগুলিকে পরিত্যাক্তবস্থায়, বন্য হিংস্র জন্তুগুলিকে একত্রিত অবস্থায়, সাগর মহাসাগরগুলিকে শুষ্কাবস্থায়, আত্মাগুলিকে দেহের সহিত মিলিতাবস্থায়, আজাবের ফেরেশতাদিগকে উপস্থিতাবস্থায় দেখিতে পাইবে।

সেদিন যে যে আমল করিয়াছে, সবই বুঝিতে ও অনুমান করিতে পারিবে। আল্লাহ যেমন এরশাদ করিয়াছেন ঃ

قَالُوْا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ـ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ـ

"পাপিগণ সেদিন বিলাপ করিয়া বলিবে, 'আহা! আমাদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য–আজ কে আমাদিগকে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া জাগাইয়া তুলিল' (এতদ্শ্রবণে মোমেনগণ বলিবে), 'পরম করুণাময় এই অঙ্গীকারই করিয়াছিলেন এবং পয়গাম্বরগণ সত্যই বলিয়াছিলেন'।"

অতঃপর সকলে খালি পায়ে ও উলঙ্গাবস্থায় কবর হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

একদা কেহ হযরতকে এই আয়াতের অর্থ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,

يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ اَفْوَاجًا ـ

"যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে, সেদিন তোমরা দলে দলে আগমন করিবে।"

এতদশ্রবণে হযরত এত বেশী ক্রন্দন করিলেন, যে অশ্রুতে তাঁহার বস্ত্র পর্যন্ত ভিজিয়া গেল। অতঃপর তিনি ফরমাইলেন, "হে প্রশ্নকারী! তুমি অতি জটিল প্রশ্ন করিয়াছ। তবে শুন, কেয়ামত দিবসে আমার উম্মত দ্বাদশ দলে বিভক্ত হইয়া পুনরুত্থান করিবে।

১। যাহারা মানব সমাজে গোলযোগ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদিগকে বানরাকৃতিতে হাশর মাঠে উঠানো হইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ -

"এবং গোলযোগ হত্যা হইতেও জঘন্যতর।" হযরত ফরমাইয়াছেন ঃ "ফাসাদ বা গোলযোগ সৃষ্টি করা জিনা হইতেও জঘন্যতর।"

২। যাহারা হারাম বা নিষিদ্ধ খাদ্য দ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন করিয়াছে, তাহাদিগকে শূকরাকৃতিতে হাশরের মাঠে উঠানো হইবে।

৩। যাহারা ন্যায়ের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া রায় প্রদান করিয়াছে অর্থাৎ ন্যায় বিচার করে নাই, তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া হাশর মাঠে উঠানো হইবে। তাহারা অন্ধকারে হাতড়াইতে থাকিবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَ اِذَاۤ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا -

"এবং তোমরা অবশ্যই ন্যায়ের ভিত্তিতে বিচার করিবে যখন তোমরা বিচারক হও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদিগকে কতই না উৎকৃষ্ট উপদেশ দিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ শ্রবণকারী ও মহাদর্শক।"

৪। যাহারা স্বীয় এবাদত উপাসনায় গর্ব ও অহংঙ্কার করিয়াছে, কেয়ামত দিবসে তাহাদিগকে বধির ও নির্বাকাবস্থায় হাশর মাঠে উঠানো হইবে। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহঙ্কারীদিগকে ভালবাসেন না।"

৫। যে আলেমদের কথায় ও কাজে মিল ছিল না, কাল কেয়ামতে তাহাদের মুখ হইতে পুঁজ রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে, আর তাহারা স্বীয় জিহ্বা কামড়াইতে থাকিবে।

যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ -

"তোমরা কি লোকদিগকে সৎকার্যের আদেশ কর, অথচ স্বয়ং সৎকার্য হইতে পরাঙ্মুখ থাক। অধিকন্তু তোমরাই তো কিতাব পাঠ করিয়া থাক, তোমাদের কি বুদ্ধি জ্ঞান নাই।"

৬। যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে কাল কেয়ামতে তাহাদের আগুনে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া হাশরের মাঠে উঠানো হইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ -

"যে সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান নাই, তাহা যখন তোমরা মুখে উচ্চারণ করিয়া থাক, আর উহা সাধারণ বিষয় মনে কর, অথচ উহা আল্লাহর নিকট জঘন্য পাপ। যখন তোমরা উহা শ্রবণ করিয়া থাক, তখন কেন বল নাই যে, উহা আমাদের পক্ষে উচিত নহে। হে আল্লাহ! তুমি পাক ও পবিত্র এবং উহা (মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া) অত্যন্ত বড় বোহ্তান।"

৭। যাহারা স্বীয় কু-প্রবৃত্তি ও লালসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নিজের জীবনকে অতিবাহিত করিয়াছে, কাল কেয়ামতে তাহাদের পদযুগলকে মাথার চুল দ্বারা তাহাদের ললাটের উপর দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। তখন তাহাদের দেহ হইতে অত্যাধিক দুর্গন্ধ নির্গত হইতে থাকিবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرُو الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ -

"ইহারাই উহারা, যাহারা পরকালের বিনিময়ে ইহকাল ক্রয় করিয়াছে।"

৮। যাহারা আল্লাহর হক আদায় করিতে অবহেলা ও অলসতা করিয়াছিল, কাল কেয়ামতে তাহাদিগকে মাতালের মত উত্তর দক্ষিণে উঠাপড়া অবস্থায় উঠানো হইবে।

যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ـ

"হে বিশ্বাসীগণ, স্বীয় শ্রমার্জিত ও আমা কর্তৃক উৎপন্ন বস্তু হইতে আমার রাস্তায় দান কর।

৯। পরনিন্দুক, পরছিদ্রান্বেষী, চোগলখোর ও দুর্নাম রটনাকারীকে কিয়ামত দিবসে গন্ধক বা কেতরাশের জামা পরিহিত করিয়া হাশর মাঠে উঠানো হইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ

"এবং পরছিদ্রাদ্বেষণ করিও না এবং পশ্চাতে কাহারও দুর্ণাম বা নিন্দা করিও না? তোমাদের কেহ কি তাহার মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করিতে পছন্দ করে? সুতরাং উহাকেও অপছন্দ কর।"

১০। চোগলখোরদের জিহ্বাকে মুখ হইতে বহুদূর প্রসারিত করিয়া হাশর মাঠে উঠানো হইবে।

১১। যাহারা মসজিদে দুনিয়াবী কথোপকথন করিয়াছে, তাহাদিগকে মাতালাবস্থায় হাশর মাঠে উঠানো হইবে। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ـ

"এবং মসজিদ আল্লাহর ঘর, সুতরাং উহাতে আল্লাহর সহিত অন্য কাহাকেও ডাকিও না।"

১২। আর সুদখোরদিগকে শূকরাকৃতিতে হাশর মাঠে উঠানো হইবে। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ـ

"দ্বিগুণ বহুগুণ হারে সুদ খাইও না।"

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) হযরত নবী করিম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের হাসরত ও নাদামাত দিবসে (পরিতাপ ও আফসোস) তাঁহার উম্মতদিগকে দ্বাদশ শ্রেণীতে হাশর মাঠে হাজির করিবেন।

১। প্রথম দলকে হস্তপদহীন অবস্থায় কবর হইতে উঠানো হইবে। আর দয়ালু প্রভুর পক্ষ হইতে কেহ ডাকিয়া বলিবে, ইহারা প্রতিবেশীকে দুঃখ কষ্ট দিয়া বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। সুতরাং ইহাই তাহার প্রতিফল এবং পরিণাম তাহারা প্রজ্জলিত অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ ـ

"পাড়া প্রতিবেশী, নিকট আত্মীয় ও দূর আত্মীয়দের সহিত সদ্ভাব রাখিবে।"

২। দ্বিতীয় দল, যাহারা নামাজে অলসতা করিয়াছিল এবং বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিল, কাল কেয়ামতে তাহাদিগকে চতুষ্পদ জন্তু বা শূকরাকৃতিতে হাশর মাঠে উঠানো হইবে এবং করুণাময়ের পক্ষ হইতে কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিবে, "ইহাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে এবং পরিণামে তাহারা দোজখবাসী হইবে।"

যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ ـ

"যাহারা স্বীয় নামাজে অলসতা করিয়াছে, তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।"

৩। তৃতীয় দলকে এমনভাবে হাশর মাঠে হাজির করা হইবে যে, তাহাদের উদর পাহাড়ের মত বিস্তৃত ও প্রকাণ্ড হইবে এবং উহা ভীষণ সর্পে ও খচ্চরের ন্যায় প্রকাণ্ড বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ হইবে। তখন সদয় প্রভুর পক্ষ হইতে কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিবে, "ইহারাই যাকাত আদায় না করিয়া বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। সুতরাং প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে অনুপ্রবেশ করাই তাহাদের সমীচীন হইবে।" এ মর্মে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ـ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ـ

"যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, কিন্তু তাহা হইতে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাহাদিগকে কঠিন শাস্তির সুসংবাদ জ্ঞাপন করুন।"

প্রতিদান দিবসে প্রতিটি কড়ি দ্বারা একটি অগ্নিপাত তৈরী করিয়া তাহাদের পার্শ্বে, পিঠে ও কপালে দাগ দেওয়া হইবে। আর বলা হইবে, ইহাই তোমাদের সঞ্চিত ধন, এখন তাহার শাস্তি ভোগ কর।

৪। চতুর্থ সম্প্রদায়কে এমন অবস্থায় হাশর মাঠে উঠানো হইবে যে, তাহাদের মুখ হইতে রক্ত ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতে থাকিবে এবং তাহাদের উদরস্থ নাড়িভুড়িগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দূরে পড়িয়া থাকিবে। তখন কেহ আল্লাহর পক্ষ হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে যে, উহারা ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যা বলিয়া বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। সুতরাং জলন্ত কুণ্ডে প্রবেশ করা তাহাদের উপযুক্ত প্রতিফল হইবে। এ মর্মে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا اُولٰۤئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ -

"যাহারা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর ওয়াদা ও স্বীয় অঙ্গীকারকে বিক্রয় করিয়া দেয় তাহারা পরকালীন পুণ্যাংশ হইতে পরাঙ্মুখ হইবে।"

৫। পঞ্চম সম্প্রদায়কে কবর হইতে এমতাবস্থায় উঠানো হইবে যে, তাহাদের দেহ হইতে মৃতের চেয়ে অধিক দুর্গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। তখন কেহ আল্লাহর পক্ষ হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে, উহারা আল্লাহকে ভয় না করিয়া মানুষের ভয়ে তাহাদের চক্ষুর অন্তরালে পাপ কার্য করিয়া বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে। সুতরাং ইহাই তাহাদের উপযুক্ত প্রতিফল হইয়াছে এবং পরিণামে তাহারা অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। সে মর্মে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَّسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ -

"তাহারা পাপকার্যকে লোকচক্ষু হইতে গোপন রাখে, কিন্তু আল্লাহ্র চক্ষু হইতে গোপন করে না। অধিকন্তু তিনি তাহাদের সঙ্গেই আছেন।"

৬। ষষ্ঠ সম্প্রদায়কে কণ্ঠনালী কর্তনাবস্থায় হাশর মাঠে উঠানো হইবে। তখন কেহ আল্লাহর পক্ষ হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে, ইহারাই মিথ্যা সাক্ষ্য

দিয়া বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। "সুতরাং ইহাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে এবং পরিণামে অনলকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে।" যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ الْمُشْرِكِيْنَ بِهٖ -

"মিথ্যা কথা হইতে দূরে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমানের পর তাহার সহিত শরীক করিও না।" তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا -

"তাহারাই প্রকৃত বিশ্বাসী যাহারা মিথ্যা সাক্ষ্য দান করে না এবং খেলাধূলার নিকটবর্তী হইলে সৎলোকদের পন্থা অনুসরণ করে।"

৭। সপ্তম সম্প্রদায়কে এমনাবস্থায় কবর হইতে উঠাইয়া হাশর মাঠে উপস্থিত করা হইবে যে, তাহাদের মুখের মধ্যে জিহ্বা থাকিবে না, বরং তাহাদের মুখ হইতে পুঁজ ও বমি নির্গত হইতে থাকিবে। তখন কেহ আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করিবে, যে, ইহারা সৎ সাক্ষ্য গোপন করিয়া বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। সুতরাং ইহাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে এবং পরিণামে দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে।" যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَ مَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ -

"এবং তোমরা সাক্ষ্য গোপন করিও না এবং যে সাক্ষ্য গোপন করিল, সে যেন তাহার অন্তরকে পাপে কলঙ্কিত করিল, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।"

৮। অষ্টম সম্প্রদায়কে মস্তক অবনতাবস্থায় কবর হইতে উঠানো হইবে। আর তাহাদের পদযুগল মাথার উপর দৃঢ়ভাবে সন্নিবেশিত করা হইবে। তাহাদের লজ্জাস্থান হইতে পুঁজ-রক্ত ও ছাদীদের নহর প্রাবহিত হইতে থাকিবে। তখন কেহ উচ্চৈস্বরে ঘোষণা কিরয়া বলিবে, ইহারা জিনা করিয়া বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। সুতরাং দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়া ও এমতাবস্থায় হাশর হওয়া ঠিকই হইয়াছে।" যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَّ سَاءَ سَبِيْلًا -

"জিনার নিকটবর্তী হইওনা। নিশ্চিয়ই উহা লজ্জাজনক কাজ এবং (কতই না) মন্দ পন্থা।"

৯। নবম সম্প্রদায়কে কবর হইতে এমতাবস্থায় উঠানো হইবে যে, তাহাদের মুখমণ্ডল ও নেত্রদ্বয় যথাক্রমে কৃষ্ণ ও কুরজি রঙে রঞ্জিত হইবে। আর তাহাদের উদর অগ্নিতে পরিপূর্ণ হইবে। তখন কেহ আল্লাহর পক্ষ হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে, "ইহারা অনাথ বালক-বালিকাদের ধন-রত্ন অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়া বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। সুতরাং এমতাবস্থায় হাশর হওয়া এবং পরিণামে দোজখে নিক্ষিপ্ত হওয়া উপযুক্ত হইবে।" যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছিলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا -

"নিশ্চিয়ই যাহারা অনাথের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করিয়াছে, তাহারা যেন অগ্নি দ্বারা তাহাদের উদর পূর্ণ করিয়াছে এবং অচিরেই তাহারা দোজখে প্রবেশ করিবে।"

১০। দশম সম্প্রদায়কে কবর হইতে কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগাক্রান্ত অবস্থায় হাশর মাঠে উঠানো হইবে। তখন কেহ আল্লাহর পক্ষ হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে, উহারা পিতামাতার সহিত নাফরমানী করিয়া বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। সুতরাং ইহাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে এবং পরিণামে তাহারা দোজখবাসী হইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا -

"এবং আল্লাহর উপাসনা কর। তাহার সহিত কাহাকেও শরীক করিওনা এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার কর।"

১১। একাদশ সম্প্রদায়কে কবর হইতে এমতাবস্থায় উত্থিত করা হইবে যে, তাহাদের দাঁতগুলি ষাঁড়ের শিং-এর ন্যায় দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ হইবে। তাহাদের ওষ্ঠ বুকের উপর ঝুলিয়া থাকিবে। তাহাদের জিহ্বা পেট ও উরুর উপর প্রলম্বিতভাবে পড়িয়া থাকিবে এবং তাহাদের পেট হইতে গলিত ধাতু বাহির হইতে থাকিবে। তখন কেহ আল্লাহর পক্ষ হইতে অতি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে, ইহারা

ইহলোকে শরাবখোর ছিল। ইহারা বিনা তওবায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। সুতরাং ইহাই তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে এবং তাহারা পরিণামে দোজখবাসী হইবে।" যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -

"হে বিশ্বাসিগণ! অবশ্যই শরাব, জুয়া, আনছাব (প্রাণীকে পরপর করাঘাত করিয়া মারা) ও আজলাম শয়তানের অপকর্ম। সুতরাং তোমরা এই সব হইতে বিরত থাক, তবেই তোমরা সফলকাম হইবে।"

১২। দ্বাদশ সম্প্রদায়কে তাহাদের কবর হইতে এমন অবস্থায় হাজির করা হইবে যে, তাহাদের মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় অতি উজ্জ্বল হইবে। তাহারা চক্ষুর জ্যোতি হরণকারী বিদ্যুতের মত দ্রুতবেগে পুলছিরাত পার হইয়া যাইবে। তখন আল্লাহর পক্ষ হইতে ফেরেশতা ঘোষণা করিবে, ইহারা ইহলোকে সৎকর্ম সম্পাদন করিয়াছিল এবং জামাতের সহিত প্রথম ওয়াক্তে পাঞ্জেগানা নামাজ আদায় করিয়াছিল এবং তওবা করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। সুতরাং ইহাই তাহাদের উত্তম পুরস্কার হইয়াছে পরিণামে তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কৃপা লাভ করিয়া পরম সুখবাস স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে। এ মর্মে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَنْ لَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ -

"হে বিশ্বাসিগণ! ভয় ও চিন্তা করিও না, বরং অঙ্গীকৃত বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর।" আল্লাহ্ পাক আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ -

"আল্লাহ তাহাদের উপর সন্তুষ্ট আছেন। তাহারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকিবে। (ইহা তাহাদের জন্য) যাহারা তাহাদের প্রভুকে ভয় করে।"

জীবজগতের কবর হইতে পুনরুত্থানের বিবরণ

কথিত আছে যে, সৃষ্টজীব তাহাদের কবর হইতে উঠিয়া চল্লিশ বৎসর যাবত সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই সময় তাহারা পানাহার করিবে না এবং কাহারও সহিত কোন কথোপকথন করিবে না। বরং একাধারে চল্লিশ বৎসর দাঁড়াইয়া থাকিবে। কেহ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর, আপনি কেয়ামত দিবসে কিরূপে আপনার উম্মতদিগকে চিনিতে পারিবেন? হযরত ফরমাইয়াছেন, সেদিন আমার উম্মতদের হাত-পা ও মুখমণ্ডলে অজুর চিহ্ন চমকাইতে থাকিবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামত দিবসে সৃষ্টজীবের উত্থানের পর একদল ফেরেশতা তাহাদের শিয়রের নিকট বসিয়া, তাহাদের মস্তকের ধূলাবালি ঝাড়িতে আরম্ভ করিবেন! কিন্তু তাহাদের সেজদার স্থানের ধূলা দূর করিতে পারিবেন না। তখন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে একজন ফেরেশতা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিবে, "হে বন্ধু! উহা গোরের মাটি নহে। সুতরাং উহা দূর করিতে বৃথা চেষ্টা করিও না। যে পর্যন্ত না নামাজি ও বেনামাজির পার্থক্য প্রকাশ পাইবে এবং পোলছেরাত অতিক্রম করিয়া বেহেশতে প্রবেশ না করিবে, সে পর্যন্ত উহা যথাস্থানে থাকিতে দাও। তবেই দর্শকবৃন্দ বুঝিতে পারিবে যে, সে আমার অনুগত বান্দা ও খাদেম ছিল।"

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কাল কেয়ামতে আল্লাহ্ যখন কবরবাসীদিগকে উঠাইবেন, তখন আল্লাহ্ রেদওয়ানকে ডাকিয়া বলিবেন, হে রেদ্ওয়ান! আমি রোজাদারদিগকে ক্ষুধার্থ ও তৃষ্ণার্তাবস্থায় উঠাইয়াছি। সুতরাং তাহাদের জন্য স্বর্গীয় কামনীয় বস্তু ও খাদ্য পানীয় হাজির কর। তখনই রেদওয়ান স্বর্গীয় বালক ও ভৃত্যদিগকে (যাহারা অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুবরণ করিয়াছিল) নূরের তবকা লইয়া আসিতে বলিবেন। অমনি স্বর্গীয় মেওয়াজাত ফল, সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় লইয়া তাহার নিকট এত বালক ও ভৃত্য উপস্থিত হইবে যে, তাহাদের সংখ্যা জলকণা, ধূলিকণা, বৃক্ষের পত্র ও আকাশের নক্ষত্র হইতেও অধিক হইবে। তাহারা রোজাদারদিগকে পানাহার করাইবে, আর বলিবে, আজ আপনারা পূর্ব প্রেরিত বস্তুর বিনিময়ে বিনা দ্বিধায় পানাহার করুন। হে আল্লাহ্! আমাদিগকেও এরূপ জীবিকা দান করুন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ফরমাইয়াছেন, "কেয়ামতের দিবসে কবর হইতে বাহির হইবার পর তিন দল লোকের সহিত ফেরেশতাগণ মোসাফেহা (করমর্দন) করিবেন। যাঁহারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইয়াছেন, যাঁহারা রমজান ও আরাফাতের দিবসে রোজা রাখিয়াছেন।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত নবী (সাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে হীরা ও জওহেরাত, মণি মাণিক্য ও স্বর্ণ রৌপ্যের একটি বালাখানা আছে। আমি আরজ করিলাম, হে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! উহাতে কে থাকিবে? তিনি ফরমাইলেন, যাহারা আরাফাত দিবসে রোযা রাখিয়াছেন, তাঁহারা। তিনি আরও ফরমাইয়াছেন, হে আয়েশা! আরাফাত ও জুমআর দিবস আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয়। সেদিনে আল্লাহর অশেষ রহমত অবতীর্ণ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আরাফাত দিবসে রোজা রাখে, আল্লাহ্ তাহার জন্য ত্রিশটি রহমতের দরজা খুলিয়া দিবেন। যখন সে ইফতার ও পানি পান করে, তখন তাহার দেহস্থিত প্রতিটি শিরা উপশিরা এস্তেগ্ফার করিয়া বলে, হে আল্লাহ্! প্রভাত পর্যন্ত তাহার উপর তোমার রহমত বর্ষিত কর।

অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যখন রোজাদার কবর হইতে উঠিবে, তখন সে তাহার মুখে রোজার সুগন্ধ অনুভব করিতে পারিবে। তাহাদের সম্মুখে সুস্বাদু খাদ্য ও সুপেয় পানি আনিয়া বলা হইবে, আজ আপনারা পরমানন্দে পানাহার করিয়া আপনাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্ত করুন। কারণ অন্যান্য লোকেরা যখন তৃপ্তির সহিত ভক্ষণে রত ছিল, তখন আপনারা ক্ষুধার্থ ও তৃষ্ণার্থ ছিলেন। আজ আপনারা আরাম করুন।" যখন অন্যান্য লোকেরা হিসাব নিকাশে ব্যস্ত থাকিবে তখন তাঁহারা পানাহার করিয়া আরাম করিতে থাকিবেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, দশ শ্রেণী লোকের দেহ কবরে পঁচিবে না; তাহারা হইতেছেন–১। শহীদ, (ধর্মযুদ্ধে মৃত) ২। হক্কানী আলেম, ৩। গাজী বা ধর্মযোদ্ধা, ৪। হাফেজে কোরআন, ৫। মোয়াজ্জেন, ৬। ন্যায়পরায়ণ রাজা-বাদশাহ্ ৭। প্রসবাবস্থায় মৃত্যুবরণকারিণী। ৮। অন্যায়ভাবে যাহাকে হত্যা করা হইয়াছে। ৯। জুমআর দিনে বা রাত্রে বা ১০। আরাফাত দিনে মৃত্যুবরণকারী।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "কেয়ামত দিবসে সকলেই নবজাত শিশুর মত উলঙ্গাবস্থায় হাশর মাঠে উঠিয়া আসিবে।" হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করিলেন, "হুজুর! পুরুষেরাও কি স্ত্রীলোকদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে? হযরত বলিলেন, হ্যাঁ, একত্রেই মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) অনুতাপ করিয়া বলিলেন, "আহ্! কি লজ্জা ও অপমানের কথাই না, যখন পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে।" তখন হযরত বিবি আয়েশার স্কন্ধে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "হে সিদ্দিক তনয়া! সেদিন কেহ

কাহারও প্রতি কুদৃষ্টি করিবে না, কারণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন থাকিবে এবং আকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবে। এমনিভাবে তাহারা পানাহার ছাড়াই চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত নির্বাক দাঁড়াইয়া থাকিবে। তন্মধ্যে কেহ পা পর্যন্ত কেহ হাঁটু পর্যন্ত, কেহ পেট পর্যন্ত, কেহ বুক পর্যন্ত, কেহ গলা পর্যন্ত, কেহ বা আরও অধিক ঘর্ম-সাগরে সন্তরন করিতে থাকিবে। যেদিন এমন কোন বিশিষ্ট ফেরেশতা, নবী-রাসূল বা শহীদ কবর হইতে উঠিবে না, যাহারা হিসাব দেওয়ার ও দীর্ঘকাল পর্যন্ত দণ্ডায়মানের ভয়ে আতঙ্কিত ও হয়রান থাকিবে না।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন কেহ কি সাওয়ার হইয়া হাশর মাঠে হাজির হইবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। নবী-রাসূল ও তাঁহাদের পরিবার-পরিজন ছাড়া ও রজ্জব, শাবান ও রমজান মাসের রোজাদারগণ সাওয়ার হইয়া হাশর মাঠে উপস্থিত হইবেন।' আমি পুনঃ আরজ করিলাম, কেহ কি সেদিন আত্মতৃপ্ত বা আসুদা হইয়া উঠিবে? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ, নবী-রাসূল ও তাহাদের পরিবার-পরিজন ছাড়াও রজ্জব, শাবান ও রমজান মাসে যাহারা রোজা রাখিয়াছে, তাহারাও আসুদা হইয়াই হাশর মাঠে উঠিবে। তাহাদের সেদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকিবে না, অন্যান্য সকলেই ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইবে।

কথিত আছে যে, কেয়ামতের দিন ফেরেশতারা লোকদিগকে বাইতুল মোকাদ্দাসের নিকট সাহেরা নামক স্থানে একত্রিত করিতে লইয়া যাইবেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ -

"অনন্তর (দ্বিতীয়) সিঙ্গায় ফুঁৎকার এক ঝিড়িক বা তিরস্কার ধ্বনি ব্যতীত কিছুই নহে। তৎপর হঠাৎ তাহারা সাহেরায় বা সমতল প্রান্তরে উপস্থিত হইবে।"

কথিত আছে যে, কেয়ামতের ময়দানে মানব মাত্র একশত বিশ সারিতে দণ্ডায়মান হইবে। প্রত্যেক সারি দৈর্ঘে চল্লিশ সহস্র ও প্রস্থে এক সহস্র বৎসরের পথ দীর্ঘ হইবে। তন্মধ্যে মাত্র তিন সারি মোমেনদের হইবে। বাকী সারিতে কাফের ও বেদ্বীনেরা থাকিবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার উম্মত একশত বিশ পংক্তিতে বিভক্ত হইবে। এ বর্ণনাই সত্য। সেদিন মোমেনদের হাত-পা, গণ্ড-কপাল উজ্জ্বল ও শুভ্র হইবে এবং বেদীন কাফেরদের মুখমণ্ডল কালো ও কুৎসিত হইবে। তাহারা পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া শয়তানের সহিত আজাব ভোগ করিতে থাকিবে।"

সৃষ্টিকুলকে হাসরের মাঠে লইয়া যাইবার বিবরণ

কথিত আছে যে, কাফেরদিগকে পদভরে তাড়াইয়া হাশর মঠে উপস্থিত করা হইবে এবং মোমেনদিগকে উৎকৃষ্ট উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া আল্লাহর হুজুরে হাজির করা হইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেনঃ

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا -

"সেদিন মোমেন বান্দাদিগকে মেহমানের মত করুণাময়ের হুজুরে একত্রিত করিব এবং পাপীদিগকে তৃষ্ণার্তবস্থায় তাড়াইয়া দোজখে একত্রিত করিব।"

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "মোমেন মুসলমানদিগকে উৎকৃষ্ট উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া হাশর মাঠে হাজির করা হইবে।" কাল কেয়ামতে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদিগকে বলিবেন, হে ফেরেশতাগণ! আমার বান্দাদিগকে পায়ে হাঁটাইয়া আমার নিকট আনিও না, বরং তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া আমার নিকট হাজির করিও। দুনিয়াতে সওয়ার হওয়া তাহাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল। প্রথমে তাহারা তাহার পিতার ঔরশে তৎপর মাতৃগর্ভে কমপক্ষে ছয়টি মাস চড়িয়া কাটাইয়াছে। জন্মের পর তাহারা স্তন পান, দুই বৎসর মাতৃক্রোড়ে ও পিতৃস্কন্ধে চড়িয়া অতিবাহিত করিয়াছিল। অতঃপর তাহারা জলে স্থলে, নৌকা, গাধা, ঘোড়া ও খচ্চরে চড়িয়া বেড়াইয়াছে। এমন কি মৃত্যুর পরও তাহারা ভ্রাতার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কবরে আসিয়াছে। সুতরাং হাশর মাঠেও তাহাদিগকে হাঁটাইও না। কারণ হাঁটায় সে অভ্যস্ত ছিল না। তাই তাহার জন্য উৎকৃষ্ট উষ্ট্র বা কোরবানীর জানোয়ার উপস্থিত কর।

অবশেষে তাহারা উহাতে চড়িয়া প্রভুর হুজুরে হাজির হইবে। তাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের কোরবানীকে হৃষ্টপুষ্ট কর, কেন না উহাই পুলছিরাতে তোমাদের বাহন হইবে।"

জীবজগতকে একত্রিত করার বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ সমুদয় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবগণকে হাশর মাঠে একত্রিত করিবেন। সেদিন সূর্য তাহাদের মাথার উপর নামিয়া আসিবে, আর উহার প্রখর উত্তাপে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিবে। অতঃপর দোজখের মধ্যে হইতে শুঁড়ের আকৃতিতে একটি ছায়া বাহির হইয়া আসিবে। তখন কেহ সম্বোধন করিয়া বলিবে, হে জীবগণ! ছায়ার নীচে আগমন কর। আর তখনই মোমেন, কাফের ও মোনাফেক এই তিন দলে বিভক্ত হইয়া সেদিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাহারা যখন ছায়ার নিকট পৌঁছিবে, তখনই ছায়া নূরের জ্যোতি, উষ্ণ ও ধূম্র শাখায় বিভক্ত হইয়া যাইবে। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ـ

"তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে চলিয়া যাও।"

উক্ত উষ্ণ শাখা মোনাফেকদের উপর ছায়া বিস্তার করিবে। ধুম্র শাখা কাফেরদের উপর এবং নূরের জ্যোতির ছায়া মোমেনদের উপর ছায়া বিস্তার করিবে। ইহজগতে সামান্য গরমেও মোনাফেকরা সৎকর্ম করিতে অবহেলা করিয়াছিল, তাই উষ্ণতাই তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে। এ মর্মে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ـ

"এবং মুনাফেকেরা বলিল, তোমরা গরমের মধ্যে যুদ্ধের জন্য বাহির হইও না। আপনি বলুন, নরকাগ্নি ইহা হইতে অত্যন্ত গরম, যদি তাহারা বুঝিতে পারিত।"

কাফেররা ইহজগতে অন্ধকারে ছিল, তাই পরকালে ধুম্র ছায়াই তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক এর্‌শাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمَاتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ـ

"এবং যাহারা কুফরী করিয়াছে, শয়তানই তাহাদের বন্ধু। উহারা তাহাদিগকে আলো হইতে অন্ধকারের দিকে টানিয়া লইয়া যায়! তাহারা দোজখবাসী হইবে এবং অনন্তকাল তথায় থাকিবে।"

নূরের জ্যোতিই মোমেনদের উপর ছায়া বিস্তার করিবে কারণ তাহারা ইহজগতে আলোর পথে ছিল। তাই পরজগতেও আলোতে থাকিবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন।

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ -

"খোদাই মোমেনদের বন্ধু! তিনি তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে বাহির করিয়া আনেন।"

মোমেনদের চিহ্ন সম্বন্ধে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ بِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -

"হে মোহাম্মদ! কাল কিয়ামতে মোমেন নর-নারীদের অগ্রপশ্চাতে নূরের জ্যোতি দৌড়াদৌড়ি করিতে দেখিতে পাইবেন। আর বলা হইবে তোমরা আজ সেই স্বর্গোদ্যানের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যাহার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত হইবে।"

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমইয়াছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা জীবগণকে একত্রিত করিবেন, তখন কেহ তাহার পক্ষ হইতে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে, 'হে আহলে ফজল (সম্ভ্রান্ত)! তোমরা কোথায়? তখন একদল লোক উঠিয়া তাড়াতাড়ি বেহেশতের দিকে যাইতে থাকিবে। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা কারা? এত দ্রুতবেগে বেহেশতের দিকে যাইতেছ? তাহারা বলিবে, আমরাই আহলে ফযল।

পুনঃ জিজ্ঞাসা করা হইবে কিরূপে তোমরা আহলে ফজল হইলে? তাহারা বলিবে, অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করিয়া এবং অন্যায়কে ক্ষমা করিয়া। উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা বলিবেন, নিশ্চয়ই এরূপ আমলকারীদের জন্যই জান্নাত।

অতঃপর ধৈর্যশীলদিগকে আহ্বান করা হইবে তখন একদল লোক দণ্ডায়মান হইয়াই বেহেশতের দিকে দ্রুত বেগে যাইতে থাকিবে। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা কাহারা এত দ্রুতবেগে বেহেশতের দিকে যাইতেছ? তাহারা বলিবে, আমরাই ধৈর্যশীল। পুনঃ বলা হইবে, তোমরা কিরূপে ধৈর্যশীল হইয়াছ? তাহারা বলিবে, আমরা আল্লাহর এবাদতে ও পাপকার্য হইতে বিরত থাকিতে ধৈর্যধারণ করিয়াছিলাম। সুতরাং তাহাদিগকে বেহেশতে গমন করিতে বলা হইবে।

অবশেষে কেহ ডাকিয়া বলিবে, হে আল্লাহর প্রেমিক! তোমরা কোথায়? তখনও একদল লোক উঠিয়া দ্রুতবেগে বেহেশতের দিকে যাইতে থাকিবে। ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা কারা, এত দ্রুতবেগে বেহেশতের দিকে গমন করিতেছ? তাহারা বলিবে, আমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়াছি এবং আল্লাহর ওয়াস্তে দান-খয়রাত করিয়াছি। তাহাদিগকে বেহেশতে যাইতে বলা হইবে।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, তাহাদের বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবার পর পাপ-পুণ্য ওজন করিবার জন্য মিজান বা তুলাদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। আর হযরতের লেওয়ায়ে হামদ্‌' বা প্রশংসার ঝাণ্ডা পতপত করিয়া উড়িতে থাকিবে।

একদা হযরতকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পতাকার গুণাগুণ ও আকৃতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিলেন, উহার দৈর্ঘ সহস্র বৎসরের পথের সমান হইবে এবং প্রস্থ আকাশ পাতালের দূরত্বের সমান হইবে। উহাতে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্‌" লেখা থাকিবে। উহার শিরোভাগ লোহিত ইয়াকুতে এবং হাতল শুভ্র রৌপ্যের ও জবরজদে নির্মিত হইবে। আর উহাতে নূরের তিনটি বেনী থাকিবে। উহাদের একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে এবং অন্যটি পৃথিবীর মধ্যস্থলে থাকিবে।

আর উহাতে তিন পংক্তি লেখা থাকিবে। প্রথম পংক্তিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লেখা থাকিবে। দ্বিতীয় পংক্তিতে 'আলহামদু-লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন' লেখা থাকিবে এবং তৃতীয় পংক্তিতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা থাকিবে। প্রত্যেক পংক্তি সহস্র বৎসরের পথের সমান দীর্ঘ হইবে। এই লেওয়ায়ে হামদের অন্তর্গত আর সত্তর সহস্র ঝাণ্ডা থাকিবে, আবার পত্যেক ঝাণ্ডার নীচে সত্তর হাজার পতাকা থাকিবে। প্রত্যেক কাতারে পাঁচ লক্ষ ফেরেশতা তসবীহ্‌ তাহলিল পাঠে নিয়োজিত থাকিবে।" লেওয়ায়ে হাম্‌দ

বেইয়াদি' (প্রশংসার পতাকা আমার হাতে থাকিবে) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ জুরজানী (রঃ) বলিয়াছেন, কাল কেয়ামতে লেওয়ায়ে হাম্‌দ স্থাপনের পর হযরত আদম (আঃ) হইতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মোমেন হইবে সকলেই উহার নীচে অবস্থান করিবে। আর সমস্ত বেদীন কাফের দোজখের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিবে। অতঃপর উহা স্থানচ্যুত করা হইলে কাফেরদিগকে অনলকুণ্ডের দিকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তায়ালা সাত দল লোককে তাঁহার আরশের নীচে জায়গা দিবেন। সেদিন আরশের ছায়া ভিন্ন আর কোনও ছায়া থাকিবে না। ১। ন্যায়পরায়ণ রাজা-বাদশাহ। ২। আল্লাহর এবাদতে আত্মনিয়োগকারী যুবক। ৩। যাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে। ৪। যে পুরুষ সুশ্রী, লাবণ্যময়ী ও সম্ভ্রান্ত রমণীর অসৎকার্যের আহ্বানে আত্মসংযম করিতে পারিয়াছে। যুবকটি রমণীকে বলিয়াছে, আমি বিশ্বের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি। ৫। যে রিয়ার ভয়ে নির্জনে আল্লাহকে ডাকিয়াছে এবং অশ্রুতে বক্ষসিক্ত করিয়াছে। ৬। যে এত গোপনে দান- খয়রাত করিয়াছে যে, বাম হস্ত বুঝিতে পারে নাই, ডান হস্তে কি বা কত দান করিয়াছে এবং ৭। যাহার মন সর্বদা মসজিদের প্রতি টান থাকে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কাল কেয়ামতে সত্যবাদিতার ঝাণ্ডা হযরত আবু বকরের (রাঃ) হস্তে শোভা পাইবে, আর সমস্ত সত্যবাদী উহার ছায়ার নীচে আরামে অবস্থান করিবে। হযরত ওমরের (রাঃ) হস্তে ন্যায়পরায়ণতার ঝাণ্ডা শোভা পাইবে, আর সমুদয় ন্যায়পরায়ণ বান্দা উহার ছায়ায় আরামে অবস্থান করিবে। হযরত ওসমান (রাঃ) এর হস্তে সাখাওয়াতির (দান-দক্ষিণা) ঝাণ্ডা শোভা পাইবে, আর সমুদয় দানশীল ব্যক্তি উহার নীচে আরামে থাকিবে। হযরত আলী (রাঃ) হস্তে শাহাদতের ঝাণ্ডা শোভা পাইবে, আর সমুদয় শহীদ উহার নীচে থাকিবে। হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর হস্তে বিজ্ঞতার ঝাণ্ডা শোভা পাইবে, আর সমুদয় বিজ্ঞ ব্যক্তি উহার নীচে আরামে থাকিবে।

হযরত আবু জর (রাঃ)-এর হস্তে জোহদ বা সাধুত্বের ঝাণ্ডা থাকিবে, আর সমুদয় সাধু ব্যক্তি উহার নীচে থাকিবে। হযরত আবু দরদা (রাঃ) এর হস্তে দারিদ্রতার ঝাণ্ডা থাকিবে এবং সমুদয় দরিদ্র ব্যক্তি উহার নীচে থাকিবে। হযরত উবাই ইবনে কাব্‌ (রাঃ)-এর হস্তে কেরাতের ঝাণ্ডা থাকিবে, আর সমুদয়কারী তাহার নীচে আরাম করিবে। হযরত বেলালের (রাঃ) হস্তে মেয়াজ্জেনের ঝাণ্ডা

থাকিবে, আর সমুদয় মোয়াজ্জিন উহার নীচে থাকিবে। আর হযরত হোসাইন ইবনে আলী (রাঃ)-এর হস্তে খুনের ঝাণ্ডা থাকিবে, আর সমুদয় খুনী উহার নীচে থাকিবে। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَوْمَ نَدْعُوْا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ -

"যেদিন আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নেতার নামে আহ্বান করিব।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামত দিবসে সমস্ত সৃষ্টজীব যখন একত্রিত হইবে, তখন তাহারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হইবে। তাহাদের দেহ হইতে অত্যাধিক ঘর্ম নির্গত হইবে, ফলে তাহারা বেহুশ হইয়া যাইবে। তখন আল্লাহ্ পাক হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে ডাকিয়া বলিবেন, হে জিব্রাইল! তুমি মোহাম্মদকে বল, তিনি যেন তাঁহার উম্মতকে উক্ত নামের সহিত আমার নিকট প্রার্থনা করিতে বলেন, যে নামে বিপদের সময় ইহজগতে প্রার্থনা করিত এতদশ্রবণে সমস্ত উম্মতে মোহাম্মদী সমস্বরে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলিয়া উঠিবে। তখনই আল্লাহ পাক হিসাব-নিকাশ আরম্ভ করিয়া দিবেন।

আর অন্য নবীর উম্মতদিগকে আল্লাহ্ বলিবেন, "যদি উম্মতে মোহাম্মদী আমার জিকির না করিত, তবে হিসাব আরও সহস্র বৎসর বিলম্ব করিতাম।" সর্বপ্রথম আল্লাহ্ পাক হিংস্র প্রাণী ও পশু-পাখীর বিচারে মনোনিবেশ করিবেন। পরিণামে শিঙহীন পশু শিংওয়ালার অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে। অবশেষে আল্লাহর আদেশে তাহারা মাটিতে মিশিয়া যাইবে। তখনই কাফের আফসোস্ করিয়া বলিবে, "আহ'! যদি আমিও মাটি হইয়া যাইতাম!"

হযরত মোকাতেল (রঃ) বলিয়াছেন, দশটি পশু বেহেশতে প্রবেশ করিবে; যথা—১। হযরত সালেহ (আঃ) এর উষ্ট্রী। ২। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর গো-শাবক। ৩। হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর দুম্বা। ৪। হযরত মূসা (আঃ)-এর গাভী, (৫) হযরত ইউনুস নবী (আঃ)-এর মাছ, (৬) হযরত উজাইর (আঃ)-এর গাধা, (৭) হযরত সোলাইমান (আঃ)-এর সহিত কপোপকথনকারী পিপীলিকা, ৮। হযরত বিলকীস্ রানীর নিকট প্রেরিত হুদহুদ পাখী। ৯। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর হিজরতের বাহন উষ্ট্রী এবং ১০। আস্‌হাবে কাহাফের সাথী কুকুর। কথিত আছে যে, উহাকে দুম্বার আকৃতিতে বেহেশতে প্রবেশ করানো হইবে। আর কুকুরের নাম উহা হইতে লোপ করিয়া ফার্‌ওয়ান বা হেরমান বা কুতমির রাখা হইবে এবং উহাকে হলুদ রঙে রঞ্জিত করা হইবে।

ভাবিয়া দেখুন, একটি কুকুর আসহাবে কাহাফের সহিত মিশিয়া গেল, অথচ তাহারা শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বহিষ্কৃত করিতে পারিলেন না। তদ্রূপ যদি কোন পাপী তৌহিদের বেষ্টনীতে পঞ্চাশ বৎসর অতিবাহিত করে, তবে কিরূপে আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার রহমত হইতে বহিষ্কৃত করিবেন।

কথিত আছে যে, কেয়ামত দিবসে উম্মতে মোহাম্মদীর একজন আলেমকে আল্লাহর হুজুরে হাজির করা হইবে। তখন আল্লাহ্ পাক জিব্রাঈলকে (আঃ) ডাকিয়া বলিবেন, 'হে জিব্রাঈল! তাহাকে (আলেম) মোহাম্মদের নিকট পৌছাইয়া দাও। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কাল বিলম্ব না করিয়া আলেমের হস্তধারণ করিয়া হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট লইয়া যাইবেন। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতদিকে পেয়ালা নিয়া হাউজে কাউসারের পানি পান করানো অবস্থায় থাকিবেন। আলেমকে দেখিবামাত্র হযরত স্বীয় অঞ্জলী মোবারক দ্বারা তাঁহাকে পানি পান করাইবেন। তখন কেহ আরজ করিবে, "হুজুর, আপনি আমাদিগকে পাত্র দ্বারা পানি পান করাইলেন, আর ঐ আলেমকে স্বীয় অঞ্জলী দ্বারা কেন পানি পান করাইলেন?" হযরত বলিবেন, অবশ্যই, কারণ মানুষ যখন দুনিয়ার কাজে ও ক্রয়-বিক্রয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তখন আলেমগন জ্ঞান-চর্চায় ও ধর্মোপদেশে রত ছিল।"

হযরত ফকিহ আবু লাইস সমরকন্দি (রহঃ) বলিয়াছেন যে, অলি আল্লাহদের সহিত বন্ধুত্ব করার এবং আল্লাহর দুশমনদের সহিত শত্রুতা করার ন্যায় উৎকৃষ্ট আমল আর নাই। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহর হুজুরে প্রার্থনা করিলেন, হে মূসা! বলত, তুমি আমার জন্য কোন আমল করিয়াছ?

হযরত মূসা (আঃ) বলিলেন, "হে প্রভু আমি আপনার জন্য নামাজ পড়িয়াছি, রোজা রাখিয়াছি, আপনার গুণগান করিয়াছি, দান খয়রাত করিয়াছি; তসবীহ তাহলিল পাঠ করিয়াছি, হজ্জ সম্পাদন করিয়াছি, আপনার কালাম পাঠ করিয়াছি এবং আপনার জেকের করিয়াছি।"

প্রত্যুত্তরে আল্লাহ পাক এরশাদ করিলেন, "হে মূসা! নামাজ তোমার ঈমানের চিহ্ন, রোজা তোমার জন্য ঢাল হইবে, দান-খয়রাত তোমাকে ছায়াদান করিবে। তসবীহ্ তাহলীলের বিনিময়ে বেহেশতে বৃক্ষ সৃষ্টি করা হইবে। আমার কালাম পাঠের বিনিময়ে হুর লাভ করিবে এবং জিকেরের বিনিময়ে তুমি নূরের জ্যোতি লাভ করিবে। হে মূসা! এসবই তো তোমার জন্য করিয়াছ। বল ত, আমার জন্য কি করিয়াছ?" তখন হযরত মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, "হে প্রভু, আপনার জন্য কি আমল করিব, বলুন?" আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিলেন, "হে মূসা! তুমি কি কখনও আমার বন্ধুদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছ এবং আমার শত্রুদের সহিত শত্রুতা করিয়াছ?" ইহাতে হযরত মূসা (আঃ) বুঝিতে পারিলেন যে, আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও আল্লাহর শত্রুর সঙ্গে শত্রুতা করার মত উৎকৃষ্ট আমল আর নাই।

অতঃপর আল্লাহ্ পাক নিকটবর্তীদের হিসাবে মনোনিবেশ করিবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, অত্যচারী জালেমেরা কোথায়? ফেরেশতাগণ একদল জালেমকে আল্লাহর নিকট হাজির করিবেন। আল্লাহ্ তাহাদের পুণ্য লইয়া মজলুম (অত্যাচারিত)কে দিয়া দিবেন। সেদিন টাকা পয়সার বিনিময় চলিবে না। এমনিভাবে দিতে দিতে যখন জালেমের আর পূণ্য থাকিবে না, তখন তিনি মাজলুমের পাপরাশি দ্বারা জালেমের আমলনামা পূর্ণ করিয়া দিবেন। আর জালেমকে হাবিয়া দোজখে পাঠাইয়া দিবেন।

সেদিন কাহারও উপর কণামাত্র জুলুম করা হইবে না। সত্যই আল্লাহ্ তাড়াতাড়ি প্রতিফল দানে সক্ষম হইবেন। এ মর্মে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদা আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ)-কে অভিযোগে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন ঃ "হে মূসা! তুমি তোমার উম্মতদিগকে মাত্র একটি কার্য হইতে বিরত থাকিতে বল, তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করাইব।" তিনি আরজ করিলেন, "হে প্রভু! উহা কি?" আল্লাহ্ এরশাদ করিলেন, "তাহারা যেন দাবীদার বা প্রাপক ও খাদেম বা বাদানুবাদকারীকে সন্তুষ্ট করে।" হযরত মূসা (আঃ) আরজ করিলেন, "যদি তৎপূর্বে মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে? আল্লাহ্ এরশাদ করিলেন, "চার প্রকারে অন্তরের অনুশোচনা বা তওবা করিয়া, রসনার দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, নয়নের পানি বর্ষণ করিয়া ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা সেবা করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে।

বেহেশতকে নিকটবর্তী করিবার বিবরণ

আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ -

"বেহেশতকে ধর্মভীরুদের নিমিত্ত নিকটবর্তী করা হইবে এবং পথভ্রষ্টদের নিমিত্ত দোজখকে উন্মুক্ত করা হইবে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে ডাকিয়া বলিবেন, হে জিব্রাঈল! ধর্মভীরুদের নিমিত্ত স্বর্গকে নিকটবর্তী কর এবং পথভ্রষ্টদের নিমিত্ত নরককে উন্মুক্ত কর। তখন বেহেশতকে আরশের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং দোজখকে উত্তর পার্শ্বে আনয়ন করা হইবে।

অতঃপর দোজখের উপরিভাগে পুলছিরাত স্থাপন করা হইবে এবং মিজানকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। আর আল্লাহ্ পাক আদম সফী উল্লাহ, ইব্রাহীম খলিল উল্লাহ, মূসা কলীম উল্লাহ, ঈসা রুহুল্লাহ্ ও তাঁহার হাবীব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ডাকিয়া মিজানের উত্তর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিবেন। আর বেহেশত ও দোজখের দারোগা যথাক্রমে রেদ্ওয়ান (আঃ) ও মালেক (আঃ)-কে বেহেশত ও দোজখের দরজাগুলি খুলিয়া দিতে বলিবেন। অবশেষে রহমতের ফেরেশতাদিগকে স্বর্গীয় পোষাক ও আজাবের ফেরেশতাদিগকে জিঞ্জির, তৌক ও কাত্রান রঞ্জিত পোষাক লইয়া আসিতে বলিবেন।

তখন কেহ সম্বোধন করিয়া বলিবে, "হে মানব সম্প্রদায়! মিজানের দিকে লক্ষ্য কর যে, অমুকের পুত্র অমুকের পাপ-পুণ্য ওজন করা হইতেছে।" আরও বলা হইবে, "হে বেহেশতবাসী! চিরতরে বেহেশতে প্রবেশ কর, সেখানে আর মৃত্যু হইবে না। আর হে দোজখবাসিগণ, তোমরাও চিরতরে দোজখে প্রবেশ করিয়া উহার যাতনা ভোগ করিতে থাক, আর তোমাদের মৃত্যু হইবে না।" যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِىَ الْاَمْرُ -

"এবং (হে মোহাম্মদ!) মানবদিগকে সেই অনুতাপের দিন সম্বন্ধে ভয় দেখান, যে দিন আল্লাহ মীমাংসার হুকুম জারী করিবেন।"

ইহজগত ও পরজগতে মানবের উপর আপতিত দুঃসময়ের বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, জানকান্দানীর প্রক্কালে যখন মানুষের নেত্রদ্বয় ফাটিয়া যায়, নাসিকাদ্বয় বিস্তৃতি লাভ করে, ওষ্ঠদ্বয় লটকাইতে থাকে, গুণ্ডদ্বয় ফ্যাকাশে বা বিবর্ণ হইয়া যায়, নখগুলি সবুজ রঙ ধারণ করে, মুখমণ্ডল ঘর্মাসিক্ত হইয়া যায়, দেহের কোমলতা কঠিন হইয়া যায়, বাকশক্তি রুদ্ধ হইয়া যায়, বান্দা উত্তর দানে ও কথোপকথনে অসমর্থ হইয়া যায়, সে তাহার কৃত পাপ-পুণ্য ও পরিত্যাক্ত ধন-সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে, আর অতীতাবস্থা অনন্তে বিলীন হইয়া যায়, আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলি ক্ষীণ হইয়া যায়, আর সমস্ত আশা-ভরসা নষ্ট হইয়া যায়, আর অঙ্গরাজি স্থানচ্যুত হইয়া যায়, আর আত্মীয়-স্বজন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সে সময়ের কষ্টের তুল্য কষ্ট আর কখনও হয় না।"

তখন সে এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, তাহার জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পাইয়া যায়। সে সময়ই শয়তান ঈমান নষ্ট করিবার জাল বিস্তার করে। সুতরাং মৃতের পক্ষে সে সময়টাই অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া থাকে। এমন সময় তওবার দরজাও বন্ধ হইয়া যায়। তখন কালেমা শাহাদত আবৃত্তির মত উৎকৃষ্ট আমল আর নাই।

আবার পরকালে যখন পুনরুত্থানের নিমিত্ত সিঙ্গায় ফুঁৎকার দেওয়া হইবে, সে সময়টা মৃতের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ। তখন সকলেই উলঙ্গাকারে কবর হইতে উঠিয়া আসিবে? আর মজলুম (অত্যচারিত) জালেমকে (অত্যচারী) ধরিয়া আল্লাহর হুজুরে হাজির করিবে। সেদিনের অবস্থা এত ভয়ঙ্কর হইবে যে,আল্লাহ স্বয়ং পাপীদিগকে প্রশ্ন করিবেন, আর ফেরেশতাগণ উহার সাক্ষ্য দান করিবেন। পরিণামে আল্লাহ্ পাক পাপীদিগকে দোজখে কঠিন শাস্তির জন্য পাঠাইয়া দিবেন এবং নেক্কারদিগকে স্বর্গীয় অনুপম সুখাবাসে বসবাস করিতে দিবেন। সেই ভীষণাবস্থা দেখিয়া গর্ভবর্তীর গর্ভপাত হইবে। মানুষ পাগলের ন্যায় ইতস্ততঃ এদিক সেদিক ছুটাছুটি করিতে থাকিবে। এ সবই তাহারা শাস্তির ভয়ে করিবে। আর বালকগণ বৃদ্ধে পরিণত হইয়া যাইবে।

সেই দিন সম্বন্ধে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً ـ

"দ্বিতীয় ফুঁৎকার একটি বিকট শব্দ ব্রৈ আর কিছুই নহে।"

তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ـ

"সেদিন কাফেরদিগেকে দলে দলে দোজখের দিকে তাড়াইয়া নেওয়া হইবে, আর ধর্মভীরুদিগকে দলে দলে বেহেশতের দিকে পরিচালিত করা হইবে।

কথিত আছে যে, সেদিন সাতটি জিনিস মানুষের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দান করিবে।

স্থান ঃ যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

يَوْمَ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا -

১। "যেদিন তাহার কর্মস্থল তাহার ভালমন্দের সাক্ষ্য দান করিবে।"

সময় ঃ যেমন–হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ সময় প্রত্যহ উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে, আমি নবদিন এবং তোমার কৃতকর্মের সাক্ষ্যদাতা।'

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ -

রসনা ঃ যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

"যেদিন তাহাদের হাত-পা ও জিহ্বা তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিবে।"

কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয় ঃ এ মর্মে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেনঃ

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ -

"এবং নিশ্চয়ই তোমাদের সহিত কেরামান কাতেবীন নামক দুইজন সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা আছেন, যাহারা তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন।"

আমলনামা। যেমন–আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ -

"ইহাই আমাদের দপ্তর, যাহা তোমাদের সম্বন্ধে সত্যাসত্য নিরূপণ করিয়া থাকে।"

আর রাওহান ফেরেশতা। যেমন–আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন ঃ

كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا -

"আমরা তোমাদের কৃতকর্মে সাক্ষ্য ছিলাম।" হে পাপী! ভাবিয়া দেখ, তোমার অবস্থা কিরূপ হইবে, যখন ইহারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করিবে।

কাল কেয়ামতে কিরূপে আমলনামা উম্মুক্ত হইবে

হযরত আবু জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেক দিন এক একটি নুতন আমলনামা তৈয়ারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুধু পাপকার্যই করে, কিন্তু তওবা করে না, তাহার ঐদিনের আমলনামা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। আর যে তওবা এস্তেগফার করে আল্লাহ্ তাহার পাপরাশি মার্জনা করিয়া দেন। ফলে তাহার আমলনামা উজ্জ্বলভাবে চমকাইতে থাকে।"

হযরত ফকিহ আবু লাইছ সমরকন্দী (রঃ) বলিয়াছেন, "প্রত্যেক বান্দার সহিত দুইজন ফেরেশতা থাকেন। তাহারা তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় ও হাসি-তামাসাজনিত প্রত্যেক কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করেন। এ মর্মে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ -

"এবং নিশ্চিয়ই তোমাদের সহিত দুইজন তত্ত্বাবধানকারী আছেন।" তাহারা প্রত্যহ সকাল বিকাল তাহার দৈনন্দিন আমল আল্লাহর হুজুরে পৌঁছাইয়া থাকে।

উপরোক্ত ১৫ই শাবান রাত্রিতে, শবেবরাত ও শবে কদরের রাত্রিতে পূর্ণ বৎসরের আমলনামাগুলি একত্রিত করা হয় এবং বেহুদা বাক্যগুলি লোপ করতঃ সীলমোহর করিয়া সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হয়। যখন তাহার জানকান্দানী আরম্ভ হয়, তখন ঐগুলি একত্রিত করা হয় এবং মৃত্যুর পর হারের আকারে তাহার গলায় লট্‌কাইয়া দেওয়া হয়। কবরে উহা তাহার গলায় লট্‌কানো থাকে। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

كُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِيْ عُنُقِهٖ -

"এবং প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তাহার গলায় লুট্‌কানো আমাদের উপর জরুরী করিয়াছি।" অর্থাৎ প্রত্যেকের আমলনামা অবশ্যই তাহার গলায় লট্‌কাইয়া দেওয়া থাকে। হার ও তৌক যেমন গলার শোভা বর্ধিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমলনামাও উহাতেই পরানো হইয়া থাকে।

কেয়ামত দিবসে খোদা বান্দার আমলনামা প্রকাশ করিবেন। সে তাহার আমলনামা উন্মুক্ত দেখিতে পাইবে। তখন তাহাকে উহা পাঠ করিতে বলা হইবে। সে উহা পাঠ করিয়া স্বীয় কৃত পাপ-পুণ্য দেখিয়া নিজ সম্বন্ধে ভাল-মন্দ ধারণা করিতে পারিবে।

কেয়ামত দিবসে আল্লাহ পাক যখন হিসাব-নিকাশ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন শিলাবৃষ্টির ন্যায় প্রত্যেকেরই আমলনামা তাহার উপর বর্ষিত হইবে। তখন ফেরেশতা ঘোষণা করিবেন, "হে অমুক! তুমি তোমার আমলনামা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ কর। হে অমুক! তুমি তোমার আমলনামা বাম হস্তে গ্রহণ কর। এবং হে অমুক! তুমি তোমার আমলনামা পশ্চাদদিক হইতে বাম হস্তে গ্রহণ কর।" সেদিন নেককার বান্দাই শুধু তাহার আমলনামা দক্ষিণ হস্তে লাভ করিবে। বদবখত পাপী তাহার আমলনামা বাম হস্তে গ্রহণ করিবে। আর বেদীন কাফের তাহার আমলনামা পশ্চাদদিক হইতে হস্তগত করিবে। এ মর্মে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا وَّيَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا -

"কিন্তু যাহার আমলনামা ডান হস্তে দেওয়া হইবে, তাহার হিসাব খুব তাড়াতাড়ি হইয়া যাইবে। আর সে খুশী মনে তাহার পরিবার-পরিজনদের কাছে প্রত্যাবর্তন করিবে।"

এই হিসাবে দেখা যায়, মানুষ হাশর মাঠে তিন দলে বিভক্ত হইবে। সেদিন কাফের বেদীন বিশেষরূপে হালাক বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ধর্মভীরু মোমেন বান্দাদের হিসাব অতি সত্বর হইয়া যাইবে, কিন্তু পাপীদের হিসাব অত্যন্ত মোনাকেশার সহিত সমাপ্ত হইবে এবং পরিণামে শাস্তি ভোগ করিয়া চিরস্থায়ী দোজখবাস হইতে পরিত্রাণ পাইবে।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, মানুষকে সে পর্যন্ত আল্লাহ পাকের হুজুরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে বান্দা!, ইহাতে যাহা কিছু আছে এ সবই তুমি করিয়াছ, না আমার ফেরেশতাগণ নিজের খেয়াল-খুশী মত লিখিয়া রাখিয়াছে?" বান্দা বিনীতভাবে আরজ করিবে, "না প্রভু! আমি নিজেই এসব করিয়াছি।" অবশেষে আল্লাহ তাহাকে বলিবেন, 'হে বান্দা! ইহজগতে আমি

এসবই গোপন রাখিয়াছি। যাও, আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। সুতরাং নিশ্চিন্তে তুমি আজ বেহেশতে প্রবেশ কর। আজ সবই ক্ষমা করিয়া দিলাম।" আল্লাহর ফজলে এ ব্যক্তি মোনাকেশার পর রেহাই পাইবে।

যাহার হিসাব সহজ হইবে, তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন যে, যাহার আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে, তাহার হিসাব অতি সত্বর হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে কেহ হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর, সহজ হিসাব কিরূপ হইবে? হযরত ফরমাইলেন, "বান্দা তাহার আমলনামার প্রতি তাকাইয়া থাকিবে, আর অমনি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

কথিত আছে যে, আল্লাহ পাক কেয়ামত দিবসে মোমেন বান্দাদের সহিত এমন ব্যবহার করিবেন, যেমন হযরত ইউসূফ (আঃ) তাহার ভাইদের সহিত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আজ তোমাদিগকে কোন দোষারোপ করা হইবে না।" সেইরূপ আল্লাহ্ বলিবেন, "হে আমার বান্দা, পৃথিবীতে কি কাজ করিয়াছ জান? প্রত্যুত্তরে 'জানি' বা জানি না' বলিবার শক্তি ও সাহস কাহারও হইবে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ পাক হিসাব-নিকাশে মনোনিবেশ করিবেন, তখন কেহ দয়ালু প্রভুর পক্ষ হইতে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করিবে, হে কোরায়েশ বংশীয় নবী, হে হাশেমী বংশীয় নবী, আপনি কোথায়?" এতদশ্রবণে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের নীচে আগমন পূর্বক আল্লাহর এত গুণগান ও প্রশংসা করিবেন যে, সমস্ত সৃষ্টজীব উহাতে আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইবে।

অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার উম্মতদিগকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত না করিবার জন্য আল্লাহর হুজুরে প্রার্থনা করিবেন। আল্লাহ তাঁহার উম্মতদিগকে হাজির করিতে বলিবেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনই তাহাদিগকে আল্লাহর হুজুরে হাজির হইতে বলিবেন। তখনই তাহারা তাহাদের নিজ নিজ কবরের উপর দণ্ডায়মান থাকিবে। এমতাবস্থায়ই আল্লাহ্ তাহাদের হিসাব লইতে আরম্ভ করিবেন। তন্মধ্যে আল্লাহ্ যাহাদের সহজ হিসাব নিবেন, তাহাদের উপর মোটেই রাগান্বিত হইবেন না। তিনি তাহাদের পাপগুলিকে তাহাদের আমলনামার অভ্যন্তরে এবং পুণ্যগুলিকে উহার উপরে রাখিয়া দিবেন। আর তাহাদের মাথায় হীরা ও মণিমুক্তা খচিত এক একটি তাজ (টুপি) এবং প্রত্যেককে সত্তরটি হোল্লা (স্বর্গীয় পোষাক) পরাইয়া দিবেন। অধিকন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য ও মোতির তিনটি কাঙ্গন দ্বারাও তাহাদিগকে শোভিত

করিবেন। অতঃপর তাহারা তাহাদের মোমেন মুসলমান ভাইদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে না। তখন তাহাদের দক্ষিণ হস্তে তাহাদের আমলনামা চমকাইতে থাকিবে। উহাতে তাহাদের পুণ্যগুলিও নরক-আযাব হইতে পরিত্রাণের সুসংবাদের সহিত চিরকাল বেহেশতে বাসের হুকুমও লেখা থাকিবে। আর তাহারা তাহাদের বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, তোমরা কি আমাকে চিন না? আমি অমুকের পুত্র অমুক। পরম করুণাময় আল্লাহ্ আমাকে সম্মান দান করিয়াছেন, আর দোজখের আযাব হইতে রক্ষা করিয়াছেন এবং চিরকাল বেহেশতে বসবাস করিবার অনুমতি দিয়াছেন।"

আর এক সম্প্রদায় তাহাদের বাম হস্তে আমলনামা দান করা হইবে। তাহাদের পাপরাশি তাহাদের আমলনামার প্রথমে সন্নিবেশিত হইবে, ফলে তাহাদিগকে কঠিন আজাব ভোগ করিতে হইবে। এমনকি তাহাদের সৎ কার্য ও পুণ্যগুলি বিবেচনা করা হইবে না। তাহাদের দন্তরাজির এক একটি যথাক্রমে মক্কা মদীনার কোবায়েছ ওহুদ পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড হইবে। তাহাদিগকে আগুনের টুপি ও গলিত তাম্রের পোষাক পরানো হইবে। তাহাদের গলায় গন্ধকের পাহাড় বাঁধিয়া শিখা বিশিষ্ট অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে। আর তাহাদের হস্তদ্বয় তাহাদের ঘাড়ের উপর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের মুখমণ্ডল অত্যন্ত কাল হইবে, কিন্তু চক্ষু দুইটি রক্তজবার মত টকটকে লাল হইবে। যখন তাহারা তাহাদের বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে, তখন তাহারা তাহাদের ভয়ে পালাইতে আরম্ভ করিবে। মোটেই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে না। তখন তাহারা প্রত্যেকে বলিবে, আমি অমুকের পুত্র অমুক।" অবশেষে কাফেরদিগকে ফেরেশতাগণ অধঃমুখ করিয়া দোজখে টানিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহারা তাহাদের আমলনামা পশ্চাদদিক হইতে বাম হাতে পাইবে। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ "যখন কাফেরদিগকে নাম ধরিয়া হিসাবের জন্য ডাকা হইবে, তখন একজন আজাবের ফেরেশতা তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পশ্চাদদিকে তাহার হাত বাহির করিয়া তাহার আমলনামা প্রদান করিবে। নাউজুবিল্লাহ মিনহু।

কিরূপে মিজান বা তুলাদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা হইবে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ পাক একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপর মিজান বা তুলাদণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। স্তম্ভটি মাশরেক মাগরেবের তুল্য দীর্ঘ হইবে। মিজানের পাল্লা দুইটি ভূ-পৃষ্ঠের তুল্য প্রশস্ত হইবে। নেকের পাল্লাটি আরশের দক্ষিণ দিকে এবং বদের পাল্লাটি আরশের উত্তর দিকে হইবে। পঞ্চাশ সহস্র বৎসরের তুল্য দিনে ওজন করিবার নিমিত্ত পাপ-পুণ্য তুলাদণ্ডের মধ্যস্থলে পাহাড়ের মত স্তুপাকারে রাখা হইবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে যে, নিরানব্বই সহিফা বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে মিজানের নিকট হাজির করা হইবে। আর তাহার প্রত্যেকটি পাপ-পুণ্য সহিফা দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত দীর্ঘ হইবে। এসবই পাপের পাল্লায় রাখার পর, কলেমা শাহাদাত লিখিত অঙ্গুলির ন্যায় সরু একখণ্ড কাগজ নেকের পাল্লায় রাখা হইবে। আর অমনিই বদের পাল্লাটি হালকা হইয়া উপরে উঠিয়া যাইবে। এ মর্মে আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ -

"কিন্তু যাহার নেকের পল্লা ভারী হইবে, সে পরম আনন্দে বেহেশতে বসবাস করিবে।"

তিনি আরও এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وَّمَا اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ نَارٌحَامِيَةٌ -

"আর যাহার নেকের পাল্লা হালকা হইবে, তাহার ঠিকানা হাবিয়ায় হইবে। তুমি কি জান উহা কি? উহা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড।"

পুলছিরাতের বিবরণ

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তায়ালা দোজখের উপরিভাগে একটি অতি পিচ্ছিল সেতু স্থাপন করিবেন। উহাতে সাতটি সেতু থাকিবে। প্রত্যেক সেতু ত্রিশ সহস্র বৎসরের দূরত্বের সমান দীর্ঘ হইবে। উহাতে উর্ধ্বগামী সহস্র বৎসরের দূরত্বের সমান দীর্ঘ হইবে। উহাতে উধঃগামী সহস্র বৎসরের এবং মধ্যস্থলে সহস্র বৎসরের সমতল পথ থাকিবে। সেতুগুলি কেশের ন্যায় তীক্ষ্ণ এবং রজনীর অন্ধকার হইতে অধিক অন্ধকারময় হইবে। অধিকন্তু সেতুর উপর তীক্ষ্ণ বর্শার ফলকের মত কাঁটা থাকিবে।

আল্লাহর আদেশসমূহ প্রতিপালন সম্বন্ধে বান্দাকে উহার বিভিন্ন ঘাঁটিতে জিজ্ঞাসার জন্য আটক করা হইবে। প্রথম ঘাঁটিতে ঈমান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। বান্দা যদি কুফর ও রিয়া হইতে ঈমানকে পবিত্র রাখিয়া থাকে, তবেই তাহাকে ক্ষমা করা হইবে, অন্যথায় দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। দ্বিতীয় ঘাঁটিতে নামাজ সম্বন্ধে, তৃতীয় ঘাঁটিতে যাকাত সম্বন্ধে, চতুর্থ ঘাঁটিতে রোজা সম্বন্ধে, পঞ্চম ঘাঁটিতে হজ্জ্ব ও ওমরা সম্বন্ধে, ষষ্ঠ ঘাঁটিতে অজু ও ফরজ গোসল সম্বন্ধে এবং সপ্তম ঘাঁটিতে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও অসৎ ব্যবহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। এই সকল ঘাঁটিতে যথাযথ উত্তর দানে সমর্থ হইলে বান্দা নিরাপদে উহা অতিক্রম করিয়া বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে। অন্যথা নিম্নে জলন্ত অনলকুণ্ডে পড়িয়া কষ্ট পাইতে থাকিবে।

হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, সেদিন হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ঘাঁটি হইতে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিবেন, প্রভু! আমার উম্মতদিগকে ক্ষমা করুন, প্রভু! আমার উম্মতদিগকে ক্ষমা করুন।"তখন উহাতে এত ভিড় জমিয়া যাইবে যে, পরস্পর পরস্পরের উপর চড়িয়া বসিবে। আর সেতু প্রবল বাতাসে সমুদ্র বক্ষে আন্দোলিত জাহাজের ন্যায় আন্দোলিত হইবে। এতদ্‌সত্ত্বেও যাহারা রক্ষা পাওয়ার তাহারা আল্লাহর ফজলে পার হইয়া যাইবে। তন্মধ্যে প্রথম দল চক্ষুর জ্যোতি হরণকারী বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুতবেগে, দ্বিতীয় দল প্রবলবেগে ধাবিত বাতাসের ন্যায়, তৃতীয় দল দ্রুতগামী পাখীর ন্যায়, চতুর্থ দল দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায়, পঞ্চম দল

দ্রুতগামী পথিকের ন্যায়, ষষ্ঠ দল দুর্বল পথিকের ন্যায় ধীরে ধীরে, সপ্তম দল দ্রুতগামী উষ্ট্রের ন্যায়, অষ্টম দল গর্ভবর্তী নারীর ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া, নবম দল ব্যাঘ্রের ন্যায় দৌড়াইয়া অতিক্রম করিবে। আর একদল উহার উপরে দাঁড়াইয়া থাকিবে, তাহারা চলতে ও অতিক্রম করিতে পারিবে না। অতিক্রমকারীরা কেহ একদিনে, কেহ এক মাসে, কেহ এক বৎসরে, কেহ দুই বৎসরে, কেহ তিন বৎসরে এমনিভাবে ক্রমে ক্রমে অধিক সময়ে পুলছিরাত অতিক্রম করিবে। সর্বশেষ ব্যক্তি পঁচিশ সহস্র বৎসরে উহা অতিক্রম করিবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যখন মানুষ সেতু অতিক্রম করিতে থাকিবে, তখন তাহাদের অগ্রে পশ্চাতে, ঊর্ধ্বে-নিচে, উত্তরে দক্ষিণে চতুর্দিকে কেবল আগুনই জ্বলিতে থাকিবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا - ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا -

"এবং তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যাহাকে দোজখ বা পুলছিরাত অতিক্রম করিতে হইবে না। তোমার প্রভু অবশ্যই উহা অতিক্রম করাইবেন। অতঃপর আমরা প্রত্যেক ধর্মভীরুদিগকে রক্ষা করিব, আর জালেমদিগকে উহাতে (দোজখে) উপুড় করিয়া নিক্ষেপ করিব।"

নরকাগ্নি তাহাদের নাড়িভুড়ি, হাড়-মাংস, চামড়া ইত্যাদিকে দগ্ধ করিয়া কয়লায় পরিণত করিয়া ফেলিবে। আবার কেহ নিশ্চিন্তে নিরাপদে উহা অতিক্রম করিয়া যাইবে। এমনকি অগ্নি তাহাদিগকে স্পর্শও করিবে না। অধিকন্তু সে পার হইয়া বলিবে, "কই পুলছিরাত কোথায়?" উত্তরে ফেরেশতাগণ বলিবে, "হে আল্লাহর বান্দা! তুমি আল্লাহর ফজলে উহা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ।"

হাদীস শরীফে আর বর্ণিত আছে যে, একদল লোক আগুনের ভয়ে পুলছিরাতের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিবে। হঠাৎ হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন "কেন তোমরা দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছ?" তাহারা বলিবে, আগুনের ভয়ে!" পুনঃ তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, পৃথিবীতে তোমরা কিরূপে সমুদ্র অতিক্রম করিয়াছিলে?" তাহার বলিবে, "নৌকা বা জাহাজে আরোহণ করিয়া।" তখন ফেরেশতাগণ তাহাদের জন্য ঐ মসজিদগুলিকে নৌকা বা জাহাজের আকৃতিতে হাজির করিবে, যাহাতে তাহারা

জামাতের সহিত নামাজ আদায় করিয়াছে। অবশেষে তাহারা ঐগুলিতে আরোহণ করিয়া পুলছিরাত পার হইয়া যাইবে। তখন তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া বলা হইবে "এইগুলিই সেই মসজিদ, যাহাতে তোমরা জামাতে নামাজ আদায় করিতে।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে এক ব্যক্তিকে হাজির করা হইবে, যাহার পাপরাশি পুণ্য হইতে অত্যাধিক হইবে। তাই তাহাকে দোজখে নিক্ষেপের হুকুম দেওয়া হইবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে বলিবেন, হে জিব্রাঈল! তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি কখনও কোন এলমের মজলিশে বসিয়াছিল? তাহা হইলে তাহাকে আলেমের সুপারিশ ক্রমে ক্ষমা করিব।" জিজ্ঞাসার পর সে বলিবে যে, সে কখনও কোন আলেমের নিকট বসে নাই। তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আরজ করিবেন, হে প্রভু! তুমি তোমার বান্দার অবস্থা ভালভাবেই অবগত আছ।" আল্লাহ পুনঃ বলিবেন, "যাও তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি কোন আলেমের সহিত ভালবাসা রাখিয়াছিল?" আল্লাহর বান্দা বলিবে, "না, তাও করি নাই। আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, সে কি কখনও একই দস্তরখানে বসিয়া আলেমের সহিত খাইয়াছে? উত্তরে বান্দা বলিবে, "না, খাই নাই।" পুনঃ আল্লাহ্ জিব্রাঈল (আঃ)-কে বলিবেন, "তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি কখনও এমন ঘরে বাস করিয়াছে যাহাতে কোন আলেম বাস করিত? জিজ্ঞাসার পর বন্দা বলিবে, না, এক ঘরে বাসও করি নাই।" আবার আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করিতে বলিবেন, সে কি কোন আলেমের নামে তাহার পুত্রের নাম রাখিয়াছে? যদি ইহাও করিয়া থাকে তবুও আমি তাহাকে ক্ষমা করিব।" ইহাও পাওয়া যাইবে না। অবশেষে আল্লাহ্ হযরত জিব্রাইলকে (আঃ) বলিবেন, তুমি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কি এমন কাহাকেও ভালবাসিয়াছে, যে আলেমকে, ভালবাসিয়াছে?" এবার সে বলিবে, 'হ্যাঁ ইহা করিয়াছি।" তখন হযরত জিব্রাঈলকে (আঃ) আল্লাহ আদেশ করিবেন, যাও, তাহাকে হাত ধরিয়া বেহেশতে পৌঁছাইয়া দাও। কারণ সে দুনিয়াতে ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসিয়াছে, যে আলেমকে ভালবাসিয়াছে।"

হাদীস শরীফে এরূপও বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিবসে মসজিদকে সাদা উটের আকৃতিতে হাশরের মাঠে হাজির করা হইবে। উহাদের পাগুলি আম্বরের হইবে। ঘাড় জাফরানের এবং মাথা মেশকের ও পিঠ সবুজ জবরজদের তৈয়ারী হইবে। উহাদের পিঠে জামাতে নামাজ আদায়কারীগণ আরোহণ করিবে এবং মেয়াজ্জেনগণ উহার লাগাম ধরিয়া ও ইমামগণ উহা তাড়াইয়া হাশর মাঠে লইয়া

যাইবে। তখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে, তাহারা কি কোন মোকার্‌রব ফেরেশতা, না কোন নবী-রাসূল?" প্রত্যুত্তরে বলা হইবে, "হে হাশরবাসিগণ, তাহারা কোন মোকার্‌রব ফেরেশতা বা নবী-রাসূল নহে, বরং তাহারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ সকল উম্মত, যাহারা জামাতের সহিত পাঞ্জেগানা নামাজ আদায় করিয়াছিল।"

কথিত আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা দরদাইল নামক একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করিয়াছেন। পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তাহার দুইখানা পাখা আছে। তাহার মাগরেবী (পশ্চিমীয়) পাখা ইয়াকুতে এবং মাশরেকী (পূর্বীয়) পাখা সবুজ জবর্‌জদে তৈয়ারী হইবে। ঐগুলি মণিমুক্তা ইয়াকুত ও মারজান খচিত হইব। তাহার মাথা আরশের নীচে এবং পদদ্বয় সপ্ত পাতালের নীচে থাকিবে। তিনি প্রত্যেক রমজান রজনীতে অতি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকেন, এমন কোন প্রার্থনাকারী আছে কি আল্লাহ যাহার প্রার্থনা কবুল করিবেন? কোন যাঞ্চাকারী আছে কি, যাহাকে দেওয়া হইবে? কোন তওবাকারী আছে কি, যাহার তওবা আল্লাহ্ এখনই কবুল করিবেন? এমন কোন ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি, এই রাত্রতে যাহাকে ক্ষমা করা হইবে?" তিনি প্রাতঃকাল পর্যন্ত এরূপ ঘোষণা করিয়া থাকেন।

দোজখের বিবরণ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করিলেন। হযরত তাঁহাকে দোজখের বর্ণনা দিতে বলিলেন। প্রত্যুত্তরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ পাক দোজখকে সৃষ্টি করিয়া সহস্র বৎসর পর্যন্ত উহাকে প্রজ্জ্বলিত করিলে উহা লোহিত বরণ ধারন করিল। আর সহস্র বৎসর প্রজ্জ্বলিত হইবার ফলে উহা অমানিশার অন্ধকারের মত গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণে পরিণত হইয়া যায়। উহার উষ্ণতা ও শিখা কখনও নির্বাপিত হইবে না।

হযরত মোজাহেদ (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, দোজখে উটের ঘাড়ের মত এক প্রকার ভীষণ সর্প ও কুৎসিৎ খচ্চরের মত এক প্রকার বিচ্ছু আছে। উহাদের ভয়ে দোজখবাসিগণ উহাতে পলাইতে থাকিবে। কিন্তু উহারা তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া চঞ্চু দ্বারা গ্রাস করিবে ও তাহাদের মাথা ও নখ ভিন্ন সমুদয় দেহের চামড়া টানিয়া বাহির করিয়া ফেলিবে। দোজখের মধ্যে পলাইয়াও তাহারা উহাদের নির্যাতন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হারেস (রাঃ) হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, দোজখের মাঝে উটের ঘাড়ের মত এক প্রকার সর্প আছে, উহা এত ভীষণ হইবে যে, একবার কাহাকেও দংশন করিলে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত উহার যাতনা বিদ্যমান থাকিবে। আর খচ্চরের মত আর এক প্রকার বিচ্ছু আছে, উহা দংশন করিলেও উহার বিষক্রিয়া চল্লিশ বৎসর স্থায়ী থাকিবে।

হযরত আমামা (রাঃ) যথাক্রমে এজিদ ইবনে ওয়াহাব ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে রেওয়াতে করিয়াছেন যে, হযরত ফরমাইয়াছেন, তোমাদের ব্যবহার্য অগ্নি দোজখাগ্নির তুলনায় সত্তর ভাগের একভাগ তেজবিশিষ্ট। দুনিয়ার আগুন যদি পানিতে ধৌত করা হয়, তবে আদৌ ব্যবহারের যোগ্য থাকে না। দুনিয়ার অগ্নি জাহান্নামের অগ্নি হইতে আল্লাহর সমীপে ফানাহ্ কামনা করিয়া থাকে।

হাদীস শরীফে আর বর্ণিত আছে যে, একদা আল্লাহ্ পাক হযরত জিব্রাঈল (আঃ) কে আদেশ করিলেন, যাও, তুমি মালেকের নিকট হইতে সামান্য আগুন

নিয়া আদমকে ব্যবহারের জন্য দান কর।” আগুন চাহিলে হযরত মালেক (আঃ) জিব্রাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি পরিমাণ অগ্নি লইতে চান? হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, এক আঙ্গুলির মাথার তুল্য আগুন চাই। হযরত মালেক (আঃ) বলিলেন, এ পরিমাণ অগ্নি সপ্তাকাশ ও সপ্ত জমীন গলাইয়া ফেলিবে। তিনি আরও বলিলেন, হে বন্ধু! অর্ধাঙ্গুলি পরিমাণ অগ্নির প্রভাবেও বৃষ্টি বর্ষণ ও তরুলতা জন্মানো বন্ধ হইয়া যাইবে। অতঃপর জিব্রাঈল (আঃ) আগুনের পরিমাণ সম্বন্ধে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহ্ বলিলেন, হে জিব্রাঈল, মাত্র অণু পরিমাণ আগুনকে সপ্তসাগরে সত্তর বার ধৌত করিয়া আদমকে রন্ধনের কাজে লাগাইতে দাও। আদেশানুসারে তিনি অণু পরিমাণ আগুন লইয়া সত্তর বার দৌত করিয়া সর্বোচ্চ পাহাড়ের উপর রাখিয়া দেন, কিন্তু সেই অগ্নি পাহাড়কে দ্রবীভূত করিয়া জাহান্নামে উহার আদি স্থানে নামিয়া গেল। পশ্চাতে প্রস্তর খণ্ড ও লৌহ মাঝে উহার ধুম্ররাশি ত্যাগ করিয়া গেল। উহার পরিত্যক্ত ধুম্ররাশি অদ্যবধি ব্যবহার উপযোগী অগ্নি সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। হে মোমেনগণ! উহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করুন।

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, নিকৃষ্টতম জাহান্নামীকে মাত্র একজোড়া আগুনের জুতা পরান হইবে। উহারই প্রভাবে তাহার মস্তিষ্ক টগ্‌বগ্ করিতে করিতে মাথা ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া যাইবে। এমনকি উদরস্থ সমুদয় বস্তু বাহ্যনালী দিয়া গলিয়া পড়িয়া যাইবে। আর সে মনে করিবে, তাহাকেই সব চেয়ে কঠিন শাস্তি দান করা হইতেছে, সত্যই সেই-ই নিকৃষ্টতম নরকী হইবে।

দোজখী আজাবের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত হযরত মালেক (আঃ)-কে ডাকাডাকি করিতে থাকিবে, কিন্তু তিনি কোন উত্তর করিবেন না। অবশেষে বহুকাল পর তিনি বলিবেন, “হে দোজখবাসিগণ, ডাকাডাকি ও চীৎকার করিও না, ইহাতে কোন ফল হইবে না্ উপরন্তু এ যাতনা অনন্তকাল তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। পুনরায় তাহারা খোদার নিকট ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। আর বলিবে, হে প্রভু! আমাদিগকে ক্ষমা করুন। আর এই যাতনা হইতে রেহাই দিন। পুনঃ আর এমন অন্যায় করিব না। বহুকাল নিরুত্তরের পর বলা হইবে, হে নরকিগণ, রোনাজারিতে কোন লাভ হইবে না। লাঞ্ছিত ও নির্বাক যাতনা ভোগ করিতে থাক। তোমাদের প্রতি কোন দয়া করা হইবে না।”

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তারপর তাহারা আর ডাকাডাকি করিবে না। এমনকি বাক্যালাপ পর্যন্ত করিতে পারিবে না। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কসম করিয়া বলিয়াছেন, "হে নবী, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার কসম, যদি দোজখবাসীদের একখানা বস্ত্র আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে ঝুলানো হইত, তবে উহার প্রখর উষ্ণতায় ও দুর্গন্ধে জগদ্বাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ঐ খোদার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, যদি সূচাগ্র পরিমাণ জাহান্নামের আগুন পৃথিবীতে রাখা হইত, তবে সমুদয় জগদ্বাসী মরিয়া যাইত। আর ঐ খোদার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, যদি কোরআনে বর্ণিত জিঞ্জিরের একহাত পরিমাণ কোন পাহাড়ে রাখা হইত, পাহাড় ও জমীন গলাইয়া উহা সপ্ততল জমীনের নীচে নামিয়া যাইত। হে নবী! ঐ খোদার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, দোজখীদের শাস্তির মত যদি কাহাকেও পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে শাস্তি দান করা হইত, তাহাতেই পূর্ব প্রান্তবাসী উহার প্রচণ্ডতায় ও ভয়ংকরতায় দগ্ধীভূত হইয়া যাইত। জাহান্নাম অত্যন্ত ভীষণ ও অতি ভয়ঙ্কর গভীর অগ্নিকুণ্ড হইবে। লৌহ উহার ইন্ধন হইবে। উষ্ণ জল ও পীপ (পুঁজ ও পঁচা রক্ত) দোজখবাসীদের পানীয় হইবে। কাতরান (আলকাতরা) নির্মিত কাপড় উহাদের পরিধেয় বস্ত্র হইবে।"

দোজখের দরজার বিবরণ

দোজখের মোট সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজা নির্দিষ্ট নর-নারীর নিমিত্ত সর্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। প্রত্যেকটি দরজা ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে গিয়াছে এবং পরস্পরের দূরত্ব সত্তর বৎসরের পথ হইবে। আর প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্করতায়ও উহা অনুরূপ হইবে।

একদা হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাঈল আমিনকে দোজখ ও উহাদের অধিবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রত্যুত্তরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, "হে বন্ধু নবীবর! উহার প্রথম দ্বার হাবিয়া' নামে অভিহিত এবং উহাতে মোনাফেক বা কপটাচারী, ফেরাউনের বংশধর ও আসহাবে মায়েদার কাফেরবৃন্দ নিক্ষিপ্ত হইবে। দ্বিতীয় দ্বারের নাম লাজ্জা'। উহাতে ইবলিস খবীছ, তাহার অনুসারীবৃন্দ ও অগ্নি উপাসকগণ নিক্ষিপ্ত হইবে। তৃতীয় দ্বারের নাম হোতামা'। উহাতে ইহুদিগণ নিক্ষিপ্ত হইয়া কঠিন যাতনা ভোগ করিবে। চতুর্থ দ্বারের নাম 'ছায়ীর' উহাতে নাছারাগণ নিক্ষিপ্ত হইবে। পঞ্চম দ্বারের নাম 'সাকার'; উহা সায়েব বা তারকা পূজকদের জন্য নির্দিষ্ট রহিয়াছে। ষষ্ঠ দ্বারের নাম 'জাহিম' উহাতে মোশরেক বা অংশীবাদী কাফের নিক্ষিপ্ত হইবে। সপ্তম দ্বারের নাম 'জাহান্নাম'। এই বলিয়া হযরত জিব্রাঈল (আঃ) চুপ করিয়া রহিলেন। হযরত নবীবর পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বন্ধু! উহার অধিবাসী সম্বন্ধে আপনি কেন মৌনতা অবলম্বন করিলেন? সত্বর আমাকে উহার অধিবাসীর কথা বলুন।" তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, "হে নবীবর, উহাতে আপনার উম্মতের যাহারা গুনাহ কবীরা করিয়া বিনা তৌবায় মৃত্যুবরণ করিবে, তাহারা নিক্ষিপ্ত হইবে।"

এতদশ্রবণে হযরত বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁহার পবিত্র মস্তক স্বীয় কোলে উঠাইয়া লইলেন। আর অমনি হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৈতন্য লাভ করিয়া আরজ করিলেন, হে বন্ধু জিব্রাঈল, আমার উম্মতের দুর্দশা এবং নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্তের সংবাদ আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত করিয়াছে। কিছুতেই আমার চিন্তা ও ভীতি কমিতেছে না। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, 'হ্যাঁ, আপনার পাপী উম্মতদিগকে নরকে নিক্ষেপ করা হইবে।" হযরত জিব্রাঈলের (আঃ) এ উক্তি শ্রবণে নবী করিম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জার জার হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত জিব্রাঈল স্বীয় ক্রন্দন সংবরণ করিতে না পারিয়া হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি পুনঃ জিব্রাঈল (আঃ)-কে বলিলেন, "হে বন্ধু জিব্রাঈল, আপনি কেন ক্রন্দন করিতেছেন? আপনি ত রুহুল আমিন, আল্লাহর আজ্ঞাবহ।" তিনি বলিলেন, আমাকেও যদি হারুত-মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের মত আজমাইশ করা হয়, সেই ভয়ে ক্রন্দন করিতেছি।" তখন আল্লাহ তাঁহাদিগকে অবগত করাইলেন, "হে মোহাম্মদ ও জিব্রাঈল! আমি তোমাদিগকে নরকাগ্নি হইতে মুক্তি দান করিয়াছি! সুতরাং তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে ক্রন্দন করিতে থাক।"

জাহান্নামের বিবরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কাল কেয়ামতে জাহান্নামকে সপ্ততল জমীনসহ আরশের উত্তরাংশে এমন অবস্থায় হাজির করা হইবে যে, উহার চতুর্দিকে সত্তর হাজার ফেরেশতার কাতার থাকিবে এবং প্রত্যেক কাতারে দানব-মানবের সত্তর হাজার গুণ ফেরেশতা থাকিবে। তাহারা সকলে সজোরে উহার লাগাম ধরিয়া টানিবে। তখন জাহান্নাম চারটি স্তম্ভের উপর অবিস্থত থাকিবে। প্রত্যেক স্তম্ভ সহস্র বৎসরের দূরে থাকিবে। সেদিন জাহান্নামের ত্রিশ সহস্র মস্তক ও প্রত্যেক মস্তকে ত্রিশ সহস্র মুখমণ্ডল হইবে। প্রত্যেক মুখে ওহুদ পর্বতের সহস্র গুণ বড় ত্রিশ সহস্র তীক্ষ্ণ দন্ত থাকিবে। উহার প্রত্যেক মুখগহ্বরে পৃথিবীতুল্য দুইটি ওষ্ঠ থাকিবে এবং প্রত্যেক ওষ্ঠে সত্তর হাজার কড়া বিশিষ্ট লৌহের জিঞ্জির থাকিবে। আর প্রত্যেক কড়া অগণিত ফেরেশতার দ্বারা দৃঢ় হস্তে ধৃত হইয়া আরশের উত্তরাংশে আনা হইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ -

"জাহান্নাম বিরাট সৌধ তুল্য প্রকাণ্ড স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিবে।"

পাপীদিগকে কিরূপে দোজখের দিকে তাড়াইয়া লওয়া হইবে

কথিত আছে যে, আল্লাহর দুশমন কাফেরদিগকে এমতাবস্থায় দোজখের দিকে তাড়াইয়া লওয়া হইবে যে, তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও নেত্রদ্বয় কুরঞ্জিত রঙ্গে রঞ্জিত হইবে। আর তাহাদের মুখে মোহর করিয়া দেওয়া হইবে। ফলে, তাহারা কোন কথাই বলিতে পারিবে না। উহাদিগকে দোজখের দ্বারে পৌঁছাইবা মাত্র আজাবের ফেরেশতা জিঞ্জির ও তৌক লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইবে। আর ঐ তৌকগুলিকে মুখের মধ্যে দিয়া প্রবেশ করাইয়া বাহ্যনালী দিয়া বাহির করিয়া আনিবে। নরকীদের দক্ষিণ হস্ত তাহাদের ঘাড়ের উপর বাঁধিয়া দিবে এবং উত্তর হস্তকে অন্তরের ভিতর দিয়া প্রবেশ করাইয়া বক্ষের মধ্য দিয়া সজোরে বাহির করিয়া দৃঢ়ভাবে জিঞ্জরাবদ্ধ করিবে।

একই জিঞ্জিরে এক একজন নরকীর সহিত একটি শয়তানকেও শৃঙ্খলা বন্ধ করা হইবে। কেহ অধঃমুখী করিয়া তাহাদিগকে টানিয়া লইতে থাকিবে। আর কেহ লোহার হাতুড়ি দ্বারা বেদমভাবে প্রহার করিতে থাকিবে। যখনই উহারা নরক হইতে বাহির হইতে চাহিবে, তখনই আরও বেদমভাবে প্রহৃত হইবে। আর বলা হইবে, আজ নরক আজাব আস্বাদন করিয়া দেখ, মজাটা কেমন!" এ মর্মে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

كُلَّمَآ اَرَادُوْٓا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ -

"যখনই তাহারা দোজখের বহির্ভূত হইতে চাহিবে, তখনই তাহাদিগকে উহাতে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইবে। আর বলা হইবে, নরকাগ্নিকে মিথ্যা বলিয়া ঠাট্টা করিতে, আজ উহার স্বাদ-আস্বাদন করিয়া দেখ' (মজাটা কেমন)।"

একদা হযরত ফতেমা (রাঃ) তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতদিগকেও কি তাড়াইয়া দোজখের দিকে নেয়া হইবে এবং কিরূপেই বা তাহাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে?" প্রত্যুত্তরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ফাতেমা! আমার

উম্মতদিগকে তাড়াইয়া দোজখের দিকে লওয়া হইবে, কিন্তু তাহাদের মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ও চক্ষু কুরঞ্জি রঙের হইবে না। আর তাহাদের মুখে মোহর করা হইবে না ও তাহাদিগকে শয়তানের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধও করা হইবে না। এমনকি, তাহাদিগকে তৌক ও জিঞ্জিরাবদ্ধ করা হইবে না।"

হযরত ফাতেমা (রাঃ) আরও জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে তাহাদিগকে কিরূপে বন্ধন করা হইবে এবং তাহারা কাহারা হইবে? হযরত ফরমাইলেন, আমার তিন প্রকারের উম্মতদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। যাহারা বৃদ্ধ পাপী, যুবক গুনাহগার ও বদকার নারী। পুরুষদের দাড়ি ধরিয়া এবং নারীদের কেশগুচ্ছ ধরিয়া টানিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে। আর সে ওয়া শাইবা, ওয়া জোয়াফা (হায় বার্ধক্য, হায় দুর্বলতা)' বলিয়া চীৎকার করিবে। আর বহু সংখ্যক যুবককেও কালো দাঁড়ি ধরিয়া দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে এবং তাহারা ওয়া ফজিহতা, ওয়া হাতামা, ওয়া হোরমতা' বলিয়া করুণ ক্রন্দন করিতে থাকিবে। যখন তাহাদিগকে মালেকের (আঃ) নিকট পৌঁছান হইবে, তখন তিনি অনুসারীগিদকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "হে ফেরেশতাগণ, বল উহারা কারা? এমন আশ্চর্য ধরনের পাপী এ যাবত আমার কাছে আনা হয় নাই। ইহাদের মুখমণ্ডল কালোও নয়। আর উহাদিগকে তৌক ও জিঞ্জির পরান হয় নাই।" তাহারা কোন বর্ণনা দিতে পারিবে না। বরং তাহারা বলিবে, এমনভাবে আনিতেই আমাদিগকে আদেশ করা হইয়োছে "হে পাপিগণ, তোমরা কে? তাহারা বলিবে, আমরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত।"

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ফেরেশতাগণ পাপীদিগকে টানিয়া লওয়ার সময় তাহারা হে মোহাম্মদ (সাঃ)! বলিয়া ডাকিতে থাকিবে, কিন্তু মালেক (আঃ)-কে দেখিবামাত্র হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম মোবারকও ভুলিয়া যাইবে। হযরত মালেক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তোমরা কারা? তাহারা বলিবে, আমরা সেই নবীর উম্মত, যাহার উপর কোরআন পাক অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং রমজানের রোজা ফরজ হইয়াছিল।" মালেক বলিবেন, তবে তোমরা কি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত? কারণ, কোরআন তাঁহার উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল।" এতদশ্রবণে তাহারা সমস্বরে ইয়া মোহাম্মদু, ইয়া মোহাম্মদু বলিয়া ফরিয়াদ করিয়া উঠিবে। আর বলিবে, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা তাঁহারই উম্মত।"হযরত মালেক (আঃ) আরও বলিবেন, "কোরআন পাক কি তোমাদিগকে পাপের পরিণাম ফল সম্বন্ধে সতর্ক করে নাই?"

অবশেষে তাহারা দোজখের কিনারায় পৌঁছিয়া নরকাগ্নি ও দোজখের দারোগাদের ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখিয়া অতিশয় অনুনয় বিনয়ের সহিত প্রার্থনা করিবে, যেন তিনি তাহাদিগকে মনোযোগ সহকারে এক ঘণ্টা ক্রন্দন করিতে অনুমতি দান করেন। অনুমতি পাইয়া তাহারা এমন ক্রন্দন করিবে যে, উহাতে চক্ষের পানি শেষ হইয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ করিবে। তখন হযরত মালেক (আঃ) বলিবেন, "আহ্! এই ক্রন্দন কতই না ফলদায়ক হইত, যদি আল্লাহর ভয়ে দুনিয়াতে করিতে তাহা হইলে আজ অবশ্যই নরকাগ্নি হইতে নিস্তার পাইতে।"

আজাবের ফেরেশ্‌তাদের কথা

হযরত মনছুর ইবনে আম্মার (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, দোজখের দারোগা মালেক নারকীদের সংখ্যানুপাতে ততগুলি হাত-পায়ের মালিক। অর্থাৎ প্রত্যেক দোজখীকে শাস্তি দান করিবার ও তৌক-জিঞ্জির পরানোর জন্য তাঁহার পৃথক পৃথক হাত আছে। মালেক দোজখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র নরক পরস্পরকে গ্রাস করিবে। বিসমিল্লাহ্ শরীফে মোট ঊনিশটি অক্ষর আছে, তদ্রূপ দোজখবানদের সংখ্যাও ঊনিশটি। সুতরাং যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে বিসমিল্লাহ্ শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে দোজখবানদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবেন।

"দোজখবান পা দ্বারা হাতের মত কাজ করিতে পারিবে বলিয়া তাহাদিগকে জবানিয়া বলা হইয়া থাকে। তাহারা প্রত্যেকে এক এক হাত-পা দ্বারা দশ হাজার কাফেরকে আজাব দান করিতে পারিবে। আবার তাহাদের প্রত্যেকের অধীনে আরও অসংখ্য ফেরেশতা আছে। তাহাদের নেত্রদ্বয় দৃষ্টিশক্তি হরণকারী বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ হইবে। আর দন্তরাজি গভীর শিংয়ের মত তীক্ষ্ণ ও লম্বা হইবে। অধিকন্তু তাহাদের রসনা বা জিহ্বা পা পর্যন্ত প্রলম্বিত হইবে এবং উহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকিবে। তাহাদের স্কন্ধ এক বৎসরের দূরত্বের সমান হইবে। তাহাদের অন্তরে দয়ামায়ার লেশমাত্র থাকিবে না। যদি তাহারা একাধারে চল্লিশ বৎসরও নরক সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকে, তথাপি দোজকাগ্নি তাহাদের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করিতে পারিবে না। কারণ আল্লাহ পাক উহাদিগকে নরকাগ্নি হইতেও উন্নত বস্তু নূর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। হে আল্লাহ্! আমাদিগকে উহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করুন।

"যখন মালেক পাপীদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করিতে বলিবেন, তখন তাঁহার সহকর্মিগণ পাপীদিগকে দোজখ মাঝে নিক্ষেপ করিবে। অমনি তাহারা সমস্বরে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ বলিয়া ফরিয়াদ করিয়া উঠিবে। আর অমনি নরকাগ্নি তাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে। মালেক তখন নরকাগ্নিকে বলিবে, হে অগ্নি! সত্বর উহাদিগকে গ্রাস কর। নরক বলিবে, আমরা কিরূপে উহাদিগকে গ্রাস করিব, যাহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ্ পাঠ করিয়া থাকে? মালেক বলিবেন, হে অগ্নি! এমতাবস্থায় গ্রাস করিতে প্রভু আদেশ করিয়াছেন। কাজেই সত্বর গ্রাস কর। সুতরাং যখন তাহারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা হইতে বিরত থাকিবে, সেই সুযোগে আগুন তাহাদিগকে গ্রাস করিবে। তখন নরকাগ্নি কাহারও পা পর্যন্ত, কাহারও হাঁটু পর্যন্ত, কাহারও নাভি পর্যন্ত, কাহারও গলা পর্যন্ত দগ্ধিভূত করিতে থাকিবে। যখন অগ্নি তাহাদের মুখমণ্ডল গ্রাস করিতে চাহিবে, তখন হযরত মালেক বলিবেন, হে অগ্নি, তাহাদের মুখমণ্ডল জ্বালাইও না, কারণ তাহারা উহা দ্বারা আল্লাহকে সেজদা করিয়াছে। আর অন্তরকেও জ্বালাইও না, কারণ সে রমজানের রোজায় প্রভূত ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মোকাবেলা করিয়া খোদাকে তুষ্ট করিয়াছে।' অতঃপর আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করিবেন, ততদিন তাহাদিগকে নরক আজাব ভোগ করিতে হইবে।"

দোজখবাসীদের আহার্য ও পানীয় বস্তুর বিবরণ

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, নরকীদের মুখমণ্ডল কালো ও চক্ষু অন্ধ হইবে। তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি কিছুই থাকিবে না এবং তাহাদের নেত্রদ্বয় কুরঞ্জি রঙ্গের হইবে। তাহাদের মাথা পাহাড়ের ন্যায় প্রকাণ্ড, দেহ কামারের ফাখারের ন্যায় কুৎসিৎ, চক্ষু দুইটি মাটির স্তুপের মত উচ্চ ও চুলগুলি বাঁশের ঝাঁড়ের মত হইবে। তাহারা দোজখে এমনভাবে থাকিবে যে, তাহাদিগকে মৃতও বলা যাইবে না, বা জীবিতও বলা যাইবে না! তাহাদের দেহ সত্তরটি চামড়ায় আবৃত হইবে এবং প্রতি দুই চামড়ার মধ্যস্থলে সত্তর স্তর আগুন থাকিবে। বীভৎস ও ভয়ঙ্কর নারকীয় সাপ বিচ্ছুতে তাহাদের উদর পূর্ণ হইবে এবং হিংস্র জীব-জন্তু ও গাধার আওয়াজের মত বিকট শব্দ শুনা যাইবে। আর জিঞ্জির ও তৌক দ্বারা তাহাদিগকে দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। শাড়াসী দ্বারা তাহাদিগকে কাটা হইবে ও তাহাদের মুখমণ্ডলে ও দেহে লোহার হাতুড়ি দ্বারা বেদমভাবে প্রহার করা হইবে। অবশেষে টানিয়া তাহাদিগকে দোজখ মাঝে নিক্ষেপ করা হইবে।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ফরমাইয়াছেন যে, নরকবাসিগণ আল্লাহকে ডাকিয়া বলিবে, "হে প্রভু! নরকাগ্নি আমাদিগকে চতুর্দিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং আমরা সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।" এমন শত অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও আজাব বিন্দুমাত্রও লাঘব করা হইবে না। বরং যাহাতে তাহারা কোন কথা বলিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাদের গলায় তৌক পরাইয়া দেওয়া হইবে। এত যাতনা সহ্য করা ও সবর করা আর যখন সম্ভব হইবে না, তখন চীৎকার করিতে থাকিবে। অবশেষে আরও অধৈর্য হইয়া তাহারা মৃত্যুকে ডাকিতে আরম্ভ করিবে। এবার কঠিন জিঞ্জির দ্বারা তাহাদিগকে দোজখ মাঝে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। সেখানে কঠিন আজাব ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে থাকিয়া তাহারা বার বার ফরিয়াদ করিতে থাকিবে। তখন তাহাদের দেহ গলিয়া পিপের ধারা নামিয়া আসিবে। আর দেহ ও চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইবে। বদকারগণ ফরিয়াদ করিয়া বলিবে ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ -
فَخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ -

"হে প্রভু! বদবখতি আমাদিগকে পাপ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। সুতরাং আমরা গোমরাহ্ ছিলাম। (হে আমাদের প্রভু!) অন্ততঃ এক দিনের জন্য হইলেও আমাদের আজাব খানিকটা হ্রাস করিয়া দিন; অনন্তর আমরা মোমেন হইয়াছি।"

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, আল্লাহ্ পাক দোজখবাসীদের জন্য একটি পাহাড় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা যখন আল্লাহর আদেশক্রমে এক বৎসর ক্রমাগত অদঃমুখী চলিয়া উহার শীর্ষ দেশে আরোহণ করিবে, আর অমনি উহা আন্দোলিত হইতে আরম্ভ করিবে এবং সকল আরোহিগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উহার অতলগর্ভে পড়িয়া যাইবে।

হযরত আরও ফরমাইয়াছেন যে, দোজখবাসিগণ বৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করিবে। তখন গাঢ় কালোবর্ণের একখণ্ড মেঘ দোজখের উপর দেখা যাইবে। আর তাহারা ধারণা করিবে, সত্বরই আল্লাহর রহমতের ধারা নামিয়া আসিবে ও আজাব খানিকটা লাঘব হইবে, আর তাহাদের পিপাসার নিবৃত্তি ঘটিবে। কিন্তু তাহাদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে সে মেঘ হইতে অজস্র নারকীয় প্রস্তর ও অসংখ্য সাপ বিচ্ছু তাহাদের উপর বর্ষিত হইবে। আবার তাহারা হাজার বৎসর পর্যন্ত বৃষ্টির জন্য এস্তেসকা করিতে থাকিবে। এবারও তাহারা পূর্ববৎ একখণ্ড গাঢ় কাল মেঘ দেখিতে পাইবে। আর মনে করিবে, অবশ্যই এবার বৃষ্টি বর্ষিত হইবে। কিন্তু এবারও আল্লাহ্ উটের গায়ের সাদৃশ্য বিশিষ্ট এক প্রকার প্রকাণ্ড বিষাক্ত সর্প উহা হইতে অবতীর্ণ করাইবেন। উহাদের দংশন যাতনা সহস্র বৎসর পর্যন্ত অটুট থাকিবে। এ মর্মে আল্লাহ, পাক ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ -

"তাহাদের ফেৎনা-ফাছাদের কারণে আমরা তাহাদের শাস্তিকে কঠিন হইতে কঠিনতর করিয়া দিয়াছি।"

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর ফরমাইয়াছেন যে, দোজখবাসিগণ শত অনুনয় বিনয়ের সহিত সত্তর হাজার বৎসর পর্যন্ত হযরত মালেকের (আঃ) নিকট প্রার্থনা করিবে, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিবেন না। অতঃপর তাহারা আল্লাহর সমীপে অভিযোগ করিয়া বলিবে, হে প্রভু! মালেক আমাদের ফরিয়াদ আদৌও গ্রাহ্য করিতেছে না। অতঃপর তাহারা আবার হযরত মালেক (আঃ)-কে বলিবে, "হে মালেক, আমাদিগকে তাছমিন নামক জলাশয় হইতে অন্ততঃ এক অঞ্জলী পানি পান করিতে দিন। অগ্নি আমাদের হাড়-মাংস, দেহ ও অন্তর সমুদয় দগ্ধিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। অবশেষে হযরত মালেক (আঃ)

জাহান্নাম হইতে তাহাগিকে একাঞ্জলি পানি দান করিবেন। ঐ পানি এত বিষাক্ত হইবে যে, হাতে লইবামাত্র অঙ্গুলি খসিয়া পড়িবে এবং মুখের নিকট পৌছাইবামাত্র মুখমণ্ডল, চক্ষু ও চামড়া খসিয়া পড়িয়া যাইবে। আর ঐ পানি উদরে প্রবেশ করিবামাত্র নাড়িভুড়ি ও কলিজা টুকরা টুকরা হইয়া পড়িয়া যাইবে।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, দোজখবাসিগণ যখন খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করিবে, তখন তাহাদিগকে যাক্কুম নামক কাঁটাদার গাছ খাইতে দেওয়া হইবে। আর উহা খাইবামাত্র উদরস্থ সমুদয় বস্তু টগ্‌বগ্‌ করিয়া জোশ মারিতে থাকিবে। তাহারই ফলে দাঁতগুলি পড়িয়া যাইবে ও মাথার মস্তিষ্ক উথলিয়া উঠিবে। আর তাহাদের মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকিবে। উহা এতই যাতনাদায়ক হইবে যে, উদরস্থ অন্ত্রনালী গলিয়া বাহ্যনালী দিয়া নীচে পড়িয়া যাইবে। হযরত আরও বলিয়াছেন যে, দোজখবাসীদিগকে কেতরান বা আলকাতরা রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিতে দেওয়া হইবে। এরূপ পোষাক পরিধান করিবামাত্র চামড়া খসিয়া পড়িবে এবং বদবখত দোজখী অন্ধ হইবে বলিয়া কিছুই দেখিতে পাইবে না। তাহারা মুক হইবে, ফলে কিছুই বলিতে পারিবে না। আর বধির হইবে, ফলে কিছুই শুনিতে পাইবে না, প্রত্যেক ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য ভক্ষণ করিতে চাহিয়া থাকে, কিন্তু দোজখী তাহাও করিবে না, প্রত্যেক মুমূর্ষু ব্যক্তি দীর্ঘ আয়ু কামনা করিয়া থাকে, কিন্তু দোজখী তাহাও করিবে না। বরং তাহারা মৃত্যু কামনা করিবে, কিন্তু মরিবে না।

আমল বা কর্মনুযায়ী আজাব হইবার বিবরণ

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার পাপী উম্মতেরা ষাট হাজার বৎসর আজাব ভোগ করিবার পর নাজাত পাইবে। আমার উম্মতের যাহারা হারাম খাদ্য দ্বারা দেহপুষ্ট করিয়াছে এবং ধর্মকার্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ অসাবধান ছিল, আর যাহারা বাহ্যতঃ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিল কিন্তু এবাদত উপাসনার বস্ত্র হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ রাখিয়াছিল, আর যাহারা জ্ঞানানুযায়ী আমল করে নাই, যাহারা বাজারী নাদানের মত হালাল-হারামে প্রভেদ না করিয়াই উপার্জন করিয়াছিল এবং দুনিয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল, কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে অজ্ঞানতার ভাণ করিয়াছিল, দোজখের সাতটি দরজা তাহাদের প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

একদা আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে বলিলেন, হে মূসা! যদি তুমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারী ও আমানতে খেয়ানতকারীর দুরবস্থা ও অধঃমুখে টানিয়া দোজখে নিক্ষেপের অবস্থা দেখিতে তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে উহা কিরূপ জঘন্যতম পাপ।

যাহাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহাদের বাহুগুলি এক স্থানে, শিরাগুলি অন্যস্থানে এবং অন্তরগুলি পৃথক পৃথক স্থানে গিয়া পড়িবে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ও আমানতে খেয়ানতাকারীর দুরবস্থা ও কষ্টের অন্ত থাকিবে না যখন তাহাদিগকে যাক্কুম গাছের ডালে শলি দেওয়া হইবে আর তাহাদের বাহ্য রাস্তা দিয়া আগুন প্রবেশ করিয়া নাক্-মুখ কান ও চক্ষু দিয়া নির্গত হইবে, আর তাহাদিগকে শয়তানের সহিত একই জিঞ্জিরে ও তৌকে বাঁধিয়া রাখা হইবে, তখন তৌক তাহাদের দাঁত ও মুখের উপর পড়িয়া থাকিবে। আজাবের ভয়ঙ্করতার ফলে তাহাদের মস্তিষ্ক নাকের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও তাহাদের আজাব লাঘব করা হইবে না। কাফেরগণ, আমানতে খেয়ানতাকারী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর শাস্তি হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাহিবে। আবার আমানত খেয়ানতকারী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, নামাজ তরককারী ও জেনাকারীর আজাব হইতে অব্যাহতি কামনা করিবে। আর নামাজ তরককারী জেনাকারির আজাব হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিবে। আবার

সুদ-খোর, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, আমানত খেয়ানতকারী, নামাজ তরককারী ও জেনাকারীর আজাব হইতে পানাহ্ চাহিবে। উদহাদিগকে হোকবার পর হোকবা আজাব করা হইবে (আশি বৎসরে এক হোক্‌বা হইয়া থাকে)।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যদি সাগরের পানিরাশি কালি হইত, সমুদয় বৃক্ষ ও গাছপালা লেখনি হইত, আর দানব-মানব সকলে তা দ্বারা দোজখে অবস্থানের সময় নির্ণয় করিতে আরম্ভ করিত, তথাপি তাহাদের নির্ণয়াঙ্ক সমাপ্ত হইবার বহু পূর্বে সমস্ত উপকরণ শেষ হইয়া যাইত। এমনকি, অনুরূপ সত্তর গুণ কালি কলম হইলে শেষ করা যাইত না। কিন্তু সমাপ্তির বহু পূর্বে দানব-মানব সকলেই ফানাহ্ হইয়া যাইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

لَٰبِثِيْنَ فِيْهِ اَحْقَابًا ـ

"উহাতে (দোজখ) হোকবার পর হোকবা অবস্থান করিবে।"

একদা হযরত আসহাবদিগকে হোকবা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা আরজ করিলেন, হুজুর, হোক্‌বা কি আমরা বুঝিতে পারি না। হযরত ফরমাইলেন, দোজখের এক এক হোকবা দুনিয়ার চার হাজার বৎসরের সমান হইবে। তাঁহারা পুনঃ আরজ করিলেন, হুজুর, সেই সব বৎসর কত মাসে হইবে?" তাহারা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "হুজুর সেই দিন কত ঘণ্টায় হইবে? হযরত বলিলেন, সত্তর হাজার ঘণ্টায় একদিন হইবে এবং প্রত্যেক ঘণ্টা দুনিয়ার এক বৎসরের সমান হইবে।"

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতে হোরায়েশ নামক এক ভয়ানক সর্প দোজখ হইতে বাহির হইয়া আসিবে, উহা বিচ্ছু প্রসব করিবে। উহার মাথা সপ্তম আকাশের উপরে এবং লেজ সপ্তম জমীনের নীচে থাকিবে। উহা পত্যেক বৎসর সহস্র বার উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া বলিবে, হে শরাবখোর ও কাতেলে রেহেম! তোমরা কোথায়? হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, হে হোরায়েশ, তুমি কি চাও?' উহা বলিবে, আমি পাঁচ সম্প্রদায়ের লোকের শাস্তি দান করিব–যাহারা নামাজ তরক করিয়াছে, যাকাত আদায় করে নাই, শরাব পান করিয়াছে, সুদখোর ও মসজিদে দুনিয়াবী কথোপকথন-কারীগণকে। আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে উদরস্থ করিব এবং গ্রাস করিব। আর তাহাদিগকে মুখে পুরিয়া দোজখে প্রত্যাবর্তন করিব'। আমরা হোরায়েশের বদবখতি হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই।

শরাবখোরের আজাবের কথা

হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কাল কেয়ামতে মদখোর ও শরাবখোরদিগকে দোজখীয় কাষ্ঠের শূলে চড়াইবার জন্য এমতাবস্থায় আনা হইবে যে, তাহাদের হাতে তাম্বুরা ও গলায় পান পাত্র ঝুলানো থাকিবে। আর এক ঘোষণাকারী উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিবে, এ অমুকের পুত্র অমুক এবং অমুক স্থানের অধিবাসী।' সেই সময় তাহাদের মুখ হইতে এমন দুর্গন্ধ বাহির হইবে যে, উহাতে সমস্ত হাশরবাসী অস্থির হইয়া আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিবে। তখন আল্লাহ পাক তাহাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করিতে বলিবেন। উহাতে পড়িয়া তাহারা ওয়া আতাশা ওয়া আতাশা' (আহা তৃষ্ণা, আহা তৃষ্ণা) বলিয়া সহস্র বৎসর চীৎকার করিতে থাকিবে।

অতঃপর হযরত মালেকের (আঃ) নিকট একাধারে আশি বৎসর ফরিয়াদ করিবে। কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিবেন না। ইতিমধ্যে তাহাদের দেহে এমন দুর্গন্ধবিশিষ্ট ঘর্ম নির্গত হইবে, উহাতে প্রতিবেশীও দূরের কথা, তাহারা নিজেরাই অতিষ্ঠ হইয়া আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিবে। কিন্তু শত অনুনয় বিনয়েও কোন ফল হইবে না। অবশেষে হঠাৎ দোজখাগ্নি আসিয়া তাহাদিগকে জ্বালাইয়া ভষ্মে পরিণত করিয়া দিবে। পুনরায় তাহাদিগকে নতুন করিয়া সৃষ্টি করা হইবে। আর আগুন তাহাদিগকে তৌকের আকারের চতুর্দিক হইতে জ্বালাইতে থাকিবে এবং ভীষণ চীৎকার ও হা-হুতাশ করিতে থাকিবে। এমনিভাবে পায়ের দিক হইতে আরম্ভ করিয়া মাথা পর্যন্ত জ্বালানো হইবে। অবেশেষে তাহাদিগকে মুখমণ্ডলের উপর উপুড় করিয়া পায়ে জিঞ্জির দিয়া দোজখের মধ্যস্থলে নিক্ষেপ করা হইবে। দোজখে পড়িয়া যখন তাহারা পানির জন্য চীৎকার করিতে থাকিবে, তখন অত্যন্ত উষ্ণ পানি উহাদিগকে পান করিতে দেওয়া হইবে। ঐ পানি এমন বিষাক্ত হইবে যে, উদরস্থ করিবামাত্র সমস্ত নাড়িভুঁড়ি ছিন্নবিছিন্ন হইয়া পড়িয়া যাইবে।

আবার যখন তাহারা খাদ্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকিবে, তখন যাক্কুম নামক কাঁটাদার বৃক্ষের ফল তাহাদিককে খাইতে দেওয়া হইবে। আর যখনই উহা উদরস্থ করিবে, অমনিই উদরস্থ ও মস্তিষ্কস্থিত সমুদয় বস্তু জোশ মারিতে আরম্ভ করিবে এবং মুখ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকিবে। ফলে তাহাদের অবস্থা এমন চরম আকার ধারণ করিবে যে, নাড়িভুড়িগুলি গলিয়া গলিয়া বিন্দু আকারে বাহ্যনালী দিয়া পায়ের নীচে পড়িয়া যাইবে।

আবার কাহাকেও অগ্নি সিন্দুকে পুরিয়া এক হাজার বৎসর পর্যন্ত আজাব করা হইবে। উহাতে তাহার দেহের বর্ণ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। আবার সহস্র বৎসর পর্যন্ত দোজখের জেলখানায় পুরিয়া তাহাকে জোশ দেওয়া হইবে। সেখানে পড়িয়াও হাজার হাজার বৎসর চীৎকার করিবে। কিন্তু তবুও তাহার উপর আল্লাহর দয়া হইবে না। সেই জেলখানায় উটের মত প্রকাণ্ড সাপ বিচ্ছু থাকিবে। উহারা তাহার পায়ের দিক হইতে তাহাকে কাটিয়া কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবে।

অতঃপর তাহার মাথায় আগুনের তাজ (টুপি) দেওয়া হইবে। তাহার শরীরের জোড়াগুলিতে লৌহপাত দ্বারা মুড়ি দেওয়া হইবে এবং গলায় জিঞ্জির ও তৌক পরাইয়া দেওয়া হইবে। সহস্র বৎসর এমনি আজাব ভোগ করার পর ওয়াইল নামক দোজখের মাঠে নিক্ষেপ করা হইবে। সেখানকার উষ্ণতা অত্যন্ত ভয়াবহ ও গভীরতা অপরিসীম। উহাতে অসংখ্য সাপ, বিচ্ছু তৌক ও জিঞ্জির থাকিবে। সেখানে হাজার বৎসর আজাব ভোগ করিবার পর হঠাৎ সে 'হে মোহাম্মদ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে। এতদশ্রবণে হযরত আল্লাহর নিকট বলিবেন, হে প্রভু! আমি যেন আমার এক উম্মতের করুন আওয়াজ শুনিতেছি? আল্লাহ্ বলিবেন, হ্যাঁ, উহা তোমার এক শরাবখোর উম্মতের আওয়াজই বটে। সে শরাব পান করিয়া বেহুঁশাবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছিল। অবশেষে হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুপারিশক্রমে তাহাকে দোজখ হইতে বাহির করিয়া আনা হইবে। আর আল্লাহ বলিবেন, হে মোহাম্মদ! তোমার খাতিরে আজ তাহাকে মুক্তি করিলাম।

দোজখ হইতে বাহির হইবার বিবরণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, শেষ নবীর উম্মতের মধ্যে যাহারা সর্বশেষে দোজখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তাহাদিগকেও অন্ততঃ নয় হাজার বৎসর আজাব ভোগ করিয়া হঠাৎ ইয়া আল্লাহ! বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে। আবার এক হাজার বৎসর পর্যন্ত 'ইয়া হান্নানু' বলিয়া আল্লাহকে ডাকিবে। আর এক হাজার বৎসর পর্যন্ত 'ইয়া মান্নান' এবং এক হাজার বৎসর 'ইয়া কাইয়ুম' বলিয়া আল্লাহকে ডাকিবে। অবশেষে আরও এক হাজার বৎসর 'ইয়া রাহমানু-ইয়া রাহিম' বলিয়া ফরিয়াদ করিবে।

অতঃপর আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে ডাকিয়া বলিবেন, "হে জিব্রাঈল, একবার দেখিয়া আস নরকাগ্নি পাপী উম্মতে মোহাম্মদীদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে? হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আরজ করিবেন, হে প্রভু! তাহাদের সম্বন্ধে আপনি অধিক অবগত আছেন।" অতঃপর আল্লাহ্ তাহাদিগকে দেখিয়া আসিতে আদেশ করিবেন। হযরত জিব্রাইল (আঃ) দোজখের দারোগা হযরত মালেক (আঃ)-কে দোজখের মধ্যস্থলে অগ্নি মিম্বরে উপবিষ্ট দেখিতে পাইবেন। হযরত মালেক (আঃ) হযরত জিব্রাইল (আঃ)-কে দেখিবামাত্র তাঁহার সম্মানার্থে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, হে বন্ধু! কি উদ্দেশ্যে আপনি এখানে আগমন করিয়াছেন?" তিনি বলিবেন, "হে মালেক! পাপী উম্মতে মোহাম্মদীদের অবস্থা দেখিতে আসিয়াছি। মালেক (আঃ) তাহাকে বলিবেন, হে জিব্রাইল! ভয়াবহ। অগ্নি তাহাদের হাড়-মাংস সমুদয় জ্বালাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। শুধুমাত্র তাহাদের মুখমণ্ডল ও অন্তরাকাশ নূরে ঈমানিতে চমকাইতেছে। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তখন বলিবেন, হে বন্ধু! তাহাদের উপরিস্থিত আবরণ উন্মোচন করিয়া আমাকে দেখিতে দিন।"

সুতরাং মালেক (আঃ) দোজখবানদিগকে দোজখের দরজা খুলিয়া দিতে বলিবেন। দোজখের দরজা খুলিবামাত্র দোজখিগণ হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তিনি আজাবের ফেরেশতা নন। তাহারা মালেক (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিবে, হে মালেক! বলুনত, এই অভূতপূর্ব লাবণ্যময় ব্যক্তি কে? তাহার তুল্য সুপুরুষ আমরা পূর্বে কখনও দেখি নাই।" হযরত মালেক (আঃ) বলিবেন, ইনিই হযরত জিব্রাঈল আমিন, যিনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট ওহি লইয়া যাইতেন।"

হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম মোবারক শুনিবামাত্র তাহারা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিবে ও জার জার হইয়া কাঁদিয়া বলিবে, হে জিব্রাঈল (আঃ)! সত্বর আমাদের সালাম ও দুর্দশার কথা হযরতকে বলুন। আর তাহাকে বলুন, তিনি যেন সত্বর আমাদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন। অতঃপর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহর হুজুরে হাজির হইবেন। আল্লাহ্ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "হে জিব্রাঈল, উম্মতে মোহাম্মদীর অবস্থা কিরূপ দেখিতে পাইলে?" তিনি আরজ করিবেন, হে প্রভু! আপনি তাহাদের দুরবস্থা ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ হইবার কথা ভালভবে অবগত আছেন।"

আল্লাহ্ পুনঃ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারা কি কিছু বলিয়াছে? তিনি বলিবেন, "হ্যাঁ প্রভু, তাহারা তাহাদের নবীর নিকট সালাম ও তাহাদের দুর্দশার সংবাদ জানাইতে বলিয়াছে।" তখন আল্লাহ্ পাক হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে বলিবেন, তবে সত্বরই তাহাদের নবীর নিকট তাহাদের সংবাদ জানাইয়া আইস।" তখনই তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট গিয়া উপস্থিত হইবেন। সেই সময় হযরত তুবা বৃক্ষের নীচে শুভ্র মুক্তার খীমায় (তাঁবু) বাস করবেন। ঐ খীমায় লোহিত স্বর্ণের কপাট বিশিষ্ট চার হাজার দরজা থাকিবে। হযরত তাঁহাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিবেন, হে বন্ধু মোহাম্মদ, আমি যাহা দেখিয়াছি, যদি আপনি তাহা দেখিতেন, তবে আমা হইতে অধিক ক্রন্দন করিতেন। আমি আপনার পাপী উম্মতের নিকট হইতে আসিয়াছি। তাহারা অত্যন্ত কঠিন আজাবে কালাতিপাত করিতেছে। তাহারা আপনাকে সালাম জানাইয়াছে ও তাহাদের দুরাবস্থার সংবাদ জানাইতে বলিয়াছে।

আল্লাহ্ও তখনই তাহাদের ডাক হযরতকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনাইয়া দিবেন। এতদশ্রবণে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিবেন, হে আমার উম্মত! এখনই আমি তোমাদের সাহাযার্থে আসিতেছি।" অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশের নীচে সেজদায় পড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিবেন। অন্যান্য নবীগণও তথায় উপস্থিত হইয়া আল্লাহর গুণগান গাইবেন, কিন্তু কেহই হযরতের তুল্য গুণগান করিতে সমর্থ হইবেন না।

আল্লাহ্ পাক হযরতকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিবেন, "হে বন্ধু! আপনি আপনার মস্তক উত্তোলন করিয়া প্রার্থনা ও সুপারিশ করুন। আপনার সুপারিশ মঞ্জুর করা হইবে। তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরজ করিবেন, "হে প্রভু! আপনি আমার পাপী উম্মতদের আজাবের আদেশ

করিয়াছেন। অথচ আমি তাহাদের জন্য সুপারিশ করিতেছি। সুতরাং আমার সুপারিশ মঞ্জুর করুন।" আল্লাহ্ তাহার সুপারিশ মঞ্জুর করিয়া বলিবেন, উহাদিগকে আমার সালাম বলুন এবং যাহারা কালেমা পাঠ করিয়াছে, তাহাদিগকেও দোজখ হইতে বাহির করিয়া আনুন। তখনই তিনি নবীদিগকে সঙ্গে করিয়া দোজখাভিমুখে রওনা হইবেন। হযরত মালেক (আঃ) তাহাদিগকে দেখিবামাত্র দাঁড়াইয়া শুভাগমন জানাইবেন।

হযরত মালেক (আঃ)-এর নিকট তাহার পাপী উম্মতের সংবাদ জানিতে চাহিবেন। হযরত মালেক (আঃ) বলিবেন, তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং তাহারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ আছে।" হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নরকদ্বার উন্মোচন করিতে আদেশ করিবেন। দোজখের দরজা উন্মুক্ত করিবামাত্র তাহারা হযরতকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিবে। আর বলিবে, হুজুর, দোজখকাগ্নি আমার হাড়-মাংস ও চামড়া সবই জ্বালাইয়া ছাই করিয়া ফেলিয়াছে। এতদিন আপনি আমাদের কথা ভুলিয়াছিলেন। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপত্তি করিয়া বলিবেন, আমি সত্যই তোমাদের সংবাদ অবগত ছিলাম না। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে অগ্নিদগ্ধ কয়লার মত দোজখ হইতে বাহির করিয়া বেহেশতের দরজায় নহরে হায়াত বা সঞ্জীবনী সুধাহ্রদে স্নান করাইবেন। আর অমনিই উহা হইতে তাহাদের লাবণ্যময় যুবদেহ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। তাহাদের দেহে লোম ও গালে দাড়ি গজাইবে না, কিন্তু চক্ষুতে সুরমা লাগান ভ্রু থাকিবে। তাহাদের চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু তাহাদের কপালে লেখা থাকিবে, ইহারা নরকবাসী ছিল, কিন্তু করুণাময় আল্লাহ্ তাহাদিগকে নাজাত দিয়াছেন।

অতঃপর তাহারা বেহেশতে প্রবেশ করিবে, কিন্তু উক্ত চিহ্নের ফলে সদা লজ্জিত থাকিবে। ঐ চিহ্ন মুছিয়া দিবার জন্য তাহারা আল্লাহর নিকট অনুরোধ জানাইবেন। অবশেষে আল্লাহ তাহা মুছিয়া দিবেন এবং তাহারা পরম সুখে বেহেশতে বাস করিতে থাকিবে। যখন কাফেরগণ মুসলমানদের মুক্তি লাভ দেখিবে, তখন তাহারা অনুতাপ করিয়া বলিবে, আহা, যদি আমরাও মুসলমান হইতাম তবে আমরাও মুক্তি পাইতাম। এ মর্মে আল্লাহ্ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ -

"কাফেররা আরজ করিবে, যদি তাহারা মুসলমান হইত।"

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, সর্বশেষে আল্লাহ্ পাক মৃত্যুকে হৃষ্টপুষ্ট দুম্বার আকৃতিতে বেহেশত ও দোজখের মধ্যস্থলে হাজির করিবেন। আর বেহেশতবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমরা কি মৃত্যুকে চিনিতে পারিয়াছ?" তখনই তাহারা মৃত্যুকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে। আবার আল্লাহ্ দোজখবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিবেন, তোমরা কি মৃত্যুকে চিনিতে পারিয়াছ? তাহারাও মৃত্যুকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে। অতঃপর মৃত্যুকে উভয়ের মধ্যস্থলে জবেহ্ করিয়া দেওয়া হইবে। আর বেহেশ্তবাসীদিগকে ডাকিয়া বলা হইবে, হে বেহেশতবাসিগণ! আজ হইতে চিরকাল স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে থাক। আর কখনও মৃত্যুবরণ করিতে হইবে না। আর হে দোজখিগণ! আজ হইতে চিরকাল দোজখের আজাব ভোগ করিতে থাক। আর কখনও মৃত্যু হইবে না।" যেমন আল্লাহ্ এরশাদ করিয়াছেন ঃ

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ - وَاَنْذِرْ هُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الاَمْرُ -

"হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে (কাফের) সেই পরিতাপ দিবসের ভয় দেখান, যেদিন আল্লাহ্ (শাস্তির) আদেশ জারী করিবেন।"

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কাল কেয়ামতে জাহান্নামকে টানিয়া আনা হইবে। তখন উহা এমন বিকট চীৎকার ও শোরগোল করিতে আরম্ভ করিবে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক ভয়ে স্বীয় হাঁটুর উপর বসিয়া পড়িবে। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً -

আর আপনি (মোহাম্মদ), প্রত্যেক উম্মতকে হাঁটুর উপর বসিয়া পড়িতে দেখিবেন।" আল্লাহ আর এরশাদ করিয়াছেন ঃ

كُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰى اِلٰى كِتَابِهَا اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ -

"প্রত্যেক উম্মতকে সেদিন তাহার আমলনামার প্রতি আহ্বান করা হইবে। (আর বলা হইবে) অদ্য কৃতকর্মানুসারে পুরস্কৃত হইবে।"

তাহারা জাহান্নামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে এবং পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব হইতে উহার বিকট আওয়াজ শুনিতে পাইবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا - من خمس مائة عام -

"তাহারা উহার বিকট আওয়াজ ও ভয়ঙ্কর চীৎকার পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব হইতে শ্রবণ করিবে।"

এই দুঃসময়ে প্রত্যেক পয়গাম্বর ইয়া নাফসি, বলিয়া চিৎকার করিতে থাকিবে। এমনকি হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ ও মূসা কলিমউল্লাহ্ ভয়ে ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি বলিতে থাকিবেন। কিন্তু আমাদের নবী আকায়ে নামদার আল্লাহর হাবীব আমাদের কথা এই দুঃসময়েও ভুলিবেন না বরং তিনি ঐ সময়েও আল্লাহর নিকট ইয়া উম্মতি, ইয়া উম্মতি, বলিয়া প্রার্থনা করিতে থাকিবেন।

দোজখকে যখন নিকটবর্তী করা হইবে, তখন হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিবেন, হে অগ্নি! নামাজীদের উছিলায় বা সদ্কাদাতাদের উছিলায় বা ধর্মভীরুদের উছিলায় অথবা রোজাদারদের উছিলায় যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন কর।" তাহাতেও যখন আগুন আর ফিরিতে চাহিবে না, তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলিবেন, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি বলুন, "হে অগ্নি! তওবাকারীদের উছিলায় বা তাহাদের নেত্রনীরের উছিলায় অথবা পাপীর অনুশোচনা ও ক্রন্দনের উছিলায় স্বীয় স্থানে প্রত্যাবর্তন কর।" এই কথা বলিবামাত্র আগুন স্বীয় স্থানে ফিরিয়া যাইবে। অতঃপর হযরত জিব্রাইল (আঃ) পাপীদের চক্ষুর পানি আনিয়া দোজখে ছিটকাইয়া দিবেন, আর অমনি উহা নিভিয়া যাইবে যেরূপ পানি সিঞ্চনে আগুন নিভিয়া যায়।

হাদীস শরীফে আর বর্ণিত আছে যে, কেয়ামত দিবসে যখন সমুদয় সৃষ্টজীব হাশর মাঠে একত্রিত হইবে, তখন দোজখ তাহার সমস্ত দরজা উন্মুক্ত করিয়া হাশর মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং হাশরবাসীদিগকে উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে ও নিম্নদিক হইতে বেষ্টন করিয়া ফেলিবে। তখন তাহারা হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট ফরিয়াদ করিতে আরম্ভ করিবে। এ সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলিবেন, তিনি যেন তাহার পবিত্র মস্তকের ধুলারাশি নির্ভয়ে উহাতে ঝাড়িয়া দেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক হযরতের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মস্তকের ধুলি দ্বারা একখণ্ড বৃষ্টিবাহী মেঘ সৃষ্টি করিয়া মোমেনদিগকে ছায়াদান করিবেন।

আবার হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর পরামর্শ মোতাবেক তাহার দাড়ি মোবারক ঝাড়িয়া দিবেন। আর আল্লাহ তায়ালা ঐগুলি দ্বারা দোজখ ও তাহাদের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীর তৈরী

করিয়া দিবেন। আবার হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাইল (আঃ)-এর পরামর্শ অনুসারে স্বীয় দেহের ধুলিরাশি ঝাড়িয়া দিবেন। আর আল্লাহ পাক ঐগুলি দ্বারা তাদের পদতলে এমন বিছানা বিস্তার করিয়া দিবেন, যাহার ফলে দোজখ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কেয়ামত দিবসে এক ব্যক্তিকে আল্লাহর হুজুরে হাজির করা হইবে। তাহার পাপ পুণ্য হইতে অত্যাধিক হইবে তাই আল্লাহ্ তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিবেন। তখন তাহার চক্ষুর একটি ভ্রু আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করিয়া বলিবে, "হে আল্লাহ্! আপনার বন্ধু হযরত মোহাম্মদ বলিয়াছিলেন, যাহার চক্ষু আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করিয়াছে, আল্লাহ্ সে চক্ষুকে দোজখের আগুনের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। আর যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করিয়া একটি লোমও ভিজাইতে সক্ষম আল্লাহ তাহাকে উহার উছিলায় ক্ষমা করিবেন।' হে আল্লাহ্! আমি আপনার ভয়ে ক্রন্দন করিয়াছি। সুতরাং আমাকে তাহার চক্ষু হইতে বাহির করিয়া দিন।" অন্য রাওয়াতে আছে সে বলিবে, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন।" অতএব আল্লাহ্ পাক তাহাকে ঐ ভ্রূর উছিলায় মাফ করিয়া দিবেন। তখন কেহ আল্লাহর পক্ষ হইতে ঘোষণা করিবে, অমুকের পুত্র অমুককে মাত্র একটি ভ্রূর উছিলায় মাফ করা হইয়াছে।'

বেহেশতের বর্ণনা

হযরত ওয়াহাব (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক স্বীয় বাসনানুসারে যথাসময় বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছেন। আকাশ ও ভূ-মণ্ডলের বিস্তৃতি অনুয়ায়ী উহার প্রস্থ নির্ধারিত করিয়াছেন এবং দৈর্ঘ সম্বন্ধে কাহাকেও অবগত করান নাই। কেয়ামত দিবসে যখন সমুদয় আকাশ ও ভূ-মণ্ডল লয়প্রাপ্ত হইবে, তখন আল্লাহ উহার বিস্তৃতি আরও বর্ধিত করিবেন, যেন সমুদয় বেহেশতবাসী পরামানন্দে উহাতে বসবাস করিতে পারে। স্বর্গরাজ্যে মোট একশত দরজা থাকিবে। এক দরজা হইতে অন্য দরজার দূরত্ব পাঁচ শত বৎসরের পথ হইবে। উহাতে পবিত্র প্রস্রবণ কল্‌কল্‌ রবে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। বেহেশ্‌তী ফলসমূহ স্বীয় বৃক্ষের অগ্র পশ্চাতে অধঃমুখি ঝুলিয়া থাকিবে, যেন বেহেশতিগণ স্বীয় ইচ্ছা ও কামনানুযায়ী ভক্ষণ করিতে পারে।

বেহেশতে 'হুরে-ইন' নামক এক প্রকার বড় চক্ষুবিশিষ্টা পবিত্র রমণী থাকিবে। আল্লাহ তাহাদিগকে স্বীয় নূর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহারা ইয়াকুত ও মারজান তূল্য লাবণ্যময়ী ও সুন্দরী হইবে। তাহারা সর্বদা অধঃমুখি হইয়া থাকিবে, অর্থাৎ নিজ নিজ স্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না। স্বীয় স্বামী লাভ করিবার পূর্বে তাহারা কোন মানব-দানব কতৃক স্পর্শিত হইবে না। তাহাদের সহিত যতই সঙ্গম করা হইবে, ততই তাহাদিগকে নবতর ও কুমারীবৎ অনুভব হইবে। তাহাদের দেহে বিভিন্ন রংয়ের মোট সত্তরটি অলংকার শোভা পাইবে। কিন্তু ঐগুলি একটি লোমের তুল্যও ভারী বোধ হইবে না। তাহাদের হাড়ের মগজ হাড়-মাংস ও অলংকারের ভিতর দিয়া দেখা যাইবে। যেমন শুভ্র কাঁচ পাত্রের মধ্য দিয়া লোহিত পানীয় দেখা দিয়া থাকে। তাহাদের কেশগুচ্ছ ইয়াকুত ও মুক্তাখচিত হইবে। হে খোদা! আমাদিগকে এমন উত্তম রিজিক দান করুন। আমিন!

স্বর্গদ্বারের বিবরণ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বেহেশতের মোট আটটি দরজা আছে। ঐগুলি জাওহার খচিত স্বর্ণে নির্মিত হইবে। প্রথম দরজার উপর "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" লিখিত থাকিবে। ঐ দরজার মধ্য দিয়া নবী-রাসূল, আলেম, শহীদ ও দানবীরগণ প্রবেশ করিবে। তৃতীয় দরজা দিয়া খালেছ অন্তঃকরণে সন্তুষ্টচিত্তে জাকাত আদায়কারীগণ প্রবেশ করিবে। চতুর্থ দরজা দিয়া সৎকর্মের আদেশকারী ও মন্দকার্যে নিষেধকারীগণ প্রবেশ করিবে। পঞ্চম দরজা দিয়া কু-প্রবৃত্তি ও কামনীয় বস্তু হইতে স্বীয় নফ্ছকে সংযতকারিগণ প্রবেশ করিবে। ষষ্ঠ দরজা দিয়া হ্জ্জ ও ওমরা সম্পাদনকারিগণ প্রবেশ করিবে। সপ্তম দরজা দিয়া মোজাহেদ বীর পুরুষগণ এবং অষ্টম দরজা দিয়া একত্ববাদিগণ আর যাহারা নিজ নিজ চক্ষুকে হারাম দৃষ্টি হইতে বিরত রাখিয়াছে এবং পিতা মাতা ও আত্মীদের সহিত সদ্ব্যবহার ও অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করিয়াছে, তাহারা প্রবেশ করিবে। প্রত্যেক দরজার বা বেহেশতের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। প্রথম দরজার নাম দারুল জেনান' এবং উহা শুভ্র মুক্তা নির্মিত। দ্বিতীয় বেহেশতের নাম দারুছ্ ছালাম; উহা লোহিত ইয়াকুতের নির্মিত। তৃতীয় বেহেশতের নাম জান্নাতুল ফেরদাউস'; উহা লোহি স্বর্ণে নির্মিত এবং অষ্টম বেহেশতের নাম জান্নাতুল ফেদ্দা এবং উহাই সর্বোৎকৃষ্ট বেহেশত। উহার দরজাদ্বয় স্বর্ণের এবং পরস্পরের দূরত্ব আকাশ পাতাল তুল্য হইবে। উহার একটি ইট স্বর্ণের ও একটি রৌপ্যের এবং উহার গারা মেশকের হইবে। উহার মাটি মেশক আম্বর ও জাফরানে মিশ্রিত ও বালাখানাগুলি লুলু নামক মুক্তার নির্মিত হইবে।

বালাখানার জানালাগুলি ইয়াকুতে ও দরজাগুলি জাওহারে নির্মিত থাকিবে। উহাতে আবে রহমতের একটি প্রস্রবণ থাকিবে এবং প্রত্যেক বেহেশতে উহার শাখা থাকিবে। এমন কি উহার পাথর ও কঙ্করগুলি মোতির হইবে। আবে রহমতের পানি বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা মধু হইতে সুমিষ্ট ও দুধের চেয়ে সাদা হইবে। উহাতেই হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাউজে কাউসার' থাকিবে। ঐ বেহেশতের বৃক্ষরাজি মুক্তা ও ইয়াকুত নির্মিত হইবে। এই বেহেশতে আরও চারটি নহর হইবে। যথা—নহরে কাফুর, নহরে তাছলিম, নহরে ছাল্ছাবিল ও'নহরে মাখতুম (মহরকৃত নহর) এতদ্ভিন্ন আর অসংখ্য নহর এই বেহেশতে থাকিবে।

হাদীস শরীফে হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে–তিনি বলিয়াছেন, আমাকে মেরাজের রাত্রে যখন আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল পরিভ্রমণ করানো হইল, তখন আমি স্বর্গরাজ্যে পানি, দুধ, শরাব ও মধুর চারটি নহর দেখিতে পাইলাম। যেমন আল্লাহ্ পাক কোরআনে এরশাদ করিয়াছেন ঃ

فِيْهَآ اَنْهَارٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ ـ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ـ

“উহাতে গন্ধহীন একটি পানির নহর, অপরিবর্তিত স্বাদবিশিষ্ট একটি দুধের নহর, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু একটি শরাবের নহর ও একটি বিশুদ্ধ মধুর নহর আছে।”

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমি হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে উহাদের উৎপত্তি স্থান ও পতিত স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রত্যুত্তরে তিনি বলিলেন, ঐগুলি হাউজে কাওসারে পতিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের উৎপত্তি স্থল সম্বন্ধে আমি অবগত নই। বরং আপনি আল্লাহ পাকের নিকট তদবিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন। তবেই তিনি আপনাকে বলিয়া দেবেন বা দেখাইয়া দিবেন।

সুতরাং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলাম। তখনই আল্লাহ পাক আমার নিকট একজন ফেরেশতা পাঠাইয়া দিলেন। ফেরেশতা আমাকে চক্ষু মুদিতে বলিলেন, আর কিছুক্ষণ পর চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম আমি একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নীচে একটি প্রকাণ্ড শুভ্র মোতির গম্বুজের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছি। ঐ গম্বুজের সবুজ ইয়াকুত নির্মিত দরজাগুলি লোহিত স্বর্ণের তালা দ্বারা বন্ধ রহিয়াছে। ঐ গম্বুজটি এত প্রকাণ্ড মনে হইল যে, যদি দুনিয়ার সমুদয় মানব-দানব উহাতে রাখা হইত, তবে মনে হইত যেন একটি পাখী পাহাড়ের চূড়ায় বসিয়া আছে। গম্বুজের উপর একটি পেয়ালাও দেখিতে পাইলাম; আর দেখিলাম ঐ চারটি নহর উহার তলদেশ হইতে প্রবাহিত হইতেছে।

“অতঃপর আমি প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তখন ঐ ফেরেশতা আমাকে গম্বুজের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, কিরূপে উহাতে প্রবেশ করিব? উহা যে বন্ধ।’ তিনি বলিলেন, তালাটি খুলিয়া ফেলুন। আমি বলিলাম, কিরূপে খুলিব? উহার চাবিও আমার নিকট নাই।’

তিনি বলিলেন, উহার চাবিত আপনার হাতেই আছে।' আমি বলিলাম, কই উহার চাবি কোথায়? তিনি বলিলেন, উহার চাবি 'বিসমিল্লাহ্ শরীফ।' সুতরাং যেই আমি ঐ তালার নিকট গিয়া বিসমিল্লাহ পাঠ করিলাম দেখিলাম উহার চারিটি কোণ হইতে চারটি নহর প্রবাহিত হইতেছে।

"অতপর আমি উহা হইতে বাহির হইতে চাহিলাম, তখন ফেরেশতা বলিলেন, আপনি কি উহাদের উৎপত্তি স্থল লক্ষ্য করিয়াছেন? আমি বলিলাম, হ্যাঁ করিয়াছি।' তিনি পুনরায় আমাকে লক্ষ্য করিতে বলিলেন। এবার আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম গম্বুজের চার কোণেই বিসমিল্লাহ্ শরীফ লেখা আছে। আমি আর লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, "بِسْمِ" বিসমির মিম অক্ষর হইতে পানির নহর প্রবাহিত হইতেছে। "اَللّٰه।" আল্লাহ্ শব্দের 'হা' অক্ষর হইতে দুধের নহর প্রবাহিত হইতেছে। 'রাহমানের মিম' অক্ষর হইতে শরাবের নহর প্রবাহিত হইতেছে। এবং তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, বিসমিল্লাহ্ শরীফ হইতেই চারটি নহর প্রবাহিত হইতেছে। "الرَّحِيْمِ।" 'রাহীমের মিম' হইতে মধুর নহর প্রবাহিত হইতেছে। তখন কেহ আল্লাহর ঘোষণা দান করিল, 'হে মোহাম্মদ, তোমার যে সকল উম্মত খালেছ দেলে এই নামে আমাকে ডাকিবে, আমি অবশ্যই তাহাকে এই সকল নহর হইতে পান করাইব।' সোমবারে তাহাদিগকে দুধ ও মঙ্গলবারে শরাব পান করাইব। শরাব পান করিয়া তাহারা বেহুশ হইয়া উড়িতে আরম্ভ করিবে। অবশেষে এক হাজার বৎসর উড়িয়া তীক্ষ্ণ গন্ধ বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড পাহাড়ের চূড়ায় গিয়া বসিবে। সেই পাহাড়ের নিম্নদেশ হইতে নহরে ছাল্ছাবিল প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সে নহর হইতে বুধবার পানি পান করিয়া পুনরায় উড়িতে আরম্ভ করিবে এবং এক সহস্র বৎসর উড়িয়া অবশেষে এক বালাখানায় গিয়া উপস্থিত হইবে। সে বালাখানায় অসংখ্য সুউচ্চ খাট, পালঙ্ক, পানপাত্র সারিবদ্ধ তাকিয়া, গালিচা, বিছানা ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হইব। তাহারা প্রত্যেকে এক একটি খাটের উপর বসিয়া পড়িবে।

তখন উপর হইতে তাহাদের উপর জান্‌জাবিল পানীয় বর্ষিত হইবে। ঐ পানি তাহারা বৃহস্পতিবারে পান করিবে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক আম্বরের শুভ্র মেঘ হইতে এক সহস্র বৎসর পর্যন্ত হোল্লা ও এক সহস্র বৎসর জাওহার বর্ষিত করিবেন। এক একজন 'হুর' এক একটি জাওহার ধারণ করিয়া আনন্দে সহস্র বৎসর পর্যন্ত উড়িতে থাকিবেন। অতঃপর শুক্রবার দিন তাহারা মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর সন্নিকটে মাকায়েদে সেদ্‌ক্ বা সত্য মজলিসে গিয়া বসিবে। সেখানে তাহারা খোল্‌দ্ নামক দস্তরখানে খাইতে বসিবে। সেখানে তাহাদিগকে এমন মধু খাইতে দেওয়া হইবে যে পাত্রের মুখ মেশক দ্বারা মোহর করা থাকিবে। আর বলা হইবে, ইহারাই সৎকার্য সম্পাদন করিয়াছিল এবং পাপকার্য হইতে বিরত ছিল।

হযরত কায়াব (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার হযরতকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেহেশতের বৃক্ষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, বেহেশতী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কখনও শুকাইবে না। এমনকি পত্ররাজিও ঝরিয়া পড়িবে না এবং ফল কখনও শেষ হইব না। বেহেশতের মধ্যে তুবা নামক এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। যাহার মূল শুভ্র মোতির তৈরী, উপরাংশ স্বর্ণের তৈরী এবং মধ্যমাংশ রৌপ্যের তৈরী। । ঐ গাছের শাখাগুলি জবর্‌জদেও পত্রগুলি সুন্দুছ পদার্থে নির্মিত তুবা বৃক্ষে সত্তর সহস্র শাখা আছে, ঐগুলি এত বিস্তৃত যে, উহার বড় শাখাগুলি আরশের পায়ার সহিত এবং ছোট শাখাগুলি আকাশের সহিত মিলিয়া আছে। বেহেশতের প্রত্যেক প্রকাষ্ঠে উহার এক একটি শাখা আছে। ঐ বৃক্ষ প্রত্যেক বেহেশতাবাসীকে ছায়া দান করিবে এবং তাহাদের কামনানুসারে ফল দান করিবে। ঐ বৃক্ষ আকাশে অবস্থিত সূর্যের তুল্য–যেমন সূর্য আকাশে থাকিয়াও পৃথিবীর সকল প্রান্তকে আলোকিত করিয়া থাকে।"

হযরত আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, বেহেশতের বৃক্ষগুলি রৌপ্য নির্মিত হইবে, কিন্তু কিছু শাখা স্বর্ণের কিছু শাখাগুলি রৌপ্যের হইবে। অর্থাৎ বৃক্ষটি স্বর্ণের হইলে শাখাগুলি রৌপ্যের আবার মূল বৃক্ষটি রৌপ্যের হইলে শাখাগুলো স্বর্ণের হইবে। দারুত তাকলিফ পৃথিবীর গাছগুলির মূল যেমন জমিনে এবং শাখাগুলি উপরে, কিন্তু বেহেশতী বৃক্ষগুলির মূল উপরে এবং শাখাগুলি নীচে থাকিবে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ উহার ফলগুলি নিকটবর্তী হইবে।" বেহেশতের মাটি মেশক আম্বর ও কাফুরের হইবে। আর উহার নহরগুলি দুধ, পানি, মধু ও শরাবে পূর্ণ হইবে। বাতাসের আলোড়নে পত্রগুলি হইতে খুব সুন্দর আওয়াজ বাহির হইবে। মানুষ যখন আল্লাহর জিকিরে, তসবিহ পাঠে, এস্তেগফারে এবং কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকে, ফেরেশতারা তখন তাহার জন্য বালাখানা ও বৃক্ষ রোপনে মশগুল থাকেন। যখনই মানুষ সৎকর্ম হইতে বিরত হয়, ফেরেশতাগণও বালাখানা তৈরী ও বৃক্ষ রোপণ হইতে বিরত হন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি পবিত্র রমজানের রোজা রাখিবে, আল্লাহ্ পাক তাহার সহিত শুভ্র মোতি নির্মিত খীমায় আবদ্ধ হুরেঈনের বিবাহ দিবেন। যেমন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছিলেন ঃ "এমন হুরের সহিত বিবাহ দিবেন, যাহাদিগকে খীমায় আবদ্ধ রাখা হইয়াছে।" ঐ সকল নারীদের জন্য লাল ইয়াকুতের সত্তরটি পালঙ্ক থাকিবে। প্রত্যেক তখ্‌তের উপর সত্তরটি মায়েদা বা খাদ্যের থালা থাকিবে এবং প্রত্যেক থালায় সহস্র স্বর্ণের পেয়ালা থাকিবে। এ পরিমাণে তাহাদের স্বামীকে দান করা হইবে। এসব নেয়ামত উহাদিগকে দান করা যাইবে, যাহারা রমজানের রোজা ভিন্ন অন্যান্য সৎকর্মও সম্পাদন করিয়াছে।

বেহেশতবাসীদের সুখের কথা

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। পুলছিরাতের পশ্চাতে একটি বিস্তৃত মাঠ আছে। উহাতে অনেক সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে এবং প্রত্যেক বৃক্ষের নীচে উত্তরে দক্ষিণে দুইটি নহর আছে। ঐগুলি বেহেশত হইতে উৎপন্ন হইতেছে। পুণ্যবান বান্দা কবর হইতে উঠিয়া, হিসাব নিকাশের জন্য দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া, উত্তপ্ত সূর্যকিরণে দগ্ধীভূত হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় পুলছিরাত অতিক্রম করিয়া যখন একটি নহর হইতে পানি পান করিবে, ততই তাহাদের সমস্ত দুঃখকষ্ট ও ক্লান্তির পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এমনকি সে পানি বুকে পৌঁছিবার পূর্বেই সমস্ত হিংসা খেয়ানত ও কিনার অপবিত্রতা দূর হইয়া যাইবে। অধিকন্তু ঐ পানি উদরে প্রবেশ করিবামাত্র উদরস্থ সমুদয় পায়খানা ও প্রস্রাব এবং রক্ত জাতীয় নাপাকী হইতে দেহ পাক হইয়া যাইবে। অতঃপর অন্য নহরের পানি দ্বারা তাহারা নিজ নিজ মাথা ও শরীর ধৌত করিবে। আর অমনি তাহাদের মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও দেহ রেশমী বস্ত্রের ন্যায় কোমল হইয়া যাইবে। তাহাদের দেহ হইতে সুগন্ধি নির্গত হইতে থাকিবে। অতঃপর তাহারা নিজ নিজ বেহেশতের দরজায় গিয়া উপস্থিত হইবে। সেখানে পৌঁছিয়া তাহারা দরজার লোহিত ইয়াকুত মুক্তার শিকলে করাঘাত করিবামাত্র উহা খুলিয়া যাইবে। তাহাদের করাঘাতের মৃদু আওয়াজেই হুরগণ বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের অপেক্ষিত স্বামীগণ আগমন করিয়াছেন। সুতরাং তখনই তাহারা স্বামীর শুভাগমনে দ্রুতবেগে ছুটিয়া গিয়া নিজ নিজ স্বামীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া আসিবে। আর বলিবে, হে প্রিয়তম, তুমিই আমার পরম সুহৃদ বন্ধু, আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট, আমি কখনও তোমার প্রতি রাগ করিব না, বা অসন্তুষ্ট হইব না।"

এইরূপ বলিয়া তাহারা তাহাকে সম্ভাষণ জানাইবে। তাহাদের জন্য বেহেশতের ভিতর সত্তরটি পালঙ্ক থাকিবে এবং প্রত্যেক পালঙ্কে সত্তরটি বিছানা ও প্রত্যেক বিছানায় সত্তরজন বিবি থাকিবে। তাহাদের প্রত্যেকের দেহে সত্তরটি অলংকার থাকিবে। ঐগুলির মধ্য দিয়া তাহাদের নালার মগজ পর্যন্ত দেখা যাইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যদি স্বর্গীয় হূরদের একটি কেশও ভূমণ্ডলে পতিত হইত, তবে উহার আলোকে সমুদয় জগদ্বাসী আলোকিত হইয়া যাইত। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন,

স্বর্গরাজ্য অত্যন্ত চমৎকার শুভ্র আভায় ঝলমল করিবে। তথায় বেহেশতিগণ কখনও নিদ্রিত হইবে না, কারণ নিদ্রা মৃত্যুর ভ্রাতা। বলাবাহুল্য যে, স্বর্গরাজ্যে দিবারাত্র চন্দ্র-সূর্য বা নিদ্রা-তন্দ্রা কিছুই হইবে না, তবে সব সময়ই স্বর্গীয় আভায় ঝল্‌মল্‌ করিবে। স্বর্গরাজ্য মোট সাতটি প্রাচীরে বেষ্টিত হইবে। প্রথম প্রাচীরটি রৌপ্যের, দ্বিতীয়টি স্বর্ণের, তৃতীয়টি ইয়াকুতের, চতুর্থটি মোতির, পঞ্চমটি মারওয়ারীদ প্রস্তরের, ষষ্ঠটি জাবরজদের এবং সপ্তমটি চমকদার নূরের তৈরী হইবে। প্রতি দুইটি প্রচীরের মধ্যে পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব থাকিবে। বেহেশতীদের মুখে দাড়ী ও শরীরে লোম গজাইবে না, কিন্তু পুরুষদের মুখে সবুজ গোঁফ থাকিবে। ফলে তাহাদের সৌন্দর্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। তাহাদের চক্ষুতে সুরমা লাগানো থাকিবে। বেহেশতীরা সকলে তেত্রিশ বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট যুবক হইবে। নর-নারীতে পার্থক্যের নিমিত্ব পুরুষদের মুখে সবুজ গোঁফ থাকিবে।

হযরত আরও ফরমাইয়াছেন যে, বেহেশতবাসী প্রত্যেকের দেহ সত্তরটি অলংকারে শোভিত হইবে। প্রত্যেকে প্রতি ঘণ্টায় সত্তর প্রকার রং ধারণ করিবে। বেহেশতবাসী পুরুষ তাহার মুখমণ্ডল হুরদের মুখমণ্ডল, বক্ষে ও উরুদ্বয়ে দেখিতে পাইবেন। আবার হুরগণও তাহাদের মুখমণ্ডল তাহাদের স্বামীর মুখমণ্ডল, বক্ষ ও উরুদ্বয় দেখিতে পাইবে। তাহারা কফ্‌ থুথু নিক্ষেপ করিবে না, বা নাক ঝাড়িবে না। তাহাদের বগলের নীচে ও নাভীর নীচে লোম গজাইবে না। কিন্তু চক্ষুতে ভ্রু ও মাথায় সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ থাকিবে। তাহাদের লাবণ্য ও সৌন্দর্য দিন দিনই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, যেমন পৃথিবীতে বার্ধক্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রত্যেক পুরুষ পানাহারে ও সঙ্গমে শত পুরুষের শক্তিতে সামর্থবান হইবে। পৃথিবীতে স্বামী-স্ত্রী যেমন সঙ্গম করিয়া থাকে, বেহেশতীরাও তদ্রূপ হোকবার পর হোকবা সঙ্গম-সুখ উপভোগ করিবে (আশি বৎসরে এক হোকবা হইয়া থাকে)। বেহেশতের বিছানায় কোন পিপীলিকা বা ছারপোকার উপদ্রব হইবে না। যতই হুরদের সহিত সঙ্গম করা হইবে, ততই তাহাদিগকে নবতর কুমারী বোধ হইবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, হুরদের তুল্য সুন্দরী লাবণ্যময়ী সংবাদ কেহ কখনও শ্রবণ করে নই। সুতরাং উহাদের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব।

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে এমন একটি বিশিষ্ট বৃক্ষ আছে, যাহার উপর হইতে হোল্লা (স্বর্গীয় পোষাক) নির্গত হইবে এবং নীচ হইতে পাখাবিশিষ্ট ঘোটকীর আবির্ভাব হইবে। জীনপোশ মনি-মুক্তা ও ইয়াকুত খচিত

হইবে। উহারা পায়খানা প্রস্রাব করিবে না। অলি আল্লাহগণ উহাদের উপর আরোহণ করিয়া স্বর্গরাজ্যে পরিভ্রমণ করিবেন। এতদ্দর্শনে নিম্নবর্তিগণ আল্লাহর নিকট আরজ করিবে, হে প্রভু! কি কার্যের বিনিময়ে তাহারা এরূপ মর্যদা ও সম্মানের অধিকারী হইয়াছে? প্রত্যুত্তরে আল্লাহ্ বলিবেন, যখন তোমরা নিদ্রাসুখে বিভোর ছিলে, তখন তাহারা নামাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। তোমরা যখন ইফতার (পানাহার) করিতে তাহারা তখন উপবাস ব্রত পালনে রত ছিল। আর যখন তোমরা ধনরত্ন সঞ্চয়ে ও তাহা ব্যয়ে কৃপণতা করিতে, তখন তাহারা মুক্ত হস্তে দানে রত ছিল। আর যখন তোমরা ভীরু মনে কাল যাপন করিতে, তখন তাহারা ধর্মযুদ্ধে রত ছিল।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, বেহেশতের মধ্যে এমন একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে, যাহার সুশীতল ছায়ায় শত বৎসর ঘোড়া দৌড়াইয়াও শেষ করা যাইবে না। এ মর্মে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ -

"এবং বেহেশতে বিস্তৃত ছায়াবান বৃক্ষ আছে।" পৃথিবীতে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরক্ষণে সেরূপ ছায়া পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

اَلَمْ تَرٰى اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ -

"(হে মোহাম্মদ!) তুমি কি ভাবিয়া দেখ নাই যে, তোমার প্রভু সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পর কিরূপে ছায়া বিস্তার করিয়াছেন?"

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমি কি তেমাদিগকে এমন একটি সময়ের কথা বলিব, যাহা বেহেশতের অনুরূপ হইবে? সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণ ও সূর্যাস্তের পরক্ষণই বেহেশতী সময়ের সদৃশ, কিন্তু এই ছায়ার ন্যায় বেহেশতী ছায়া ক্ষণস্থায়ী নহে। উহা যেমন চিরস্থায়ী, তেমন আরামদায়ক। আরও বর্ণিত আছে যে, বেহেশতের মধ্যে একটি বৃক্ষ আছে, যাহার ফলগুলি মাখন হইতে কোমল মধু হইতে সুমিষ্ট এবং মেশক্ হইতে সুগন্ধময় হইবে। কিন্তু নামাজি ভিন্ন অন্য কাহারও ভাগ্যে উহার আস্বাদন করা সম্ভব হইবে না।

হূরেঈন বা সুবৃহৎ নয়নবিশিষ্টা হুরদের বর্ণনা

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক হূরে-ঈনদের মুখমণ্ডল লাল, সাদা, সবুজ ও হলুদ রংয়ের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং শরীর জাফরান, মেশক্ আম্বর ও কাফুর দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। আর কেশগুচ্ছ লবঙ্গ দ্বারা তৈরী করিয়াছেন। আল্লাহ পাক হুরদের পদযুগল হইতে হাঁটু পর্যন্ত অত্যন্ত সুগন্ধ জাফ্রান দ্বারা, হাঁটু হইতে বক্ষ পর্যন্ত মেশ্ক দ্বারা, বক্ষ হইতে ঘাড় পর্যন্ত আম্বর দ্বারা এবং ঘাড় হইতে উপরাংশ কাফুর দ্বারা তৈয়ারী করিয়াছেন। যদি তাহারা কেহ একবার জগৎ বক্ষে থুথু নিক্ষেপ করিত তবে সমস্ত পৃথিবী মেশকের গন্ধে মোহিত হইয়া যাইত। সেই হুরদের বক্ষে তাহাদের স্বামীর ও আল্লাহর একটি নাম লেখা থাকিবে। তাহাদের বক্ষস্থল দৈর্ঘ-প্রস্থে একক্রোশ প্রশস্ত হইবে। তাহাদের উভয় হস্তে দশটি করিয়া কাঙ্গন বা চুড়ি এবং অঙ্গুলীগুলিতে এক একটি করিয়া অঙ্গুরীয়ক থাকিবে। অধিকন্তু তাহাদের পদযুগলে দশটি করিয়া খাড়ু বা খালখাল থাকিবে।”

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতের মধ্যে লোবা নামক একজন হুর আছে। আল্লাহ্ পাক তাহাকে মেশ্ক, কাফুর, আম্বর ও জাফরান এই চারি প্রকার সুগন্ধ বস্ত্র হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আর সমস্ত হুরগণ তাহার প্রেমে আসক্ত। যদি সে একবারও মহাসাগরে থুথু নিক্ষেপ করিত, তবে সাগরের লবণাক্ত পানি সুমিষ্ট হইয়া যাইত। তাহার বক্ষে লিখিত থাকিবে, যদি কেহ আমার ন্যায় সুন্দরী হুর পাইতে আশা করে, তবে যেন সে আমার প্রভুর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ পাক জান্নাতুল আদন সৃষ্টির পর হযরত জিব্রাঈলকে (আঃ) ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি যেন ঐ সকল বস্তু পর্যবেক্ষণ করিয়া আসেন, যাহা তিনি তাঁহার বান্দা ও আওলিয়াদের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। নির্দেশানুসারে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) যখন বেহেশত ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলেন, তখন একজন হুরেঈন একটি বালাখানা হইতে দেখিয়া হাসিয়া

উঠিলেন। তাঁহার দন্তরাজির আলোকে জান্নাতে আদন ঝলমল্ করিয়া উঠিল। আর উহাতেই হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বেহুশ হইয়া পড়িয়া গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন–উহা খোদার তাজাল্লিরই ঝলক। অতঃপর হূরে-ঈন হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে তাহার মস্তক উত্তোলন করিয়া হূরে-ঈনদের বলিলেন, তোমার স্রষ্টা প্রশংসনীয়। হুরেঈন আরজ করিলেন, হে আমিন আল্লাহ! আপনি কি অবগত আছেন, আমি কাহার জন্য সৃষ্টি হইয়াছি?' হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন, না আমি অবগত নই।' হূরে-ঈন বলিলেন, আল্লাহ আমাকে তাহার ভোগের নিমিত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি স্বীয় কামনাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে জলাঞ্জলী দিয়া থাকে।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমি মেরাজের রাত্রিতে একদল ফেরেশতাকে বেহেশতে দেখিতে পাইলাম যাহারা স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা বালাখানা তৈয়ারী করিতেছে। হঠাৎ তাহারা নির্মাণ কার্য হইতে বিরত হইলে আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে ফেরেশতাগণ! তোমরা নির্মাণ কার্য বন্ধ করিলে কেন? তাহারা বলিল, আমাদের পুঁজি সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, তোমাদের পুঁজি কি? তাহারা বলিল, এই বালাখানার মালিক যতক্ষণ আল্লাহর উপাসনায় জেকেরে রত থাকে, ততক্ষণ আমরাও নির্মাণ কার্যে রত থাকি। উপাসনা ও জেকের হইতে বিরত হইলে আমরাও নির্মাণ কার্য হইতে বিরত হই।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, অলী আল্লাহগণ ইচ্ছানুরূপ ফল ভক্ষণ করিবার পর আরও খাদ্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন। তখন আল্লাহ পাক আরও খাদ্য আনিতে আদেশ করিবেন। তখনই সত্তর হাজার খেদমতগার আসিয়া তাহাদের সম্মুখে হাজির হইবে। তাহাদের প্রত্যেকের নিকট মোতি ও ইয়াকুতের সত্তর হাজার মায়েদা বা খাদ্য ভাণ্ডার থাকিবে এবং প্রত্যেক মায়েদায় এক সহস্র স্বর্ণের পেয়ালা থাকবে। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَفِيْهَا
مَاتَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

"এবং তাহাদের আশেপাশে স্বর্ণের সহিফা ও পানপাত্র লইয়া খাদেমগণ ঘুরাফেরা করিবে। প্রত্যেক সহিফায় সত্তর সহস্র রকমের খাদ্য থাকিবে। ঐ সকল খাদ্য আগুন দ্বারা পাক করা হইবে না। বা কেহ পাক করে নাই বা কোন পাত্রে পাক করা হয় নাই। বরং আল্লাহর আদেশে ঐগুলি সৃষ্টি হইয়াছে।"

অলি আল্লাহ, তাহাদের সহধর্মীণিগণ একত্রে পরমানান্দে তৃপ্তির সহিত ঐ সকল সহিফা হইতে ভক্ষণ করিবেন। খাইতে খাইতে তাহারা যখন আছুদা হইয়া যাইবেন, এমন সময় একটি বেহেশতী পাখী উড়িয়া আসিবে। উহার হাড়গুলি উটের হাড়ের মত হইবে উহা নিজ পাখার উপরে ভর করিয়া অলী আল্লাহর মাথার উপর বসিয়া বলিবে, হে আল্লাহর অলী! আপনি কি আমার টাটকা মাংস ভক্ষণ করিবেন? আমি নহরে ছালছাবিল ও নহরে কাফুরের পানি পান করিয়াছি এবং আমি স্বর্গীয় উদ্যানে পরিভ্রমণ করিয়াছি ও উহার সুধা পান করিয়াছি। অলী আল্লাহ খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবামাত্র আল্লাহর আদেশে উহা তাঁহার কামনানুসারে ভুনা হইয়া খাদ্য থালায় আসিয়া পড়িবে। অলী আল্লাহ্ ইচ্ছানুরূপ উহার সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ করিবেন। কিছুক্ষণ পর ঐ পাখী আল্লাহর কৃপায় উড়িয়া যাইবে। শত খাইলেও বেহেশতের খাদ্য শেষ হইবে না। এমনকি কমিবেও না। যেমন কোরআন পাক লোকে পাঠ করে, পরকে শিক্ষা দেয়, অধিকন্তু কোন অবস্থায়ই উহার পরিবর্তন বা হ্রাস পায় না, তদ্রূপ বেহেশতের খাদ্য যত ভক্ষণ করাই হউক না কেন, হ্রাস পাইবে না, বা কমিবে না।

হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, বেহেশতবাসিগণ পরমানন্দে পানাহার করিবে ও বিবিধ প্রকারে উহার ফল আস্বাদন করিবে, কিন্তু ঐ সকল খাদ্য উদরে পৌছাইয়াই হাওয়া হইয়া বাহির হইয়া যাইবে। ঐ বাতাসে মেশ্‌ক ও কাফুরের গন্ধ পাওয়া যাইবে। যেমন মাতৃগর্ভে শিশু পায়খানা প্রস্রাব করে না, এমনিই বাঁচিয়া থাকে।

হে পরম করুণাময় প্রভু! আমাদিগকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাহার পরিবার-পরিজনদের উছিলায় ক্ষমা করুন এবং স্বর্গীয় সামগ্রী উপভোগ করিবার তৌফিক দান করুন। হে আল্লাহ আপনিই সমস্ত প্রশংসার উপযুক্ত! আমিন!!

পরিশিষ্ট

মাহত্মা ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুসলিম জগতে যে সকল মনীষী ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করত; মুতাজিলা ও মুরজিয়া ও কাদরিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্ভট মতবাদের প্রক্কালে আদর্শচ্যুত মুসলিম সমাজকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছিলেন, ইমাম গায্যালী (রহঃ) তাঁহার অন্যতম। তিনি তাহার সাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তিতর্কের সাহায্যে বিভিন্ন মতবাদকে চিরতরে পর্যুদস্থ করিয়াছিলেন। তাহার ন্যায় প্রতিভাশালী লেখক জগতে খুব কমই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি তাহার কিতাবের প্রতিটি ছত্রে যে সমস্ত অমূল্য বাণী ও দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, নিশ্চয়ই তাহা মহামূল্য মণি-মুক্তা হইতেও মূল্যবান। ইমাম গায্যালীর প্রতিভা মুসলিম জাহানের অধিবাসীবৃন্দের হৃদয়ে সমুন্নত আসন দখল করিয়া রহিয়াছে। ইসলামের বিভিন্ন সামাজিক, দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় জটিল সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধানে এই মহাত্মার দান অতুলনীয়।

ইমাম গায্যালী আবু হামিদ মোহাম্মদ আলতুসী খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত তুস বা তাহেরান নগরে ৪৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (১০৭২) খৃঃ) তাহার পিতা পশমী বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া তাহাকেও গায্যালী বা পশমবিক্রেতা বলা হইত। অতি শৈশবেই তিনি মাতা পিতাকে হারাইয়াছিলেন। পিতা অন্তিমকালে আহমাদ নামক এক বন্ধুকে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি কোরআন শরীফ ও আরবী সাহিত্যে জ্ঞান সমাপ্ত করিয়া তিনি কোরআন শরীফ ও আরবী সাহিত্যে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভাগ্যবলে তিনি জোরজনে মহাত্মা ইমাম আবু নসরকে ওস্তাদ হিসাবে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া ছিলেন। অতঃপর তিনি নিশাপুর আসিয়া ইমাম-উল-হারামাইনের নিকট অত্যন্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত বিদ্যা-শিক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই সহপাঠীদের ভিতর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ইমাম গায্যালী (রহঃ) গুরুর নিকট হইতে দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাহার অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। পাঠ্যাবস্থায় তিনি ইসলামের খ্যাতনামা চিন্তা নায়কদের সহিত অবাধভাবে মেলামেশা করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের মতবাদ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বাধীন অনুসন্ধিৎসু, অতুলনীয় মেধাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা গুণে। তিনি মহাসত্যের গবেষণা করিবার সামর্থ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৌলিক গবেষণা চিরকাল চিন্তানায়কদের মনে চিন্তার খোরাক যোগাইতে থাকিবে।

অতঃপর ৪৮৪ হিজরীতে ইমাম সাহেব মহানগরী বাগদাদে আগমন করেন। সেখানে অতি অল্পদিনের মধ্যে নিজামিয়া কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাহার জ্ঞান গরিমার সুখ্যাতি সমগ্র দেশে পুষ্প সৌরভের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িল। তিনি স্বীয় প্রতিভা গুণে তৎকালীন আব্বাসীয় সুলতানদের সভাসদগণের সম আসনে সমাসীন হইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহার প্রতিপত্তি, সম্মান আমীর ওমরাহ ও মন্ত্রীদের প্রভাবকেও অতিক্রম করিয়াছিল। রাজ্যের যাবতীয় জটিল ও গরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ তাহাকে সমাধান করিতে হইত। কথিত আছে যে, তাহার শিক্ষাদানের মজলিসে সব সময় তিনশত শিক্ষক ও একশত আমীর ওমরাহ উপস্থিত থাকিতেন। শিক্ষাদান ব্যতীত তিনি মাঝে মাঝে ওয়াজ নসিহত করিতেন। তাহার ওয়াজে শিক্ষামূলক বিষয়সমূহ বিশেষভাবে আলোচিত হইত। ফলে তাহার ওয়াজ শ্রোতাদের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইত। মজলিসে গায্যালী নামক গ্রন্থে তাহার প্রদত্ত একশত তিরাশিটি বক্তৃতা সংগৃহিত হইয়াছে।

ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর চিন্তাধারা ছিল তদানীন্তন প্রচলিত সুফী-চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। উহা ছিল বৈপ্লবিক। ইমাম সাহেব যখন বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করিয়া সংস্কারমূলক ব্যাখ্যা দান করিতে তৎপর হইলেন, তখন তাহার মতবাদের বিরোধিতাও চতুর্দিক হইতে জোরেশোরে উত্থিত হইল। গতানুগতিকপন্থী সুফীগণ তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল। দার্শনিক ও গোঁড়াপন্থী আলেমগণ তাঁহার বিরোধিতায় এতদূর অগ্রসর হইল যে, তাহার রচিত গ্রন্থাদি জ্বালাইয়া ফেলিতে লাগিল। কিন্তু ইমাম সাহেব সত্যের ভিত্তিতে যে সংস্কারমূলক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা একটুও টলিল না। মুসলিম জাহান তাহার চিন্তাধারা গ্রহণ করিল। মুসলমানদের আকিদায় ইমাম সাহেবের চিন্তাধারার প্রভাব গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গেল।

ইমাম গায্যালীর সময় দর্শন-বিজ্ঞানের অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পার্থিব পদ-মর্যদা ও সম্মান ইমাম সাহেবের স্বাধীনতা স্পৃহার প্রতিবন্ধক হয় নাই

অধিকাংশ দার্শনিকদের ন্যায় তিনিও জ্ঞান রাজ্যে স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী ছিলেন। রাজকীয় সম্মান ও প্রতিপত্তির লোভ ত্যাগ করিয়া চারি বৎসর অধ্যাপনার পর তিনি অজানার আহ্বানে বাগদাদ ত্যাগ করেন। শত সহস্র আলেম ওলামা, আমীর ওমারাহদের একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চারিশত অষ্টাশি হিজরীতে তিনি সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন।

বাগদাদ ত্যাগকালে তিনি সমস্ত মূল্যবান পোষাক-পরিচ্ছেদ, তৃপ্তিকর আহার, রাজকীয় সম্মান ও ছাত্র-সুধীজনের শ্রদ্ধার প্রলোভন ত্যাগ করিয়া সাধারণ পথিকের বেশে সিরিয়ার পথে যাত্রা করেন। সে দৃশ্য কতই না হৃদয় বিদারক ও মর্মন্তুদ। এতদসত্ত্বেও ইমাম সাহেবের অন্তরে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতা বিরাজ করিতেছিল।

সিরিয়া দামেস্ক নগরীতে পৌঁছিয়া তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানে তিনি প্রত্যহ জামে উমাইয়া মসজিদের পশ্চিম কিনারে আরোহণ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আহর্নিশ ধ্যান-ধারণায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এইভাবে সুদীর্ঘ দুই বৎসর তিনি একান্তভাবে মোরাকাবা মোশাহেদায় অতিবাহিত করেন। ধ্যান-ধারণায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে মসজিদের সংলগ্ন মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন।

তাসাউফ তত্ত্ব শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে শেখ আবু আলী ফারমাদীর তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই মহাত্মা আবার জেরুজালেমের পথে বর্হিগত হন। তথায় বিশিষ্ট বুজর্গদের সমাধিক্ষেত্র জিয়ারত করেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সমাধিক্ষেত্র জিয়ারত করেন।

অবশেষে হজব্রত পালন করিবার উদ্দেশ্যে ইমাম সাহেব মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। এই সময় তিনি বহুদিন সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর সুদীর্ঘ দশ বৎসর বিভিন্ন দেশ, শহর, জঙ্গল, মরুভূমি ও পাহাড়-পর্বত পরিভ্রমণ করেন। সুফী মতবাদ গ্রহণ করিয়াও তিনি সংসার বিরাগী ছিলেন না।

ইমাম গায্যালী (রহঃ)-এর জীবনী পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি পনেরো বৎসর গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি আনুমানিক ৭২ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। হিসাব করিলে প্রতিদিন ১৬ পৃষ্ঠা পড়ে–অর্থাৎ ইমাম সাহেব প্রতিদিন গড়ে ১৬ পৃষ্ঠা করিয়া লিখিতেন। ইহা ছাড়াও এই সময়েই তিনি অধিক ইবাদত-বন্দেগী ও সংস্কারমূলক বক্তৃতা করিতেন।

জীবনের শেষ অধ্যায় মহত্মা একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদত-উপাসনায় অতিবাহিত করেন।

এই জগদ্বিখ্যাত মহামনীষী ও দার্শনিক ইমাম আল গায্যালী (রহঃ) ৫০৫ হিজরীর ১৪ই জমাদিয়সানী (১১১১খৃঃ) মুসলিম জাহানকে শোক সাগরে ভাসাইয়া তাহার জন্মভূমিতে ইন্তেকাল করেন।

ইমাম সাহেবের ইন্তেকাল সম্পর্কিত একটি অদ্ভুত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ণনাটি এইরূপ ইমাম সাহেবের কণিষ্ঠ ভ্রাতা ইমাম আহমদ গায্যালী বর্ণনা করিয়াছেন, ইন্তেকালের দিন ফযরের নামাযের পর ইমাম সাহেব জায়নামাযে বসা অবস্থায়ই নিজের কাফনের কাপড় চাহিয়া লইলেন। তারপর সেই কাপড় চক্ষে লাগাইলেন এবং উহাতে চুমা দিয়া রাখিয়া দিলেন। অতঃপর নিম্নস্বরে বলিতে লাগিলেন, প্রভুর নির্দেশে বলিতে বলিতে শুইয়া পড়িলেন। 'নিকটে গিয়া দেখা গেল যে, তাহার রূহ্ মরজগত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।" ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। তাহেরানেই তাহার মাযার তৈয়ারী করা হয়।

সমাপ্ত